উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 1 December 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 192 JAL

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

রংদার চিঠি

এখন ফেসবুকের কল্যাণে আবার সবার মুখে চিঠি নিয়ে কথাবার্তা। চিঠি নিয়ে নানারকম লেখালেখি। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ডের দিন শেষ মেল এবং হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে। শ্রীচরণেষু, ইতি— এসব শব্দও হারিয়ে যাওয়ার মুখে। এবারের প্রচ্ছদে চিঠি নিয়েই চর্চা।

নয় থেকে বারোর পাতায়

খাদে বাস, মৃত ৬

রংপোতে বাস খাদে পড়ে মৃত্যু হল এক পর্যটক সহ ছয়জনের। মৃতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪ মহিলা সহ আরও ১৫ জন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে সিকিমের সিংতাম হাসপাতালে।

বিস্তারিত ষোলোর পাতায়

ধর্ষণে ১৪১ বছর জেল

ফাঁকা বাড়িতে মেয়েকে ধারাবাহিক ধর্ষণের দায়ে কেরলের এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৪১ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত। একগুচ্ছ মামলা মিলিয়ে ১৪১ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে অপরাধীকে।

বিস্তারিত সতেরোর পাতায়

শুনানিতেও হুমকি শুনতে হয় জমি মালিকদের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মধু জমলে মৌমাছি ভনভন করবেই। যেখানে কোটি কোটি টাকার গন্ধ সেখানে জালিয়াত চক্রের পান্ডাদের আনাগোনা হবে, এ আর নতুন কী? ইতিমধ্যেই তারা হানা দিতে শুরু করেছে ধূপগুড়ি-ফালাকাটার মাঝে আট কিলোমিটার ফোর লেন বাইপাস এলাকায়। ক্ষতিপূরণের নামে বাড়তি টাকা পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে ঘুরপথে মোটা অর্থ পকেটস্থ করার জাল বিছানোর কাজ চলছে জোরকদমে। যাঁরা বাড়তি টাকার লোভে চক্রের পান্ডাদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন তাঁরা মুখে কুলুপ আঁটছেন। যাঁরা তুলনায় শিক্ষিত ও সচেতন, তাঁরা সরকারি ভূমি অধিগ্রহণ পদ্ধতিতে ভরসা রেখে সরাসরি শুনানিতে অংশ নিচ্ছেন।

সেখানেও অবশ্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে অনেকের মনে হাজারও প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিকদের সামনে শুনানিতে হাজির হওয়ার সন্দেহজনক অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন বারোঘরিয়া মৌজার বাসিন্দা সুশীল বৈদ্য। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'নোটিশ পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হয়ে সারাদিন অপেক্ষার পর শুনানি হল না। আধিকারিকদের কথামতো পরদিন শুনানিতে হাজির হয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার পর শুনলাম আমার জমি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। যে জমির রেকর্ড এবং দখলস্বত্ব আমার সেখানে কে অভিযোগ করেছেন, তা আমাকে জানানো হল না। উলটে সেখানকার এক কর্মী আমাকে পরামর্শ দিলেন আপসে সমস্যা মেটাতে। অভিযোগকারীর সঙ্গে মীমাংসায় ওঁরা মধ্যস্থতা করবেন এমন অফারও দেওয়া হল আমাকে।'

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
আলু ও অন্যান্য বীজ শোধনে
TRICHOSTAR
আধুনিক জৈব প্রযুক্তির একমাত্র অপকারী ছত্রাকনাশক
ট্রাইকোস্টার
(ট্রাইকোডারমা ভিরিডি)
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

> শুনানিতে হাজির হয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার পর শুনলাম আমার জমি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। যে জমির রেকর্ড এবং দখলস্বত্ব আমার সেখানে কে অভিযোগ করেছেন, তা আমাকে জানানো হল না। উলটে সেখানকার এক কর্মী আমাকে পরামর্শ দিলেন আপসে সমস্যা মেটাতে।
>
> **সুশীল বৈদ্য,** *জমির মালিক*

ফোর লেন জমিদাতাদের অনেকেই শুনানিতে হাজির হয়ে এমন নানা হয়রানির অভিযোগ শুনিয়েছেন। তবে দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে পাছে ক্ষতিপূরণ পেতে সমস্যা হয় এই কারণে কেউই সংবাদমাধ্যমে নাম প্রকাশে রাজি হতে চাইছেন না। বারোঘরিয়া মৌজার আরেক বাসিন্দার কথায়, 'যিনি শুনানি গ্রহণ করলেন তাঁর গলার স্বরে কেমন যেন একটা ভয় দেখানোর আভাস পেলাম। ওঁদের পরামর্শমতো না চললে ক্ষতিপূরণ পেতে অযথা দেরি হবে বলে বারবার শুনতে হয়েছে। কেন জানি মনে হচ্ছিল, আকারে ইঙ্গিতে সমঝোতার কথা বলতে চাইছিলেন সরকারি লোকেরাই।'

২০০৮ সাল থেকে টানা ১৩ বছরের চেষ্টায় ২০২২ সালের ৪ জুলাই চার লেনের মহাসড়কের ধূপগুড়ি বাইপাস অংশের জমি জরিপ শেষ হলেও আজ অবধি ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু করতে পারেনি জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এই বাবদ বরাদ্দ কয়েকশো কোটি টাকা পড়ে আছে সরকারি কোষাগারেই। হিসেবমতো বাইপাসের জন্য ছয়টি মৌজার ওপর দিয়ে ৮ কিলোমিটার

এরপর ষোলোর পাতায়

দুর্বল টিকটিকি, বিপদে পুলিশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : কথার মাঝে ঘরের কোণে টিকটিকি'র টিকটিক মানেই সেকথা ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়। বাঙালি গৃহস্থের মতোই বাংলার পুলিশ মহলও খবর সংগ্রহ বা খবরের সত্যতা যাচাইয়ে টিকটিকি নির্ভর। কোনও গোপন অভিযানে নামার আগে দুঁদে পুলিশকর্তারাও আজও টিকটিকি'র সিগন্যালের অপেক্ষায় থাকেন। সেই টিকটিকিরা ইদানীং ঠিকঠাক কমিশন পাচ্ছেন না। ফলে কেউ মন দিয়েছেন অন্য কাজে, কেউ আগের মতো আর সক্রিয় নন। দারোগাবাবুরা বেকায়দায়। ছোট-বড় অপরাধের আগাম খবর আর আগের মতো তাঁদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা সামলাতেও তাঁদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।

টিকটিকি আদতে সরকারি স্বীকৃতিহীন পুলিশের সোর্স। যে কোনও অপরাধের কিনারা করতে সেই সোর্স ছাড়া থানার বড়, মেজো বা ছোটবাবুরা কার্যত এক পা-ও নাড়াতে পারেন না। পুলিশের নানা সাফল্যের কথা ঘটা করে প্রচার হলেও সোর্সদের কথা চিরকাল পর্দার আড়ালে দুয়োরানির মতোই থেকে যায়। টিকটিকিদের একটা বড় অংশেরই রোজগারের মূল ভরসা ছিল গোপন খবর পৌঁছে দিয়ে পাওয়া কমিশন। শেষ কয়েক বছরে সেই কমিশনেও টান পড়তে শুরু করেছে। ফলে দারোগাদের ডাকে খবরিলালরা আগের মতো আর সাড়া দিচ্ছেন না। এক ব্যক্তি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসওজি'র টিকটিকি হিসাবে কাজ করতেন। মাস আটেক ধরে বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করা ও ব্যক্তির কথায়, 'কমিশনের লোভে ঝুঁকি নিয়ে অনেক কাজ করেছি। ইদানীং কাজ করলেও না মিলছে সোর্স মানি, না পাওয়া যাচ্ছে বকশিশ। একসঙ্গে আমরা ১৮ জন খবরিলাল আর ওদের সঙ্গে কাজ করছি না।'

পুলিশ সূত্রের খবর, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশদের (ভিপি) দৌরাত্ম্য বাড়তেই টিকটিকিদের কদর কমেছে। বেশিরভাগ থানাবাবুরা সিভিক, ভিপিদেরই বিকল্প সোর্স হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। টিকটিকি বা খোচরদের সামলাতে প্রতি থানাতেই কমবেশি 'সোর্স মানি' বরাদ্দ থাকে। সেই টাকাই কমিশন হিসাবে বিভিন্ন সময় টিকটিকিদের দেওয়া হয়। প্রতি থানাতেই

বাড়ছে দুষ্কর্ম

- টিকটিকিদের একটা বড় অংশেরই রোজগারের মূল ভরসা ছিল গোপন খবর দিয়ে মেলা কমিশন
- শেষ কয়েক বছরে সেই কমিশনেও টান পড়তে শুরু করেছে, বেশিরভাগ থানাতে সোর্স মানি থাকছে না
- তাই বিরক্ত খবরিলালরা দারোগাদের ডাকে আগের মতো আর সাড়া দিচ্ছেন না
- সিভিক, ভিপিদের ভরসায় যে অপরাধের কিনারা করা যাচ্ছে না সেটা পুলিশকর্তাদের অনেকেই বুঝেছেন

একজন করে অলিখিত 'ক্যাশিয়ার' থাকেন। তিনিই বিষয়টির দেখভাল করেন। বিভিন্নভাবে থানার হাতে আসা কাটমানির টাকা থেকে খানিকটা সোর্স মানি হিসেবে তাঁর কাছে জমা থাকে। সিভিক, ভিপিদের আলাদা করে কমিশন দিতে হয় না। ফলে বেশিরভাগ থানাতে সোর্স মানি জমা রাখা হচ্ছে না। সেই টাকা থানাবাবুরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছেন। কোথাও কোথাও সোর্স মানি রাখা হলেও তা সামান্যই। আর সেই টাকায় টিকটিকিদের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। আবার অনেকক্ষেত্রেই খবরিলালরা মোটা টাকা কমিশন দাবি করছেন। পুলিশ যা বাস্তবে মেটাতে পারছে না।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্র ধরতে পুলিশের বিশেষ দল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং শিবমন্দির বাজারে ছদ্মবেশে ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু সঠিক খবরের অভাবে দুষ্কৃতীরা তাদের নাগাল এড়িয়ে পালায়। চক্রের এক পান্ডাকে কায়দা করে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে মাটিগাড়া এলাকায় আনতে পুলিশ টিকটিকিদের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু কমিশন নিশ্চিত না হওয়ায় কোনও খবরিলালই ওই কাজে রাজি হননি। মাদক ও জাল নোট উদ্ধারে মালদা পুলিশের একসময়ের ভরসার এক টিকটিকি এখন দৈনিক হাজিরায় ট্যাক্সি চালান। তাঁর কথা, 'বড়বাবুরা আগের মতো হাত খোলেন না, তাই থানার ফোনও ধরি না।'

সিভিক, ভিপিদের ভরসায় যে অপরাধের কিনারা করা যাচ্ছে না সেটা পুলিশকর্তাদের অনেকেই বুঝেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে জটিল কেসের সমাধানে তাঁরা টিকটিকির দ্বারস্থ হচ্ছেন। তবে থানাওয়ারি বরাদ্দ কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই পুলিশকর্তারাও সেভাবে টিকটিকিদের সাহায্য করতে পারছেন না। তেমনই এক পুলিশকর্তার বক্তব্য, 'থানাওয়ারি সোর্স মানি উপরমহল থেকে বরাদ্দ হয়। নীচুতলায় আমাদের সেভাবে কিছু করার থাকে না। এরপর টিকটিকি পুষতে হলে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।'

ইউনূসকে কড়া বার্তা, আজ কীর্তনের ডাক ইসকনের

বাংলাদেশে ধৃত আরও ১ সন্ন্যাসী

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৩০ নভেম্বর : আরও এক সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার বাংলাদেশে। চট্টগ্রামে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয় শ্যামদাস প্রভুকে। তিনিও চিন্ময়ের মতো ইসকনের প্রাক্তন সদস্য। দিনকয়েক আগে তিনি কারাবন্দি চিন্ময় কৃষ্ণদাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারির কারণ জানা যায়নি। বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবিতে সরব সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি একজন।

এখন সম্পর্ক না থাকলেও প্রাক্তন এই সদস্যের গ্রেপ্তারিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কলকাতায় ইসকনের মুখপাত্র রাধারমণ দাস। হিন্দুদের মন্দির, ঘর-বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিরাপদ নয় বলে অভিযোগ করছে ইসকন। শুক্রবার চট্টগ্রামে অন্তত ৩টি মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুরের পর শনিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সেই সময় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের পতাকা হাতে মিছিল করতে দেখা যায় অনেককে। মিছিলকারীরা বাংলাদেশি জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল তাহেরীর সদস্য বলে জানা গিয়েছে। আওয়ামি লিগ সরকার এই গোষ্ঠীটিকে নিষিদ্ধ করেছিল। হাসিনা সরকারের পতনের পর ফের মাথাচাড়া দিয়েছে সংগঠনটি। হিজবুল তাহেরীর নেতা মাহফুজ আলম অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও ইউনূস প্রশাসন অশান্তির জন্য ইসকন ও ভারতের দিকে আঙুল তুলেছে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে রবিবার বিশ্বজুড়ে প্রার্থনা ও কীর্তনের আয়োজন করছে ইসকন। এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার বহু দেশে হবে প্রার্থনা ও কীর্তন। ইসকন মুখপাত্র রাধারমণ দাস সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, '১৫০টির বেশি দেশ এবং অগণিত শহরে লক্ষ লক্ষ ইসকন ভক্ত রবিবার প্রার্থনা করতে জড়ো হবেন।'

বাংলাদেশ হাইকোর্ট ইসকনকে নিষিদ্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিলেও সংগঠনটির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে বাংলাদেশ সরকার। শনিবার পর্যন্ত ইসকনের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১৬ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। বিসিজি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিন্দু পড়ুয়াকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি ইসকনের সঙ্গে যুক্ত। প্রশাসন ও পুলিশে কর্মরত বহু সংখ্যালঘু কর্মী-আধিকারিককে হয় বরখাস্ত নয়তো গুরুত্বহীন পদে বদলি করা হয়েছে বলে হিন্দু নেতাদের দাবি।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম, উপদেষ্টা সার্জিস আলম থেকে শুরু করে বিএনপি নেতা মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির সকলে অবশ্য একবাক্যে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করছেন। সার্জিস বরং ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা চাই, যারা ধর্মকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটাতে চায় এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে, সেইসব উগ্রবাদী সংগঠনকে যেন নিষিদ্ধ করা হয়।'

শুক্রবার সুইৎজারল্যান্ডের জেনিভায় রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি তারেক মহম্মদ আরিফুল ইসলাম দাবি করেন, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবর ভুয়ো। তারেকের বক্তব্য অবশ্য পত্রপাঠ খারিজ করেন আন্তর্জাতিক সংগঠন আইসিএসএফের প্রতিনিধি রায়হান রশিদ। তিনি জানান, তারেক যখন বক্তব্য রাখছেন তখনও চট্টগ্রামে হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে মৌলবাদীরা। রায়হান বলেন, 'ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।'

বিশ্ব মঞ্চে মোদির সক্রিয়তা চায় সংঘ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশকে কড়া বার্তার পাশাপাশি ভারত সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হিন্দুহৃদয় সম্রাট হিসেবে সক্রিয় হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, একইভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহ বন্ধে তাঁকে বিশ্বগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আর্জি জানানো হয়েছে।

আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং অন্য সমস্ত সংখ্যালঘুর ওপর ইসলামি মৌলবাদীদের অত্যাচার, হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ অত্যন্ত চিন্তাজনক। আরএসএস এর কড়া নিন্দা করছে।' একইসঙ্গে ওই বিবৃতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়েছে।

একসুর

আরএসএস
অত্যাচার করছে ইসলামিক মৌলবাদীরা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
হিন্দুদের তাড়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে

দিলীপ ঘোষ
চাল-ডাল পাঠানো বন্ধ করে দেব

মানিক সাহা
(ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী)
বাণিজ্য বন্ধের ইঙ্গিত

হোসাবালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলছে দেখেও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নীরব দর্শক হয়ে আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে হিন্দু নির্যাতনের বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক সমর্থন সংগ্রহে গুরুত্ব দিচ্ছে আরএসএস। এজন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ করতে নয়াদিল্লিকে তারা চাপ দিচ্ছে। সংঘের সাফ কথা, 'ইসকনের সন্ন্যাসীকে কারাবন্দি করে বাংলাদেশ সরকার অন্যায় করেছে।'

ভারতের সব হিন্দু সংগঠনই বাংলাদেশের সমালোচনায় একসুর। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে। পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারীর মতো ত্রিপুরার বিজেপি সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পক্ষে সওয়াল করছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা অচিরেই বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সরকার বাণিজ্য বন্ধ করতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। যদিও ভারতের বিদেশসচিব রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার জানিয়েছিলেন, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সচল থাকবে। তারপরেও বাংলার বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'চিকিৎসা থেকে শুরু করে বিয়েবাড়ির বাজার, সবকিছুর জন্যই ওদের আসতে হয় কলকাতায়। আমরা চাল, ডাল পাঠানো বন্ধ করে দিলে ওরা খেতে পাবে না। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ না হলে সীমান্তে অবরোধ করে সব আটকে দেব। তখন দেখব কত দম্ভ।'

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
হৃদয় আলো করে, আসুক মায়ের কোল ভরে
পরিষেবা
• আই.ইউ.আই
• আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব বেবি)
• আই.সি.এস.আই
পাকুড়তলা মোড়, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | 9800711112

পাশাপাশি। হায়দরাবাদে বাংলাদেশ কাণ্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিলের পাশে মুসলিম নারী।

বাগ্রাকোট চা বাগানের কারখানা।

ইতিহাস বলছে বাগ্রাকোট

ডুয়ার্সের সবথেকে পুরোনো চা বাগান, গজলডোবা বাগান হারিয়ে গিয়েছে তিস্তার গর্ভে। সেই সুবাদে বাগ্রাকোট চা বাগানই এখন সবথেকে 'বয়স্ক'। এখন কেমন আছে সেই দেড়শো বছরের পুরোনো বাগান? উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাতায় রইল তার খোঁজ।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান ছিল গজলডোবা চা বাগান। ১৮৭৪ সালে ডঃ এইচপি ব্রাংহামের হাত ধরে বাগানটির পথ চলা শুরু। ওই ইংরেজ চা শিল্পপতিই পাহাড়ের সোনাদায় ধোতরে এবং কলেজভ্যালি চা বাগান দুটি স্থাপন করেছিলেন। তিস্তার আগ্রাসানে এখন আর সেটির অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে সবচেয়ে পুরোনো এবং চালু বাগান হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে বাগ্রাকোট চা বাগান।

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের তথ্য অনুসারে, ১৮৭৬ সালে ডুয়ার্সে একে একে চালু হয় ১৩টি চা বাগান। সেইগুলোর মধ্যে একটি বাগ্রাকোট। সেসময় চালু হওয়া ফুলবাড়ি এবং ডালিমকোট নামে এখন আর কোনও বাগান নেই। সেই দুটি ডিভিশন হয়ে অনেক আগে লিস লিভার চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত।

১৮৭৬ সালে কালিম্পং পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাগ্রাকোট চা বাগানের পত্তন করেন ব্রিটিশ চা শিল্পপতি ডব্লিউএস ক্রসওয়েল। প্রথম ম্যানেজার হয়েছিলেন মিস্টার নর্থ। বাগানের পূর্বে বয়ে চলেছে ঘিস এবং পশ্চিমে লিস নদী। একসময়ে বাগ্রাকোট মালিকানা ছিল ডানকানস শিল্পগোষ্ঠীর। ২০২১ সালে বাগানটির পরিচালনভার নেয় 'সম্মেলন টি অ্যান্ড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড'। প্রায় ৬০০ হেক্টর বাগানটির চার ডিভিশনে বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিকসংখ্যা ১২০০। দেড়শো বছর ছুঁইছুঁই বাগ্রাকোট চা বাগানের বেশিরভাগ চা গাছই শতবর্ষপ্রাচীন। বর্তমানে হেক্টরপিছু ৭০০-৮০০ কিলোগ্রাম চা পাতা মিলছে। এবছর সেখানে (শনিবার ২০২৪ সালের উৎপাদনের মরশুম শেষ হল) মোট চায়ের উৎপাদন ৫ লক্ষ কিলোগ্রাম। যা জমি-শ্রমিক অনুপাতে অন্তত ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম হওয়া উচিত, বলছেন বাগানটির বর্তমান পরিচালকরা।

বাগ্রাকোটের নামের সঙ্গে কালো অধ্যায়ও জড়িয়ে রয়েছে। ২০১০ সাল থেকে বিপর্যয় নেমে আসতে শুরু করে। কয়েকবছর বাগান বন্ধ ছিল। তারপর ২০১৪ সালে দুর্গাপুজোর শুরুতে অর্ধাহার, অপুষ্টি, রোগভোগে একের পর এক শ্রমিকের মৃত্যু গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

শনিবার সকালে বাগানের অফিসের রাস্তা ধরে ম্যানেজারের বাংলোর দিকে এগোতে গিয়ে কথা

এরপর ষোলোর পাতায়

জলপ্রকল্পের কাজ ধীরে, ক্ষোভ মালে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৩০ নভেম্বর : পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বেশ কয়েক বছর ধরে মালবাজার শহরে পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তা খুঁড়ে লোহার পাইপ বসানো হয়েছে। তবে ওয়াটার সোর্স নিয়ে পুরসভা এখনও কিঞ্চিৎ ধন্দে। জলের স্তর নির্ণয় করে সেই জায়গা নির্বাচনের পর জল সরবরাহের কাজ শুরু হতে পারে। চলতি শীতের মধ্যে এই জলপ্রকল্পের কাজ শেষ না হলে চৈত্র মাসে পানীয় জলের সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। কারণ, মালবাজার শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের সরবরাহ হয় না। বাসিন্দাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। পুরসভা অবশ্য সময়মতো কাজ শেষের বিষয়ে আশাবাদী। ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির বক্তব্য, 'দ্রুতই এই জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে মনে করছি। আশা করছি, এর শহরে পানীয় জলের কোনও সংকট থাকবে না।'

২০১৯-'২০ সালে 'আম্রুত' প্রকল্পের অধীনে মালবাজার পুরসভায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়। প্রায় ৪৫ কোটি টাকা খরচে ১৫টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার নীচে লোহার পাইপ বসানো শুরু হয়। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রথম পর্যায়ের পাইপ বসানোর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এখনও চলছে। ১ নম্বর ওয়ার্ডে বোরিং করে ভূগর্ভে পাইপ ঢোকানো হয়েছে। সেই পাইপ দিয়ে বের হওয়া জল বাড়ি বাড়ি যাবে। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডেও বোরিং করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে কর্মতীর্থের পিছনে জলের রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে। তবে সেই স্থানের জলের স্তর অনেকটা নীচে থাকায় বোরিংয়ের কাজ সফল হয়নি। পুরসভা রিজার্ভারের কাছাকাছি এলাকায় আবার বোরিং করে জল বের করার চেষ্টা করবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

লাঠি বিলোনোই জীবনের শখ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৩০ নভেম্বর : পরিচালক প্রভাত রায়ের একটি জনপ্রিয় বাংলা ছবি রয়েছে 'লাঠি'। ছবির মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভিক্টর ব্যানার্জি। সেখানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একটি লাঠির মাধ্যমেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাকড়িতলার বাসিন্দা নেতা সুকুমার দাসের কাছেও এমন একটি লাঠি আছে। অভিনেতা ভিক্টর যেমন লাঠি নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি সুকুমারের লাঠি অবশ্য এলাকার ষাটোর্ধ্বদের অবলম্বন। সুকুমারের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। কিন্তু তিন বছর ধরেই একেবারে বিনামূল্যে এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের লাঠি বিলি করেন সুকুমার। তাঁর লাঠিতে ভর করেই এখন কয়েকশো বৃদ্ধ চলার শক্তি পেয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ লাঠি বিলি কেন? সুকুমারের কথায়, 'আয়ুষ হাসপাতালের সামনে একদিন চা খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি দশ-বারো জন বৃদ্ধ বসে কথা বলছিলেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। বয়সের কারণে তাঁরা আজ ঠিকমতো হাঁটতে-চলতে পারেন না। এরজন্য অবশ্য তাঁদের কোনও অবলম্বনও নেই। তখনই মাথায় আসে যদি আমি তাঁদের হাতে লাঠি দিতে পারি। সেটা তাঁরা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে পারবেন। সেই ভাবনা থেকেই এমন উদ্যোগ।' কিছু দিনের মধ্যেই বাড়ির সুপারি গাছ কেটে লাঠি বানিয়ে বিলি শুরু করেন সুকুমার। এর পরেই গ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাঠি চেয়ে আবদার করেন। সুকুমারও নিজের ফাঁকা সময়ে সুপারি গাছ কেটে লাঠি বানিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পান।

নিজে হাতে বিলি করার জন্য লাঠি বানাচ্ছেন সুকুমার দাস।

পাকড়িতলার সুকুমার বিয়ে করেননি। সামান্য কিছু জমি আছে তাঁর। সেটা চাষ করেই যা পান তা দিয়েই একার সংসার চলে যায়। কিন্তু এভাবে কী করে জীবনের অর্ধেকটা সময় কেটে গেল? তরুণ বয়স থেকেই এসইউসিআই দলের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। এলাকায় ভালো প্রভাব ছিল। এলাকায় তিনি নেতা সুকুমার নামেই পরিচিত। রাজনীতি করতে করতে আর বিয়ে করার সময় পাননি। এখনও দল ডাকলে দৌড়ে যান সুকুমার। তবে এই সময় লাঠি বানাতেই বেশি সময় কেটে যায় তাঁর।

কী দিয়ে তৈরি করেন এই লাঠি? সুকুমার বলেন,

এরপর ষোলোর পাতায়

পাত্র-পাত্রী

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যা পড়তে হতে পারে। নতুন ফ্ল্যাট কেনার সুযোগ আসবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ।

বৃষ : বাবা ও মা-কে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সুযোগ আসবে। এই সপ্তাহে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সম্মানিত হতে পারেন। অকারণে কেউ আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। সামান্য বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে।

মিথুন : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো ফলের আশা করতে পারেন। তীব্র ভোগেচ্ছাকে সামলে রাখুন। গৃহ সংস্কারের যোগ রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার শুভ সময়।

কর্কট : ব্যবসায়ে মন্দাভাব কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য হলেও, অর্থাগমে খামতি থাকবে না। এ সপ্তাহে পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শে কোনো সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পেশাগত কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কাটবে। অপ্রিয় সত্যি বলে সমস্যায় পড়বেন।

সিংহ : এ সপ্তাহে ব্যস্ততায় কাটবে। ক্রীড়া ও রাজনীতির ব্যক্তিগণ এ সপ্তাহে বড়ো কোনো সুযোগ পাবেন। সৃষ্টিমূলক কাজের জন্যে সম্মানিত হতে পারেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে পড়লেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কন্যা : কাউকে অযথা উপদেশ দিয়ে সমস্যার তৈরি করবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে রাশ টানা দরকার। যে কোনো ব্যবসা এ সপ্তাহে ভালো ফল দিতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

তুলা : প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলে পরে অনুশোচনা। বিদ্যার্থীরা এ সপ্তাহে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অতি ভোগলালসায় ক্ষতি। নতুন ব্যবসার জন্যে দূরস্থানে যাত্রা করতে হতে পারে। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সমস্যা তৈরি করবে। অধিক পরিশ্রমে নতুন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেও শরীর সমস্যা আনবে। পুরোনো কোনো কাজের জন্যে অনুশোচনা।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে এ সপ্তাহে নিজের কর্মদক্ষতার জন্যে উপযুক্ত সম্মান পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠাৎ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিপন্ন কোনো ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

ধনু : বহু দিনের প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। গুরুজনের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজন বিরোধের অবসান হবে। মা ও বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মকর : কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পত্তি ক্রয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। সন্তানের পড়াশোনায় অগ্রগতি মানসিক শান্তি দেবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীরা এ সপ্তাহে নতুন কোনো সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ ঘটতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসা ভালো যাবে। সাংবাদিকদের জন্যে সপ্তাহটি শুভ। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। গবেষণার কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে। দাম্পত্যের সমস্যা আরও বেশি জটিল হতে পারে।

মীন : সন্তানের বিদেশ যাত্রার বিষয় নিয়ে অহেতুক উদ্বেগ। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যেই কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তি। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করবেন না। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধে মনোকষ্ট। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সপ্তাহটিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/113316)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8768218905. (C/113568)

■ রবি দাস, SC, 31/5'-5", B.Sc. নার্স, কর্মরতা। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/113573)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/111994)

■ পাল, 29/4'-11", M.A. (Regular), B.Ed., Computer (DCA), শ্যামবর্ণা, দেবগণ। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9641402684, 8001847276. (C/111993)

■ SC, 38/5'-5", PG স্কুল শিক্ষিকা, Net Set, Ph.D.(R), সুন্দরী, ডিভোর্সি, উপযুক্ত উদার পাত্র কাম্য। (M) 9933025895. (C/112854)

■ কুলীন, কায়স্থ, অবিবাহিত, 30/5'-2", B.A. ইনকমপ্লিট। ফর্সা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (সরকারি চাকরি ডিভোর্সি হলেও চলবে)। বাবা রেলে আছেন। 7478489792, 8509028056, শিলিগুড়ি। (C/113575)

■ বারুজীবী, 21+/5'-1", স্নাতক, মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 26-30-এর মধ্যে চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M : 7679048594. (S/N)

■ মাহিষ্য, 32/5'-2", Ph.D (Bengali), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কেঃ সঃ চাঃ, অফিঃ, Prof., KV-র শিক্ষক পাত্র কাম্য। Mobile - 8101268451. (C/113591)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, বারুজীবী, 26/5'-1", B.A., ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। M : 8116833514. (A/B)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, সংগীতজ্ঞা, 5'-4"/29+, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে, উপযুক্ত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 35yr. পাত্র কাম্য। পাত্রী B.A., M.A., B.Ed.। Mob : 8900505345, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/113594)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, নরগণ, 29/5'-3", ফর্সা কেঃ সংস্থায়, স্থায়ী মেডিঃ অফিসার (বদলিযোগ্য)। অমাঙ্গলিক, অদেবারি, অনূর্ধ্ব 35, ডাক্তার, কেঃ সঃ অফিসার, ইঞ্জিঃ, ব্যাংক কলকাতাস্থিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। M : 9609993737. (A/B)

■ সাহা, শিলিগুড়ি, ফর্সা, স্লিম, 27/5'-2", হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9933406265/8900700144. (C/113590)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, প্রতিষ্ঠিত, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর মেয়ে, DOB : 01-01-1990, M.A., B.Ed., 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, পারিবারিক ব্যবসায় অংশীদার হিসাবে নিজস্ব আয়। এমন পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9434048912. (C/113477)

■ সূত্রধর, জেনারেল কাস্ট, বিএ পাশ, ৩৮/৫'-১", সংগীত শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ- ৯০৬৪৭৫৭২৪০. (C/113110)

■ কায়স্থ 31/5'-2", M.Sc., Ph.D, কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ, সুচাকুরে পাত্র কাম্য। 6289072143,7847097461. (C/113589)

■ নমঃশূদ্র, 25+/5'-2", M.A., B.Ed, DElEd, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার। M : 8617429549.(C/113108)

■ ইংরেজিতে MA ফার্স্ট ক্লাস, বিএড সম্পন্না বিভিন্ন বড় বড় দেশীয় ম্যাগাজিনে লেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুশ্রী ২৫+ কায়স্থ পাত্রীর জন্য (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) কর্মচারী (গ্রুপ-বি অফিসার) রায়গঞ্জের পাত্র চাই। পিতা স্কুলটিচার। কেবলমাত্র সরকারি চাকরিরত পাত্ররাই ফোন করিবেন। মোঃ 9733052076/9775435414. (K)

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", BA, ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M : 8116007272. (M/M)

■ পূঃ বঃ সাহা, বয়স 34+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। M : 9434183574. (C/111998)

■ কায়স্থ, মধ্যবিত্ত, 22/5'-3", H.S. পাশ, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ভদ্র ফ্যামিলির ঘরোয়া মেয়ের জন্য যোগ্য সুপাত্র কাম্য। (M) 7003763286. (C/113478)

পাত্র চাই

■ EB, কায়স্থ, দেবারি, মাঙ্গলিক, DOB : 29.11.90, 5'-2", অধ্যাপিকা (শিলিগুড়ি), M.Phil., Ph.D., 11-12 LPA, 38 মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাত্র চাই। W : 9475960688. (M/M)

■ কায়স্থ, জেনারেল, 33/5'-1", M.A., সরকারি চাকরিজীবী, প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। M : 9679373179. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, ২৮, ফর্সা, সুন্দরী, দেবারিগণ, এমএ, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুচাকুরে, স্বঃ বা অন্য বর্ণ পাত্র চাই। 8170979637. (C/112895)

■ B.Sc. নার্সিং, 26, CHO কর্মরত (গভঃ) ৫'-৫", লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী, চিকিৎসক, গভঃ স্থায়ী চাকরির পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ নম্বর : 9474393661. (C/112900)

■ ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, 34/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9734189905. (C/113701)

■ কায়স্থ দত্ত, একমাত্র কন্যা, 30+, ডক্টরেট, বৃষ রাশি, নরগণ, সুশ্রী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত (কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী)। উপযুক্ত (সরকারি/বেসরকারি), সুশিক্ষিত, দাবিহীন পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ : 9650982659. (C/113581)

■ 27+ ফর্সা, 5'-3", M.A., কথক ও নিউট্রিশনে ডিপ্লোমা করা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9932480724. (C/112000)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28 বছর বয়সি, 5'-2" height, পাত্রী B.Tech., MNC-তে কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত, সুপাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পাত্র কাম্য। 080-69074907. (K)

পাত্র চাই

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng. (H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB ব্যাংকের স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/113477)

■ সাহা, ২৬/৫'-১", B.Sc. (Compu. Sc.), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। উপার্জনশীল সুপাত্র চাই। (M) 9474273216. (C/113479)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮+/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কোচঃ অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/113479)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 32/5', M.A. পাশ, উপযুক্ত সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 8016561028. (S/N)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৭, ফর্সা, সুন্দরী, B.Tech., PWD-তে ক্লার্ক পদে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/113478)

■ কোচবিহার নিবাসী, 1993 জন্ম, কায়স্থ, 5'-6", সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী/বেঃ সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9832640617. (C/113111)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-3", M.A., D.El. Ed., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, বালুরঘাট নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য সুপাত্র কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলবে। (M) 9609866303. (C/113605)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৫ বছর বয়সি, M.A. in ইংলিশ, সুন্দরী, পিতা সরকারি আধিকারিক ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/113478)

পাত্র চাই

■ পাত্রী EB, SC, 29/5'-4", রাক্ষসগণ, B.Tech., MBA, সুদর্শনা, Kolkata-তে কর্মরতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8116780353, 6289429033. (C/113330)

■ পাল, 25/5'-1", B.A., B.Ed., M.A. পাঠরতা, স্লিম, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832335401. (C/113483)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, গভঃ প্রাইমারি শিক্ষিকা (2010), পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ার নিকটবর্তী সরকারি চাকুরে, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ সুপাত্র কাম্য। (M) 7908371782. (C/113702)

■ ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত্র, 30/5'-11", M.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9800760808. (C/113485)

■ ফর্সা সুশ্রী, 29/5'2", M.Sc, Ph.D মালদাতে কলেজ শিক্ষিকা 32 এর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরিরত পাত্র চাই। মালদা অগ্রগণ্য। 6295064985. (M/112557)

■ পাল, M.A, 33+/5', M.A (বাংলা), ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে /প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Mob : 9614906228, রায়গঞ্জ। (M/112622)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, 34/5'2" সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, স্লিম, মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে / ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M-7029021011. (M/112622)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 31/6', পিতা পেনশনভোগী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য 5'-4"-8"/21-26'এর মধ্যে শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9641657361. (C/111996)

পাত্রী চাই

■ সাহা, B.Tech., 38/5'-10", Govt. Bank Manager-এর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। জাতিভেদ নাই। 9641185545. (C/113570)

■ পোদ্দার (কুণ্ডু), 39+/5'-3", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8759463336. (C/113318)

■ পাত্র দাস, 34+, গোত্র আলিম্যান, বেঃ সরকারি কর্মী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832699331. (C/113319)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-8", M.Sc., সুদর্শন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ব্রাহ্মণ, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9064205538, 7864987143. (C/113564)

■ EB, বৃশ্চিক, দেবারি, 32/5'-6", BE, Kol IT কর্মরত, এক ছেলে, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ৩১ মধ্যে শিক্ষিত, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 8918947176, অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। (K)

■ কায়স্থ, 35 বয়স্ক, MBA পাশ, বিদেশি সংস্থায় বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত (আদি বাড়ি কোচবিহার জেলায়), পাত্রের জন্য ২৮/২৯ বয়স্কা, শিক্ষিতা (দেবারিগণ বাদে) পাত্রী কাম্য। শীঘ্রই বিবাহ। Ph.No. 8927977484, যোগাযোগের সময় সন্ধে 6টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। (C/113566)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 31+/5'-7" (CSIR) সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কর্মরত, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 22 থেকে 25-এর মধ্যে। M : 8116450848. সরাসরি যোগাযোগ (5.30 P.M. to 10.30 P.M. (C/43583)

■ একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, প্রপারে ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্যবসায়ী। ভদ্র, সাধারণ পাত্রী কাম্য। 9635715254. (C/113571)

পাত্রী চাই

■ পাত্র মাধ্যমিক পাশ, ৫'-৪", ৫২ বঃ ডিভোর্সি নিজের সাইকেল দোকান ও বাড়ি, ৪৫-এর মধ্যে ভদ্র পাত্রী কাম্য। M : 7047047232. (M/M)

■ পাত্র কায়স্থ 42 বৎসর 5'-5" শ্যামবর্ণ নিজস্ব গাড়ি চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। M : 8768076899. (M/M)

■ রাজবংশী, 38/5'-5", H.S. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী (মাসিক 30,000+) (মাথায় চুল কম আছে) পাত্রের জন্য H.S. পাশ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M : 98323-08987. (C/113580)

■ কর্মকার, 31+/5'-6.5", মেষ রাশি/ নরগণ, পূঃবঃ, আলিম্যান গোত্র, ব্যাঙ্গালোরে নামী কোঃ ইঞ্জিনিয়ার, স্থায়ী চাকরি। অনূর্ধ্বা 26, শিক্ষিকা, সুশ্রী, ফর্সা, 5'-4", স্ববর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্রী চাই। অভিভাবক স্বয়ং যোগাযোগ করিবেন। M :8967540876. (U/D)

■ নাথ, 32/5'-5", Coal India Limited (ECL), Asst. Manager, posted near Durgapur, Paschim Bardhaman. জলপাইগুড়িতে নিজ বাড়ি, কলকাতায় ফ্ল্যাট আছে। ভালো পরিবারের সুশ্রী, শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না পাত্রী কাম্য। M.No. 9434038848, 6290053160. (C/113601)

■ দাবিহীন দত্ত বণিক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, H.S., 42+/5'-6", ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী 35 মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 8250336960. (C/113476)

■ সেন, 43+/5'-2", M.A. Eng., B.Ed., TET পাশ, পার্ট টাইম শিক্ষক H.S. স্কুল, 60 বছর চাকরি + টিউশন + LIC, পাত্রী চাই। পাত্রী গরিব হলেও চলিবে। (M) 9474160904. (C/113329)

পাত্রী চাই

■ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পরিবারের পাত্র, বয়স ৩৩+/৬'-১", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিজস্ব Taxi-Cab ব্যবসা, মাসে ২০-২৫ হাজার আয়। পাত্রী চাই সুশ্রী, ২৩-২৬/৫'-৩" ঊর্ধ্বে। ডিভোর্সি, দালাল, শিলিগুড়ির মেয়ে নিষ্প্রয়োজন। Any Caste, দাবি নেই। পারিবারিক যোগাযোগ কাম্য। (M) 7063345575. (C/113323)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৫", নর, B.Com., বেঃ সঃ, শিলিগুড়িতে দুটি নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 7407956952. (C/113592)

■ Gen., 27, MBBS, 6' (সঃ হাঃ ডাক্তার)। সুদর্শন এই পাত্রের সুন্দরী পাত্রী কাম্য। সঃ চাকুরে পাত্রী চলিবে। (M) 7001699369. (C/113593)

■ সম্ভ্রান্ত, কায়স্থ, নাগ, কলকাতা নিবাসী, 5'-5", সুদর্শন, B.Tech. (CS), IT সেক্টর, 7 LPA, পাত্রের অতিব সুমুখশ্রীযুক্তা, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিতা, 21 অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। (M) 8240715576. (K)

■ সাহা, 32, B.A., 5'-8", প্রাঃ ব্যাংকের ম্যানেজার। ডিভোর্সি, সুদর্শন এই পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/113593)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 37/5'-7", M.A. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9434961138. (S/N)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 42/6', সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 35, উঃ বঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832608567 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/112894)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/113478)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/4'-10", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 7585978951. (C/113600)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-2", ফর্সা, পরমা সুন্দরী, M.A., B.Ed. (Eng.), একমাত্র কন্যার জন্য উচ্চ সরকারি আধিকারিক/সুপ্রতিষ্ঠিত সুদর্শন, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই (জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। (M) 9832427133. (C/113604)

■ কায়স্থ, নরগণ, ৩৫/৫'-৩", M.A., D.Ed., উপযুক্ত পাত্র কাম্য, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 6294411077. (C/113603)

■ জেনারেল, 26/5'-2", B.Tech., স্লিম, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। (M) 7585852488. (C/113477)

■ কায়স্থ, 24/5', ফর্সা, সুন্দরী, D.El.Ed., GNM পাশ। B.A., Eng. Hons. দ্বিতীয় বর্ষ, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। (M) 7029883757. (C/113112)

■ ডাক্তার (MBBS), চাকরিরতা, 29/5'-2", একমাত্র কন্যা। কায়স্থ, MD/MS ডাক্তার পাত্র চাই। (M) 8116816675. (C/113478)

■ দে, কায়স্থ, ফর্সা, 36/5'-6", প্রাইভেট, বিএড কলেজে কর্মরত, ডিভোর্সি (13 বছরের কন্যাসন্তান আছে), শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 6296148705. (C/113478)

■ সাহা, 26/5'-3", M.Sc., গভঃ এগ্রিকালচার গ্রুপ-B পদে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9733066658. (C/113478)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/113478)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/113478)

■ বিপত্নীক, 48+, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী। উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। (M) 9832516332, 7076854139. (C/113317)

■ নমশূদ্র, 33/5'-5", জুনিয়ার ইঞ্জিঃ, শ্যামবর্ণ, Pvt. Co.-তে কর্মরত। পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। শিলিঃ। (M) 9547413032. (C/113567)

■ পাত্র 33/5'-8", কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র সন্তান, মার্চেন্ট নেভির চিফ অফিসার, ক্যাপ্টেনের সার্টিফিকেট আছে। চাকরিজীবী সুদর্শন পাত্রের জন্য সুদর্শনা, উচ্চশিক্ষিতা, উপযুক্ত ৩১ বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M : 9434885267/6297603233. (C/113574)

■ EB, কায়স্থ, 29+/5'-9", B.Tech. (IIT) MNC, Bangalore-এ উচ্চপদে কর্মরত, বাবা BSNL-এ কর্মরত, রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। 080-96141340. (K)

■ বিশ্বাস, ৩৬/৫'-৫", B.A., ITI, আয় টিউশন ও ঘরভাড়া। ৩০-৩৪, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9064587607. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 29/5'-7", B.A., M.R., সুদর্শন, বাবা-মা পেনশন প্রাপক, কোচবিহার শহর নিবাসী, নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M : 9851310107. (C/113104)

■ দত্তগুপ্ত 27+/5'-6", সুদর্শন, গ্র্যাজুয়েট, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। মোঃ 6296453424. (C/113588)

■ 36/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Com, MBA, Gen Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী শিলিগুড়ির মধ্যে চাই। M : 8250618470. (K)

■ ব্রাহ্মণ 32/5'-3", ICT স্কুল শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য, উচ্চশিক্ষিত বা সঃ চাকরিজীবী সুশ্রী পাত্রী চাই। M : 9933472638. (C/113585)

■ কায়স্থ, ৩২+/৫'-৫", B.A. অনার্স, Reliance IT, Slg.-তে কর্মরত। একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়িতে নিজস্ব দুটি বাড়ি। এইরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, কায়স্থ, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/113327)

■ পাত্র, মাহিষ্য, নরগণ, ৩৭/৫'-১১", গ্র্যাজুয়েট, জলপাইগুড়ি নিবাসী, শ্যামবর্ণ। নিজস্ব বাড়ি আছে। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8900315442, যোগাযোগের সময় : 12 P.M. to 6 P.M. (C/113325)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য 24+বিকম পাশ, নিজস্ব ওষুধের দোকান, নিজগৃহ, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্যে প্রকৃত সুন্দরী 23-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি সন্নিকটে অগ্রগণ্য। মোঃ নং 9832096013. (C/113321)

■ 32/5'-10", মকর, দেব, M.Sc., B.Ed., Private School Teacher 70K/Month। উপযুক্ত পাত্রী চাই। M : 8637803885. (U/D)

■ দাবিহীন, ব্রাহ্মণ, 37+/5'-5", B.Com. Pass, Hardware Diploma, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, স্নাতক, স্মার্ট, কর্মঠ, সুমুখশ্রী, ফর্সা পাত্রী চাই। 9733262845. (C/113596)

■ পাত্র দাস, কায়স্থ, 30/5'-5", শিলিগুড়ি/কলকাতা নিজগৃহ। B.Tech., MS in Data Science, কলকাতা MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, B.Tech., MBA, MCA পাত্রী কাম্য। (M) 7001148091. (C/113597)

■ সাহা, হাইস্কুল শিক্ষক (মালদা), 48 বৎ/5'3" পাত্রের জন্য সঃ/অসবর্ণ 35 বৎ-এর মধ্যে সরকারি চাকুরিজীবী পাত্রী চাই। M-9733051528. সময়- 6-9 PM. (M/ED)

■ গন্ধবণিক দত্ত, 29/6', জলপাইগুড়ি, Software Engineer পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832746697. (C/112898)

■ সাহা, 31/5'-4", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9641402517. (C/113595)

■ কায়স্থ, বয়স 36+/5'-9", M.A., B.Ed., টিউশন এবং অন্য কাজ আছে, শিক্ষিতা, ভদ্র ঘরের ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7001370839, 7797708905. (C/111999)

■ 34 বছর বয়সি, কোচবিহার নিবাসী, সরকারি ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। 080-69074943. (K)

■ রাজবংশী, 34/5'-10", B.Tech., MNC (Delhi posted), 15 LPA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা Govt. Officer, পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69074907. (K)

■ ৩২ বৎসর, C.A/C.S, Bangalore (MNC)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910449031. (K)

■ পাত্র রাজবংশী, 32/5'-9", গ্র্যাজুয়েট, রেলঃ ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কোচবিহার শহরে নিজস্ব বাড়ি, সংস্কৃতিমনস্ক পরিবার। অনূর্ধ্ব 26 বছর, 5'-2"-3", ফর্সা, সুদর্শনা, ঘরোয়া পাত্রী (গ্র্যাজুয়েট) কাম্য। প্রকৃত ইচ্ছুক সমমনস্ক অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 7319593989, 9641384631. (C/113113)

■ কায়স্থ 5'-8", Software Engineer, Bangalore-এ কর্মরত, 30+, Package 10-12 lakh, পাত্রের জন্য সুশ্রী, Bangalore চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক ফোন করবেন। মোঃ 8337836673. (C/113584)

পাত্রী চাই

■ ফালাকাটা নিবাসী, 30/5'-6", Railway-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9635924555. (C/113484)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 38/5'-9", MBBS (Govt. Hospital) কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8116521874. (C/113484)

■ পাত্র কায়স্থ, 30+/5'-6", MNC-তে কর্মরত, বাড়ি (শিলিগুড়ি) থেকে কাজ। অনূর্ধ্ব 27 পাত্রী কাম্য। (M) 8250771689. (C/113802)

■ কায়স্থ, ৩০+/৫'-৭" উচ্চতাসম্পন্ন MBA পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, মাস্টার ডিগ্রি, কায়স্থ পাত্রীর প্রয়োজন। যোগাযোগ- 9476155704. (C/113475)

■ কায়স্থ (কুণ্ডু), বয়স 30, উচ্চতা 5'-10", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, কাটিহার (বিহার), নিজস্ব বাড়ি ও গাড়ি। একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 5'-4" - 5'-6" হলে ভালো। জাতিভেদ নেই। (M) 9749062068, 7631230448. (C/113477)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের, শিক্ষিত, গভঃ ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সহইচ্ছুক পাত্রীর পরিবার দেওয়া নম্বর-এ যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 9836084246. (C/113478)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MD, গভঃ ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসার, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/113478)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬ বছর বয়সি, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজ হচ্ছে। (M) 9330394371. (C/113478)

■ কায়স্থ, 33/5'-9", M.Sc. (Math), Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, পিতা Retd. Army Officer, ভদ্র ফ্যামিলির দাবিহীন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/113478)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, 35+/5'-6", প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য 5 ফুট,+25 ঊর্ধ্বে, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M : 9775439859. W/A. (A/B)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 34/5'-8", MCA, রেলের Asst. ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য অবিবাহিতা/ডিভোর্সি, সন্তান গ্রহণযোগ্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9330848518. (C/113478)

■ সরকার, 34, Area Manager (MR) উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9832527946. (C/113587)

■ সদগোপ, দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট, বয়স 29+, উচ্চতা 5'-7", M.A. Honours, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বালুরঘাট টাউনে নিজস্ব (Mustard Oil Mill), Trading ও Stoke ব্যবসা আছে। বাবার কৃষি জমিও আছে। এই একমাত্র ছেলের জন্য একটি সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9475612467, 7908350827. (C/113478)

■ পাত্র, SC, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com. পাশ, 5'-2"/36+, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। দাবিহীন পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/113482)

■ শিলিগুড়ি, EB, 30/5'-9", B.Com., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য যোগ্য, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9832422180. (C/113483)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", M.Tech., WBSECL Govt. দপ্তরে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9804807902. (C/113484)

■ কোচবিহার নিবাসী, 35/5'-8", সরকারি চাকুরে, উচ্চপদস্থ আধিকারিক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9635575795. (C/113484)

■ মালদার প্রাঃ শিঃ (2012) 37+ নেশা ও দাবিহীন ব্রাহ্মণ পাত্র। অনূর্ধ্ব 33 ব্রাঃ/অব্রাঃ মালদার বাইরের সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ - 7029200543. (M/112559)

■ ব্রাহ্মণ 49 হাইস্কুল শিক্ষক, অবিবাহিত। মালদা ও কলকাতায় বাড়ি। 34 মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। ডিভোর্সী নয়। গরিব ঘরের চলবে। M-8337838014. (M/ED)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ 35/5'4", High School Teacher, 21-28 মধ্যে, শিক্ষিত সুন্দরী ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। M-8797674127.(M-112558)

■ কায়স্থ, লম্বা, 31, ইঞ্জিনিয়ার, MNC তে কর্মরত। ফর্সা, লম্বা পাত্রী কাম্য। M- 9475312341. (M/112622)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113478)

বাংলাদেশে ক্রমে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জোরালো হচ্ছে। যে দেশ স্বাধীন করার জন্য ভারতের অনেক যোদ্ধা রক্ত দিয়েছিলেন, সেই বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতায় সেই যোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরা কষ্ট পাচ্ছেন। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ তাঁদের পীড়া দিচ্ছে। কোচবিহার থেকে হিলি-সব জায়গায় বিস্ময়, যন্ত্রণা।

‘ভারতের অবদান কী করে ওরা ভোলে’

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

শুভাশিস দাস ও তাঁর স্ত্রী উমা দাস। শনিবার। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৩০ নভেম্বর : নানা ঘটনায় অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বাংলাদেশ এখন উত্তাল। বাংলাদেশের এই অস্থিরতায় বারবার সেদেশের মৌলবাদীরা ভারতের দিকে আঙুল তুলছে। বাংলাদেশে ক্রমে ভারত বিরোধিতার সুর জোরালো হচ্ছে। যে দেশ স্বাধীন করার জন্য ভারতের অনেক যোদ্ধা রক্ত দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকে প্রাণ হারান। সেই বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতায় ওই পরিবারগুলি কষ্ট পাচ্ছে।

এরকরমই এক পরিবার দিনহাটার এক্সচেঞ্জ মোড়ের দাস পরিবার। পরিবারের কর্তা শুভাশিস দাসের বাবা যোগেশচন্দ্র দাস স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বাংলাদেশের ঘটনায় শুভাশিসের মন ভারাক্রান্ত। তাঁর কথায়, ‘বাংলাদেশের কয়েকজন মানুষ কীভাবে তাঁদের দেশ স্বাধীনতায় ভারতীয়দের অবদান ভুলে যেতে পারেন, সেটা ভেবে অবাক হই। আমার মনে হয় ভারত সরকারের এবিষয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন।’

পূর্ব পাকিস্তানের গাইবান্দা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি হয়ে যোগেশচন্দ্র দাস সাত বছর জেলবন্দি জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৩৯ সালে গাইবান্দা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে রংপুর জেল, এরপর দমদম সেন্ট্রাল জেল ও পরে আন্দামান জেলে বদলি করা হয়। সেখানে আড়াই বছর তিনি বন্দি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় বন্দি গণেশ ঘোষও ছিলেন।

শুভাশিসের কথায়, ‘পূর্ব পাকিস্তানে যখন আয়ুব সরকার ছিল তখনও আমাদের গাইবান্দার বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। হাসিনা সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বর্তমান সময়ের থেকে অনেকটা কম। এখন যেভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ও ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে তা খুব পীড়া দেয়।’

কোচবিহারের গুহ পরিবারের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগ রয়েছে। ১৯৩৩ সালে রংপুর অস্ত্র মামলায় পূর্ণেন্দুশেখর গুহর জেল হয়। তিনি ১২ বছর জেল খেটেছেন। ১৯৩৬ সালের মে মাসে আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁকে পাঠানো হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁকে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রংপুরে ফিরে যান। দেশভাগের পর তিনি রংপুর ছেড়ে চলে আসেন। অসমে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন বলে তাঁর পরিবারের দাবি। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়েরা বর্তমানে কোচবিহারে থাকেন। কোচবিহারের সারদা দেবী রোডের বাড়িতে বসে পূর্ণেন্দুশেখর গুহর ছেলে অলোককুমার গুহ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন।

অলোকের বক্তব্য, ‘অসৎ মানুষের হাতে দেশের দায়িত্ব পড়লে কী অবস্থা হতে পারে তা বাংলাদেশকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। দেশটা এখন মৌলবাদীদের হাতে চলে গিয়েছে। যাঁদের জন্য নিজের দেশের জন্ম। তাঁদের উপর বিদ্বেষী মনোভাব কখনই কাম্য নয়। বাংলাদেশ আসলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে। যার ফল সংখ্যালঘুদের ভোগ করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে দ্রুত গণতান্ত্রিকভাবে সরকার গঠন করা উচিত।’

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা থেকে শুরু করে অনেক কিছুর জন্য বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে সেখানে তার প্রভাব পড়ছে। নিজের পায়ে কুড়ুল না মেরে, বাংলাদেশ কবে শোধরাবে। সেদিকে এখন সবাই তাকিয়ে রয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে পা হারানো ক্ষুদিরামের অন্য যন্ত্রণা

বিধান ঘোষ

হিলি, ৩০ নভেম্বর : কয়েকদিন বাদেই বাংলাদেশ যুদ্ধের বিজয় দিবস। তার ক'দিন আগে হিলিতে অনুষ্ঠিত হবে সেই যুদ্ধের শহিদ দিবসও। কিন্তু বাংলাদেশ গঠনের পাঁচ দশক বাদে ওই দুই দিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। প্রতিবেশী দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে ভারাক্রান্ত ওই যুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে ভারতীয় সেনাকে সাহায্যকারী ক্ষুদিরাম। তিনিও হিলিতে শহিদ দিবস পালনের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

হিলি থানার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া ধরন্দা গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদিরাম নাহা। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারের দাবিতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ময়দানে ঝাঁপিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সেনাকে পথ দেখানো, ভারতীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া সহ নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ওই যুদ্ধের সময় আশ্রয়স্থল থেকে কোনও কাজে ধরন্দা গিয়েছিলেন। কাজ সেরে ফেরার পথে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা বিছানো মাইন ফেটে ডান পা উড়ে গিয়েছিল তাঁর। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও ডান পা হারান তিনি। তার কয়েকদিন বাদেই পশ্চিম পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিজয় ও বাংলাদেশ গঠনের কথা শুনে পা হারানোর যন্ত্রণা ভুলেছিলেন। কিন্তু ওই ঘটনার ৫৪ বছর বাদে ছাত্র আন্দোলন, তার জেরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও পলায়ন, সেদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিচলিত বৃদ্ধ ক্ষুদিরাম।

হিলিতে শহিদ স্তম্ভ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের স্মৃতি।

বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা ভাঙাচোরা বাড়িতে দিন কাটে ক্ষুদিরামের। বাড়ির উঠোনে বসেই তাঁর স্মৃতিচারণা, ‘পাক হানাদারদের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে বাঁচাতে ভারত যুদ্ধ শুরু করল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে আশ্রয় দিল ভারত। কোনও জাতপাত দেখা হয়নি। সেই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাকে সাহায্য করছিলাম। ধরন্দা থেকে ফেরার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদারদের বিছানো মাইনে পা উড়ে গেল। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। সেই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের জয়কথা শুনে শান্তি পেয়েছিলাম। তারপরেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন হল। কিন্তু যার জন্য বাংলাদেশ পেল, তাঁর প্রতিই অকৃতজ্ঞ হয়ে গেল বর্তমান প্রজন্ম। এত হানাহানি, হিন্দুদের উপর অত্যাচার, এত ভারত বিদ্বেষ যে কখনও হবে তা কল্পনাও করিনি। এসব ব্যথা দিচ্ছে। ভারতের সেদিনের লড়াই ও ত্যাগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।’

১৯৭১ সালে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল হিলি। ২২ নভেম্বর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের পর্যুদস্ত করে হিলির দখল নেয় ভারতীয় সেনারা। ওই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন হিলির বাসিন্দারা।

চতুর্থ প্রায়ান বার্ষিকী

কবিতা দাস

তিরোধান ১লা ডিসেম্বর 2020

তোমার স্মরণে শ্রী আশুতোষ দাস ও সমগ্র পরিবার। শিলিগুড়ি।

প্রজাপতি, তুমি মধু খাও। শনিবার জলপাইগুড়িতে। - মানসী দেব সরকার।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আমার পরমারাধ্য স্বামী/আমাদের পিতৃদেব

সুরেশ চন্দ্র রায়

(সুবল সখা দাসাধিকারী, দীক্ষিত নাম)

গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (২২শে নভেম্বর, ২০২৪) শুক্রবার

সময়: বিকেল ৪:১৫ মিনিটে

সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন

আমাদের নিজ বাসভবনে (জিরানপুর) ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (২রা ডিসেম্বর ২০২৪ ইং) সোমবার তাঁহার বিদেহী আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনায় পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা আমার স্বামী/আমাদের পিতৃদেবের আত্মার শান্তির বিধানে সবান্ধব উপস্থিত থাকিয়ে শ্রাদ্ধাদি কর্মদর্শন ও আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং) শুক্রবার, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে মধ্য রাত্র পর্যন্ত নিয়মভঙ্গ ও মৎস্যমুখী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাকে/আমাদের স্বামী/পিতৃদায় হইতে মুক্ত করিবেন।

শোকাহত পরিবারবর্গ

স্বপ্না রায় বর্মন, প্রিয়াংকা নারায়ণ রায় (পুত্রবধূ)
প্রতিমা রায় (কন্যা), অখিল বর্মন (জামাতা)
দীপাঞ্জনা রায়, লিজা বর্মন (নাতনি)
জ্যোতির্ময় বর্মন, প্রাচুর্য রায়, পার্থিব রায় (নাতি)

ভাগ্যহীনা

মধুমালা রায় (স্ত্রী)
মধুমালা দাসী (দীক্ষিত নাম)

ভাগ্যহীন

সমীর চন্দ্র রায় (পুত্র)
পার্থপ্রতিম রায় (পুত্র)

আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ীগণ, যাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারলাম না, আপনারা অবশ্যই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় জীবন কুমার নন্দী

গত ২১শে নভেম্বর, ২০২৪, বৃহস্পতিবার আমাদের পরম পূজনীয় জীবন কুমার নন্দী সজ্ঞানে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ২রা ডিসেম্বর, ২০২৪, সোমবার তাঁর পারলৌকিক ও আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিজ বাসভবন রবীন্দ্রনগর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৪, বুধবার সায়াহ্নে নিয়মভঙ্গ (মৎস্যমুখী) অনুষ্ঠান 'রবীন্দ্র সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণ', রবীন্দ্রনগর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শ্মশানবন্ধুদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট উপস্থিত হতে না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী

শোকস্তব্ধ ঃ
কনা নন্দী (স্ত্রী)
সৌমেন নন্দী (পুত্র)
তন্দ্রা নন্দী (পুত্রবধূ)
সোমা বসু (কন্যা)
প্রণয় বসু (জামাতা)
সৌমিতা নন্দী (নাতনী) অভিজিৎ বসু (নাতি)
এবং পরিবারবর্গ
মো ঃ 8927993554

নার্সকে মারধর, অধরা অভিযুক্তরা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ নভেম্বর : টিবি রোগীকে ওষুধ দেওয়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। যার জেরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত এক কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার এএনএম-কে আক্রমণ, বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই টিবি রোগীর আত্মীয় পরিজনদের দিকে।

রোগীর আত্মীয়রা ওই স্বাস্থ্যকর্মীর উপরে বেপরোয়া কায়দায় আক্রমণ চালায়। হেলমেট দিয়ে মারার পাশাপাশি জুতোপেটা করা হয়। এমনকি গলায় ওড়না জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে আক্রমণকারীরা। ওই স্বাস্থ্যকর্মীর চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটে এসে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় মশালদহ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ নভেম্বর দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক এলাকার কোচপুকুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই ঘটনার পর পাঁচ দিন কাটলেও এখনও অধরা অভিযুক্তরা। এব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যে এফআইআর করা হয়েছে।

আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী উম্মে জয়নাব জানান, ‘পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি কিন্তু ঘটনার পরে ৫ দিন কেটে গেলেও এখনও কেউ ধরা পড়েনি। আমি আশঙ্কায় আছি।’

টুংটুং কামুতে ইতালির ফিয়োরেঞ্জা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩০ নভেম্বর : টোটোদের উৎসব মানেই নানা স্বাদের ঘরের খাবার আর নাচগান। যেখানে শামিল হন আবালবৃদ্ধবনিতারা। টোটোপাড়ায় মুক্তারাম টোটো মেমোরিয়াল এডুকেশন সেন্টারের পাশে টুংটুং কামু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার ছিল উৎসবের দ্বিতীয় দিন। সেদিন উৎসবে শামিল হলেন ইতালির পর্যটক ফিয়োরেঞ্জা বর্তকট। ফিয়োরেঞ্জা টোটোদের নিজস্ব খাবার, উৎসবের পরিবেশ দেখে অভিভূত। বললেন, ‘এমন একটা সময়ে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা টোটোদের বসবাসের ভৌগোলিক পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে।’ টোটোদের ট্র্যাডিশনাল ঘর দেখে মুগ্ধ তিনি।

এলাকায় টোটো জনজাতির মহিলাদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা হলেন অংশুমা টোটো। ৮৮ বছর বয়সের ওই মহিলাও এদিন উৎসব প্রাঙ্গণে এসেছিলেন। মরুয়া দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের হাঁড়িয়া পান করতে করতে কথা হল। তাঁর কাছে টোটোপাড়ার পরিবর্তনের গল্প শোনা গেল। বললেন, ‘টোটোপাড়া একসময় জঙ্গলে ঢাকা ছিল। এখন কত পরিবর্তন হয়েছে। আমরা হেঁটেই মাদারিহাট, ফালাকাটা চলে যেতাম। যাঁদের একটু অবস্থা ভালো ছিল, তাঁরা গোরুর গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করতেন। এখন তো টোটো ছেলেমেয়েরা হাঁটার কথা ভাবতেই পারে না।’

দু'দিনের এই উৎসবের আয়োজন করেছে মুক্তারাম টোটো মেমোরিয়াল এডুকেশন সেন্টার। ওই সেন্টারের শিক্ষক প্রকাশ টোটো বললেন, ‘আমরা এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে এবার টোটোপাড়াকে প্লাস্টিকমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। কেউ ব্যবহার করলে তাঁর বিরুদ্ধে টোটোসমাজ উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।’

টোটোদের উৎসবে শামিল ইতালির পর্যটক। শনিবার। -সংবাদচিত্র

এদিন উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাশিয়া প্রমুখ। জেলা শাসক ভরত টোটোর খাবার স্টল থেকে টোটোদের নিজস্ব খাবার পরিদর্শনে যান। জায়গা দুটি পর্যটকদের নতুন ‘ডেস্টিনেশন’ হতে চলেছে বলে জানালেন আর বিমলা।

ওই এলাকা থেকে ভুটানের সৌন্দর্য এবং তোর্ষা নদীর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবেন পর্যটকরা। সুশান্ত টোটো জানালেন, তাঁরা চান, টোটোপাড়াকে যেন বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে সরকারিভাবে তুলে ধরা হোক। তাহলে এখানকার শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের অর্থ রোজগারের পথ খুলে যাবে।

সেরা রিলকেও পুরস্কার

আলিপুরদুয়ার, ৩০ নভেম্বর : প্রতিযোগীদের জন্য তো পুরস্কার রয়েছেই। সেইসঙ্গে ডুয়ার্স রানের প্রচার ও প্রসারের জন্য সেরা ইউটিউবার ও ভ্লগারদেরও পুরস্কৃত করবে জেলা পুলিশ। সেইজন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আহ্বানও জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

রবিবারই ডুয়ার্স রান। এই দৌড় প্রতিযোগিতার মূল বার্তা হল মাদকমুক্ত সমাজ ও প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গঠনের বার্তা। এই ডুয়ার্স রান নিয়ে ভিডিও, রিলস ইত্যাদি বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে আহ্বান জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখের দুপুর ১২টার মধ্যে যাঁদের পোস্টে সবথেকে বেশি সংখ্যক ভিউজ হবে, তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫ হাজার ও তৃতীয় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা। রবিবার সকাল ছটায় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে ডুয়ার্স রান শুরু হবে। শনিবার তাই ডুয়ার্স রানের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি দেখা গেল। এদিন প্রতিযোগীদের টি শার্ট সহ অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকালে ডুয়ার্স রানের রুট এলাকা পরিদর্শন করেন এসডিপিও শ্রীনিবাস এম পি। আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, ‘ডুয়ার্স রানে ভালো সাড়া পড়েছে। ইতিমধ্যেই বাইরের প্রতিযোগীরা শহরে পৌঁছেছেন।’

অংশ নিচ্ছেন ঊর্মিলা রাই, মিন্টু বর্মনের মতো অ্যাথলিটরা। তাঁরা কালিম্পংয়ে দৌড়ের প্রশিক্ষণ নেন। মিন্টু জাতীয় স্তরে ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

১ কোটির বিজয়ী হলেন

নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রসিদ সেখ - কে 01.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85A 39325 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি জাদুকরী উপায়ে আমার জীবনকে অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে দিল। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদ পেয়ে আমার শরীরে আলাদা একটা কম্পনের অনুভূতি হয়েছিল। আমি ডিয়ার লটারির সততা বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন একটি সুন্দর প্রকল্প পরিচালনার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্কুলে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ ৬০ পড়ুয়া

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : বিষাক্ত ফল খেয়ে গুরুতর অসুস্থ ৬০ জন শিশু। এই খবর লেখা পর্যন্ত ২০ জন শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের রায়গঞ্জ মেডিকেলের সিসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। যদিও ওই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মেডিকেল সূত্রে খবর। অভিভাবকদের দাবি, কল্যাণ রায় নামে স্কুলের এক সহকারী শিক্ষকও ওই ফল খেয়ে কুনোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গুরুতর অসুস্থ শিশুদের মধ্যে রয়েছে পূজা রায় (৯), সুধেন রায় (৭), ধীরাজ রায় (৮), নিশা রায় (৯), জিৎ রায় (৯), পারমিতা রায় (৩), কোয়েল দাস (৩), লতা বর্মন (৬), দেবী দেবশর্মা (৮), মোহন বর্মন (৪) সহ আরও অনেকে। প্রত্যেকের বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার পূর্ব গোয়ালগাঁও গ্রামে।

কালিয়াগঞ্জের বিমলপাড়া চাওনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে গিয়েছিল ওই শিশুরা। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকা একটি গাছ থেকে বিষাক্ত ফল খেয়েই বমি করতে শুরু করে তারা। অভিভাবকরা তড়িঘড়ি স্কুলে গিয়ে অসুস্থ শিশুদের উদ্ধার করে প্রথমে কুনোর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে বেশ কয়েকজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। অসুস্থরা সবাই ওই স্কুলের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া।

রায়গঞ্জ

অসুস্থ এক শিশুর কাকা বাজারু রায় জানান, ‘আমার ভাইপো ও ভাইজি দু'জনেই আজ স্কুলে গিয়েছিল। স্কুল ক্যাম্পাসে থাকা একটি গাছের ফল খেয়ে ওরা বমি করতে শুরু করে। আমরা স্কুল মারফত খবর পেয়ে বাচ্চাদের উদ্ধার করে প্রথমে কুনোর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই। জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক অনেককেই রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করেন।’ রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ংকর রায় বলেন, ‘২০ জন শিশু সিসিইউ বিভাগে ভর্তি হয়েছে। সংখ্যাটি বাড়বে বলে অনুমান।’

বন্ধের খতিয়ান

- রামঝোরা - ৩১ অক্টোবর ২০২৩
- দলমোর - ১৫ অক্টোবর ২০২৩
- কালচিনি-১ নভেম্বর ২০২৩
- লংকাপাড়া- ২০১৫ সাল থেকে

শ্রমমন্ত্রীর কথা শুনে প্রশ্ন কর্মহীন চা শ্রমিকদের

‘আমাদের বাগান কোন রাজ্যে’

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস

বীরপাড়া ও কালচিনি, ৩০ নভেম্বর : সংবাদদাতার মুখে শ্রমমন্ত্রীর মন্তব্য শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন কালচিনির পরিত্যক্ত রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক লালচাঁদ লোহার। শুক্রবার বিধানসভায় শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে কোনও চা বাগান বন্ধ নেই। একথা শুনে লালচাঁদের প্রতিক্রিয়া, ‘আরে বলেন কী! আমাদের বাগানটা রাজ্যের বাইরে নাকি? বাগান তো গত বছরের ১২ অক্টোবর থেকে বন্ধ। শ্রমিকরা কমিটি গড়ে পাতা বিক্রি করছিলেন।’ সোমবার থেকে সেটাও বন্ধ হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে বাগান খোলা না বন্ধ, সে প্রশ্ন শুনে শনিবার বীরপাড়ার বন্ধ রামঝোরা চা বাগানের কর্মী তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান ইউনিটের সভাপতি জয়হিন্দ গোঁসাইও তেড়েফুঁড়ে বলে উঠেছিলেন, ‘বাগান তো বন্ধ।’ এরপরই তাকে জানানো হয়, স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, কোনও বাগান বন্ধ নেই। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে জয়হিন্দের মন্তব্য, ‘মালিক তো বাগান বন্ধ করার নোটিশ দেয়নি। বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ বাগানটি পরিত্যক্ত।’ বোনাস নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে গত বছরের ৩১ অক্টোবর রামঝোরা ছাড়ে মালিকপক্ষ। ৬ নভেম্বর সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ জারি করা হয়।

এদিকে, গত বছরেরই ১৫ অক্টোবর থেকে বন্ধ দলমোড় চা বাগান। তৃণমূলের বীরপাড়া-২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি বিষ্ণু ঘাতানির ছেলে দলমোড়ের কর্মী। মন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বিষ্ণুর সচতুর মন্তব্য, ‘আসলে মালিক দলমোড় ছেড়ে গেলেও অন্য একজন ব্যক্তি টাকা বিনিয়োগ করে কয়েকমাস ধরে বাগান চালাচ্ছেন। তাই বাগানে কাজ হচ্ছে না একথাও বলা যায় না।’ সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘তবে আমাদের দাবি, বাগান ছেড়ে চলে যাওয়া মালিকের লিজ বাতিল করে নতুন মালিকের হাতে বাগানের দায়িত্ব দিতে হবে।’ এছাড়া, ২১ বছর বন্ধ থাকার পর গত বছরের ১৫ মার্চ খুলেছিল বীরপাড়ার ঢেকলাপাড়া চা বাগান। তবে গত বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর আর্থিক লোকসানের কারণ দেখিয়ে বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। বাগান শ্রমিক কুনো বেদিয়ার মন্তব্য, ‘বাগান বন্ধ। প্রচুর গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভাত জোটানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।’

বন্ধ চা বাগানগুলির অন্যতম রায়মাটাং। ছবি : সমীর দাস

২০১৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ লংকাপাড়াও। অবশ্য শনিবার মন্ত্রীর মন্তব্যের আবার ব্যাখ্যা খাড়া করেছেন পরিত্যক্ত রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক কল্পনা ওরাওঁ। তাঁর বক্তব্য, ‘বাগান বন্ধ হওয়ার পর কমিটি গড়ে চা পাতা তুলছি আমরা। ওই পাতা বিক্রি করে দৈনিক ২০০ টাকা করে পাচ্ছি। তাই হয়তো কারও মনে হচ্ছে বাগানটি খোলা রয়েছে।’ কালচিনি চা বাগানও পরিত্যক্ত গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে। ওই বাগানের শ্রমিক অনীতা ওরাওঁয়ের আক্ষেপ, ‘গত ২০ বছরে অন্তত ১২-১৪ বার বাগানটি বন্ধ হয়েছে, খুলেছে। আপাতত শ্রমিকদের কমিটি কাঁচা পাতা তুলে বিক্রি করছে।’ শ্রমিকদের কেউ কেউ অন্য চা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন, কাজের জন্য একটা বিরাট অংশ ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিয়েছেন বলে তিনি জানান। সুমতি ওরাওঁ নামে কালচিনি চা বাগানের আরেক শ্রমিকের মন্তব্য, ‘আমাদের দুর্দশা শেষ কবে হবে জানি না। বন্ধ বাগানে কাজ করে ২০০ টাকা করে পেলেও অন্য পরিষেবা তো সব বন্ধ।’ একথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে যান তিনি।

আজ টিভিতে

শুরু হচ্ছে **লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ** সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৬ **সান বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ একান্ত আপন, দুপুর ২.৫০ মেজবউ, বিকেল ৫.৩০ সংঘর্ষ, রাত ৮.২৫ প্রজাপতি, রাত ১১.২৫ পরিণীতা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.২০ দেবী, সন্ধ্যা ৭.৫০ জিও পাগলা, রাত ১১.০০ হামি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ ওগো বিদেশিনী, বিকেল ৪.০০ বাদশা-দ্য ডন, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ ভিলেন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনে মনে, সন্ধ্যা ৭.৩০ আশ্রয়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিরোধ

প্রজাপতি রাত ৮.২৫ **জি বাংলা সিনেমা**

উরি : **দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক** সকাল ১০.৫৪ **অ্যান্ড পিকচার্স**

বিরোধ বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে **ওগো বিদেশিনী** দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

কেন্দ্র-রাজ্যের উদ্যোগে নারকেল চাষে উৎসাহ

কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ, কেন্দ্রীয় ফসন রোপণ গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তারা।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে নারকেলকে বাণিজ্যিকভাবে চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নিল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ। ধানের পাশাপাশি পতিত ও অনুর্বর জমিতে উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকায় কৃষকদের মধ্যে নারকেল চাষে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফড়েদের থেকে চাষিদের রেহাই দিতে নারকেল ও নারকেল গাছ থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর মজুতকরণকেন্দ্র বিভিন্ন কৃষি উৎপাদক সংস্থার হাতে দেওয়ার উদ্যোগ করা হয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ির রামশাইতে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে নারকেল বিষয়ক সেমিনারের সেখানে রাজ্য কেন্দ্রীয় নারকেল উন্নয়ন পর্ষদের উপঅধিকর্তা ডঃ অমিয় দেবনাথ সেকথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে কোনও চাষি আলাদাভাবে জমিতে নারকেল চাষ করেন না। কিন্তু গৃহস্থের বাড়িতে একটা-দুটো করে নারকেল গাছ আছে। নারকেলের ডালপালা, শিকড়, ছোবা, সবকিছু দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পের সামগ্রী তৈরি করা যায়। চাষিদের ফসল যাতে ফড়েদের হাতে কোনও মতে না যায় সেজন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে নারকেল, ডাব ও নারকেলজাত সামগ্রীর পৃথক মজুতকরণকেন্দ্র চালু হবে।’ বাজারে সামগ্রী বিক্রির বিষয়টিও দেখবেন বলে তিনি জানান। জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে উত্তরবঙ্গের একমাত্র নারকেল গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। এখানকার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ অরুণ শিটের কথায়, ‘গবেষণাকেন্দ্রে নারকেল চাষের ফাঁকে হলুদ, দারচিনি, এলাচ, গোলমরিচ ও আদা জাতীয় মশলার গাছ লাগিয়ে কৃষকরা উপরি-আয় করতে পারেন। সেই বিষয়টি রামশাইয়ের সেমিনারে কৃষকদের বোঝানো হয়েছে।’

রামশাই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ বিপ্লব দাস জানান, নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ ও কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় চাষিদের নারকেল চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার করা হয়। ধান চাষের বাইরে অধিক উৎপাদনের জন্য নারকেল চাষে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উন্নত জাতের নারকেল চারা কৃষকদের দেওয়া হবে। নারকেল চাষের মিশ্র চাষভিত্তিক খামার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উন্নত মানের নারকেল চারা বণ্টন ছাড়াও সরকারি ভরতুকিতে চাষের প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পর্যটকদের হাতি দর্শন

চালসা, ৩০ নভেম্বর : হেমন্তের শিরশিরে ভাবটা আস্তে আস্তে কনকনে আমেজে বদলে যাচ্ছে। সিলিং ও টেবিল ফ্যানেদের বার্ষিক শীতঘুমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ওদিকে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা শেষের পথে। এইসময় অনেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন এদিক-ওদিক ঘুরতে যাওয়ার। আর এই ঘুরতে যাওয়ার জায়গা হিসেবে পর্যটকদের তালিকার বেশ ওপরেই থাকে ডুয়ার্স।

আর সেখানে ঘুরতে এসে সকলেরই প্রত্যাশা থাকে বুনো জীবজন্তু দর্শনের। কিন্তু সেই ইচ্ছা যে এভাবে পূরণ হতে পারে, সেটা আর কে-ই বা জানত। শনিবার সাতসকালে জনবহুল এলাকায় আচমকাই এসে পড়ে একটি হাতে। আর তাকে দেখতেই মানুষের ভিড় উপচে পড়ল।

মেটেলি ব্লকে উত্তর ধূপঝোরার আজগড়পাড়ায় হাতি বেরিয়েছে খবর চাউর হতেই আশপাশের রিসর্টগুলোতে থাকা পর্যটকরা ভিড় জমান। শুক্রবার রাতে পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি হাতি খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়ে উত্তর ধূপঝোরায়। রাতভর লোকালয়ে থাকার পর শনিবার সকাল ছয়টা নাগাদ হাতিটি আজগড়পাড়া হয়ে পানঝোরা জঙ্গলে ঢুকে যায়।

অনেকেই হাতির যাওয়ার সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন। গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় লাগাতার হাতির আগমন ঘটছে। এখন জমিতে ধান নেই, তাই খাবারের খোঁজে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতি। তবে এদিন হাতিটি এলাকার সেরকম কিছু ক্ষতি করেনি। স্থানীয় এরশাদ আলি বলেন, ‘এদিন হাতিটি সকাল ছয়টা নাগাদ জঙ্গলে চলে যায়। গত কয়েকদিন ধরে হাতিটি এলাকায় আসছে।’

e-TENDER NOTICE
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT No: BANARHAT/EO/NIT-005/2024-25.** Last date of online bid submission 09/12/2024 Hrs. 06.00 P.M. respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৫ অঘোন, সংবৎ ১৫ মার্গশীর্ষ বদি, ২৮ জমাঃ আউঃ।সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। রবিবার, অমাবস্যা দিবা ১১।১৭। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ২।৪৫। সুকর্মাযোগ রাত্রি ৫।৩৮। নাগকরণ দিবা ১১।১৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ১১।৪৪ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ২।৪৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১১।১৭ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।৬ গতে ১২।৪৭ মধ্যে কালরাত্রি ১।৬ গতে ২।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৪১ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ১১।১৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।৪৭ গতে ২।৪৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত বিপণ্যারম্ভ, দিবা ২।৪৫ গতে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। বিশ্ব এইডস দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ গতে ৯।৮ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৫০ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৬।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৭ গতে ৪।১০ মধ্যে।

সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ওয়াগন থেকে ড্রাফট গিয়ার অ্যাসেম্বলি নামানো এবং ওঠানো
টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৫৪, তারিখ : ২৮-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও -এ ওয়াগন থেকে ড্রাফট গিয়ার অ্যাসেম্বলি নামানো এবং ওঠানো। কাজের আনুমানিক খরচ : ১,১১,৬৯,৯০০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,০৫,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/২০_২০২৪/কে/৯৮১, তারিখ : ২৮-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. : ২০_২০২৪; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য কাস্টিপের তৈরি এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ৩৫,৩৯,০৯৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৭০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচডি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিগনালিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন-২০২৪-কে-২৫, তারিখ: ২৮-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং : এন-২০২৪-কে-২৫, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের (রানিনগর জলপাইগুড়ি-কিষানগঞ্জ সেকশনে পিকিউআরএস ও উন্নিত মেশিন ওয়ার্ক) সময় সিগনালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৩৮,৮০,৪৭০.৭২ টাকা; বায়না অর্থ: ৭৭,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

শিক্ষা

■ দ্রুত ইংরেজি শেখার অপূর্ব সহজ আকর্ষণীয় পদ্ধতি। শিখতে চাইলে দেখা করুন। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113478)

মিউচুয়াল ট্রান্সফার

■ আমি আলিপুরদুয়ার district, কামাখ্যাগুড়ির স্কুলে Asst. teacher (জীবন বিজ্ঞান), (Female) কর্মরতা (IX-X)। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন স্কুলে Mutual transfer-এর মাধ্যমে যেতে আগ্রহী। Mob : 9749047958/ 8900505345. (C/113599)

ভর্তি

■ নার্সিং/ফিজিও/ল্যাব-টেক কোর্সে ভর্তি চলছে। গৌরী সেবাপীঠ। শিলিগুড়ি -9832055957. ব্রাঞ্চ- কোচবিহার : 8293384885. H/o- 8240279759. (C/113326)

■ শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের 2025 সালের পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং- মাধ্যমের ফর্ম ০২/১২/২৪-১০/১২/২৪ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। - প্রধান শিক্ষক। (C/113477)

■ ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ-এ পঞ্চম শ্রেণিতে সীমিত আসনে ভর্তির আবেদনপত্র প্রদান ও গ্রহণ করা হবে ৯/১২/২০২৪ থেকে ১৪/১২/২০২৪ পর্যন্ত। (C/113808)

লিজ

■ জলপাইগুড়ি জেলা, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে FL/CS Shop License লিজে চালাতে চাই। M : 8293239288. (C/113582)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ ইংরেজি ও বাংলা টাইপ কম্পিউটারে যত্ন সহকারে করা হয়। মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি। ৯৮৩২৩-৭৯৯৪৩. (C/112893)

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। ‘স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস,’ পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M : 9832083404. (C/113420)

জ্যোতিষ

■ শ্রীপার্থ শাস্ত্রী গ্রহদশা সম্বন্ধীয় যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। ফোনে সম্পূর্ণ প্রতিকার জানুন। বুকিং - 8509350910. (C/113541)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/113476)

ভাড়া

■ 2400 sq.ft. নীচতলা অফিস/ব্যাংক ভাড়া দিতে চাই। শিলিগুড়ি, ভারতনগর। Ph. 8967911441. (C/113569)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় (বিবেকানন্দ স্কুলের পিছনে) দুই কামরার ঘর ভাড়া দিতে চাই। M : 9733121580. (M/G)

■ ইসলামপুর, স্টেশন রোড (চৌরঙ্গি মোড়) 2440+2755 sq.ft. দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। 9733292976, 9434373731. (C/113806)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। M: 9832387689. (C/113485)

ভ্রমণ কোচবিহার ট্রাভেল

■ ইজিপ্ট-২২/১২, ভিয়েতনাম-৩/৩, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া- ১৬/৩, শ্রীলঙ্কা-১০/৩, ১৭/৫, জাপান-৪/৪, সাউথ আফ্রিকা- ১২/৬, কেনিয়া- ২৪/৭, ইউরোপ-২৮/৯, কাশ্মীর-২২, ৩১/৩, ৯/৪। M: 7797473127.

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 21/12, কেরল 5/2, মধ্যপ্রদেশ 9/2, কাশ্মীর 17/4, অরুণাচল 16/4, হিমাচল+অমৃতসর 22/3 ও যেকোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

চিকিৎসা

■ প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী 14 ও 15 ডিসেম্বর 2024 শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন। ‘শিলিগুড়ি মেডিকেল হল।’ 0353-2538844/96092-25864. (C/113485)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণি সংহিতা আবাসনে 2 BHK ফ্ল্যাট 3rd ফ্লোরে 999 sq.ft গ্যারাজ সহ বিক্রি। সত্বর যোগাযোগ M: 8250040839. (C/113485)

■ শিলিগুড়ি সুকান্তপল্লিতে 3.5 কাঠা জমিতে 1200 sq.ft. বাড়ি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। Ph. 9475927057. (C/113324)

বিক্রয়

■ 3 BHK, 1300 sq.ft flat (2nd & 3rd floor) for sale at Lake Rd, Lake Town, Siliguri possession April 2025. M : 94344-67236/94340-44340. (C/113485)

■ সাহুডাঙ্গি পাঘালু পাড়ায় 4 কাঠা 1 ছটাক জমি বিক্রি আছে। M : 6296699138. (C/113582)

■ Shop for sale Iskon Road Siliguri 544 sq.ft & 340 sq.ft. 8670572035. (C/113328)

■ বালুরঘাট পতিরাম তিন কোনা মোড় পথের সাথির উলটো দিকে বাইপাস রোডে 99 শতক জমি বিক্রয়। Ph. 8906976424. (C/113322)

■ হাকিমপাড়া শান্তিমোড়ের কাছে 950 স্ক. ফিট টপ ফ্লোর বিক্রি আছে। সাহুডাঙ্গি পাগলুপারা প্রতি কাঠা 3 লাখ 50 হাজার, ৬ কাঠার একটু কম বিক্রি আছে। 9832300498, 8918086879.(C/113565)

■ নিউটাউন পাড়া, জল, বালাজী কনস্ট্রাকশন, 1st Floor, 2 BHK, 900 sq.ft, শিবু চন্দ M : 8016402203. (C/112896)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮ ১/২ রাস্তা ও ৮ ১/২ রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। M : 9735851677. (C/113474)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় 3 কাঠা এবং 2 কাঠা জমি বিক্রয়। দূরত্ব 1.5 KM মূল্য = 8 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

■ শিলিগুড়ি পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের মার্কেটের ভেতর ফ্রন্ট সাইড দোকান ঘর 250 sq.ft. বিক্রয় হবে, দালাল নহে। M : 96141-79827. (C/113476)

বিক্রয়

■ দার্জিলিং রোডে দাগাপুরে লোকনাথ মন্দির নিকটে দোকান বিক্রয়। M : 9339264128/ 9832079570. (C/113477)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে 24 ফিট রাস্তার পাশে 2 কাঠা জমি সহ বাড়ি বিক্রয়। 9475757215. (C/113479)

■ শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়াম নিকট Ground Floor 500 sq ফিট ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। 9064051617. (C/113476)

ক্রয়

■ সারদা বিদ্যামন্দির নকশালবাড়ির জন্য একটি ভালো কন্ডিশন-এর 42 সিট- এর বাস আবশ্যক। দালাল ছাড়া সত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 9800867990/ 9476479410. (C/B)

কর্মখালি

■ রেস্টুরেন্টে বাসন ধোয়া-মাজার, ঘর পরিষ্কারের জন্য লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন - 7000/- M : 9749570276. (C/113483)

■ স্বামী-স্ত্রী চাই, শিলিগুড়িতে সংসারের কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার। মোট বেতন 21000/- খাওয়া ছাড়া। 7797712353. (C/113483)

■ শিলিগুড়িতে রাত-দিন থেকে বাড়ি ও বাগানের কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। M : 8106519954/ 8918094730.

■ Wanted Exp. Sales Exe. For Milk. M :8918173870. (C/113598)

■ নামী হোটেলের অভিজ্ঞ Cook, Room Boy ও Manager চাই। শিলিগুড়ি। M : 8250661108. (C/113478)

কর্মখালি

■ Need D. Pharm in Medical shop in Siliguri. Yearly Rs. 48000/- . Contact- 9800015121/ 7063097488. (C/113563)

■ রিসর্ট-এ কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যোগাযোগ করতে পারেন হাউস কিপিং ও Cook Assistant-এর জন্য। 8777429067/ 9831080272 Mail id subratasrkr41@gmail.com (K)

■ শিলিগুড়ি থেকে 20 কিলোমিটার বাইরে জলপাইগুড়ি NH রোডের পাশে লাইন হোটেলে লোক লাগবে। রান্নার কুক/ওয়েটার। M : 8617046238. (C/113803)

■ Goodricke School for Special Education, Siliguri. Require - Counsellor, Physiotherapist, Occupational Therapist. Apply to - gsse@goodricke.com (C/113478)

■ Require Manager with Tally Experience. Contact-9679495146. (C/113476)

■ শিলিগুড়িতে মেটাল পাথর ভাঙার জন্য পুরুষ/মহিলা লেবার চাই। M : 9832012224. (C/113476)

■ সবসময় বাড়িতে থেকে কাজের জন্য মহিলা চাই। হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। বেতন Rs. 9000/- Ph. 9932942110. (C/113481)

■ Application are invited for Headmaster and A.T. in English of **Uttar Banga Public School (High School).** Apply along with necessary testimonials within 15 days. Address : Kamalpur-Babla, Meherapur, Malda, 732207. Email id : ubps2007@gmail.com, Contact : 9851747798/ 9734220947/ 9433607673. (M-112564)

কর্মখালি

■ ডিজিটাল মিডিয়ায় ক্যামেরাম্যান, রিপোর্টারের কাজ শিখতে চান? মাসিক স্টাইপেন্ড। স্নাতক, শিলিগুড়ির বাসিন্দা চাই। ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, আমুদরিয়া নিউজ- ৯৮৩২৪-৯৪৯৪১। (C/113478)

■ Urgently required Office Executive in Slg. 9733076132. (C/113480)

■ রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন- 9836710994 (M-112566)

REQUIRED
VIVEKANAND MISSION VIDYAPEETH, MADHOPUR, MADHUBANI, BIHAR & VIVEKANAND MISSION VIDYAPEETH JUNIOR, MADHUBANI, BIHAR.
REQUIRE NTTs/PRTs/TGTs/PGTs for all subjects. Handsome salary with perk. Mail your resume on vmvmadhubani@yahoo.com & vmvjuniormdb@gmail.com within 10 days. **Call :- 88040 79409 / 97981 86417.** Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

কর্মখালি

■ Needed Computer Teacher for Dagapur (Siliguri) Vocational School to teach computer Basis, Data entry and Tally must, Mail CV at niswarth123@gmail.com, Mobile : 9126927227. (C/113476)

WE ARE HIRING AT HONDA TWO WHEELERS
Alipurduar - Walk In Interview 4.00 PM to 5.30 PM on 4th Dec 2024 (Wednesday)
Network Manager
Service Advisor
Sales Executives.
Birpara - Walk In Interview 10.00 AM to 2.00 PM on 4th Dec 2024 (Wednesday)
Sales Exe
Service Advisor
Spare Parts Manager
Receptionist
Cashier/Billing Exe
Mechanics
CR
Branch Manager
Call for Enquiry : Mr Somit - 70015 45027

ViDa India - SpaceGen
manufacturer of Premium Plastic Furniture & Allied Products
INVITES APPLICATIONS / RESUMES FOR
SALES PERSONNEL
@ various roles at Assam & North Bengal. SALARY : Negotiable
Min 2 - 3 years of work experience in similar / related industry
APPLY @
vidaindiaofficial@gmail.com | sujit48971@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গোড়াপত্তনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ডুয়ার্স টি কনক্লেভ। শনিবার লাটাগুড়ির একটি হোটেলে।

আলাদা ব্র্যান্ড স্বীকৃতি চাইছে ডুয়ার্সের চা

শুভজিৎ দত্ত

লাটাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : আর অসম চায়ের বিকল্প হিসেবে নয়। পথ চলা শুরুর দেড়শো বছর পর স্বতন্ত্র পরিচিতি চাইছে ডুয়ার্সের চা। আলাদা ব্র্যান্ডের তিস্তা থেকে সংকোশ পর্যন্ত দেড়শো কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই চা শিল্পের ভবিষ্যৎ। শনিবার এমন কথাই জোরালোভাবে উঠে এল জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি আয়োজিত 'ডুয়ার্স টি কনক্লেভ'-এর আসরে। লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত ওই আলোচনায় উঠে আসা চা মহলের দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন প্রশাসনের কর্তারাও।

প্রধান অতিথি জলপাইগুড়ি জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'চা বলতে অনেকেই শুধু দার্জিলিংকে বোঝেন। জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সজুড়ে এই শিল্পের ব্যাপ্তি ও ইতিহাস অবশ্যই আলাদা ব্র্যান্ডের দাবি রাখে।' স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরির ওপর জোর দিয়ে ডুয়ার্স চায়ের ব্র্যান্ড ভ্যালু আদায়ের কথা বলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'ডুয়ার্স শুধুমাত্র অসম চায়ের বিকল্প হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা বদলে ফেলে এখানকার নিজস্ব পরিচিতি দরকার। মনে রাখতে হবে দেড়শো বছর ধরে নিজেদের অগ্রগতি ধরে রাখা যে কোনও শিল্পের কাছেই এক পরম প্রাপ্তি।'

টি বোর্ডের উত্তরবঙ্গের উপনির্দেশক সুবীর হাজরা জানিয়েছেন, ডুয়ার্স চায়ের আলাদা

> চা বলতে অনেকেই শুধু দার্জিলিংকে বোঝেন। জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সজুড়ে এই শিল্পের ব্যাপ্তি ও ইতিহাস অবশ্যই আলাদা ব্র্যান্ডের দাবি রাখে।
>
> **শামা পারভিন,** *জেলা শাসক*

লোগো রয়েছে। এখানকার চায়ের বিশেষত্ব নিয়ে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিবিড় প্রচারাভিযান হয়। বিশ্ব দরবারে ডুয়ার্স চা-কে জনপ্রিয় করে তোলাও টি বোর্ডের লক্ষ্য।

এই কনক্লেভকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম ভাগে চা শিল্পের কারিগরির ওপর আলোচনা হয়। সেখানে উঠে আসে জলবায়ুর পরিবর্তন, রোগপোকার লাগামছাড়া হামলা, রাসায়নিকের প্রয়োগবিধি সংক্রান্ত নানা বিষয় ও উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের কথা। তা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন সন্দীপ ঘোষ, তৃণা মণ্ডল, রাজেশ ভুঁইয়া, রঞ্জন সরকার, আব্দুল হান্নান, রবীন দাসের মতো বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল ব্যবসায়িক বিষয়ের ওপর। সেখানে মতামত পেশ করেন কিষান কাটিয়াল, মহেন্দ্র বনসাল, অরুণ সিং, রাজীব বৈদ, হর্ষ বেরেলিয়া, মোহিত আগরওয়াল, সৌরভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায়কার্জি বলেন, 'কনক্লেভ-এর আলোচনার নির্যাসের রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে।'

এদিনের কনক্লেভ থেকে চা শিল্পে আজীবন অবদানের জন্য প্রয়াত চা শিল্পপতি কিষান কল্যাণীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। চা বণিকসভা আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সচিব ও লেখক রামঅবতার শর্মাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বাগান পরিচালকদের মধ্যে সংবর্ধনা জানানো হয় জীবন পান্ডে, রজত দেব ও রাজেশ রুংটাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভাগত গুপ্ত।

নতুন ডিপো ইনচার্জ

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিপো দীর্ঘদিন ধরে কর্মীসংকটের মধ্যেই চলছে। চলতি বছরের অগাস্ট মাসে জলপাইগুড়ি ডিপোর অফিসার ইনচার্জ পরিতোষ জোয়ারদার অবসর নেওয়ার পর ডিপো ও অফিসার ইনচার্জ পদের দায়িত্ব সামলে আসছিলেন দীপক রাহা। এবার তিনিও অবসরগ্রহণ করলেন শনিবার। নতুন ডিপো ইনচার্জ পদে এলেন নীহারকান্তি নাথ। জানা গিয়েছে, এর আগে তিনি কালিম্পং ডিপোর দায়িত্বে ছিলেন। এদিন দীপক রাহা নতুন ডিপো ইনচার্জকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেন। জলপাইগুড়িতে এসে খুশি নীহারকান্তি নাথ।

তবে, এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত অফিসার ইনচার্জের পদ খালি রয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। আগের মতো দুটো দায়িত্ব তিনি সামলাবেন কি না তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। বিদায়বেলায় দীপক রাহা বলেন, 'সবকিছু বুঝিয়ে দিলাম। মন তো খারাপ লাগবেই। কিন্তু নিয়ম তো মানতেই হবে।'

বিদায় সংবর্ধনা

ময়নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : শনিবার অবসর গ্রহণের দিন সংবর্ধনায় ভাসলেন ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলেন অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকার। এদিন দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে অবসর নেন তিনি। কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কর্মচারীরা তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানান। জলপাইগুড়ির অভিমুখ সংগঠনের তরফে ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংগঠনের কর্ণধার গবেষক উমেশ শর্মা, শিক্ষাবিদ মনোজ সাহা, সমাজকর্মী গণেশ ঘোষ এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দেবকুমার বলেন, 'দীর্ঘ কর্মজীবনের ইতি হল। আগামী জীবন কীভাবে কাটাব সেবিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।' এদিন অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন কর্মকারকে দায়িত্বভার তুলে দেন দেবকুমার।

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মিছিল জলপাইগুড়িতে। শনিবার। ছবি : অনসূয়া চৌধুরী

অপরাজিতা বিল নিয়ে জেলাজুড়ে মিছিল

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩০ নভেম্বর : অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করার দাবিতে শনিবার একাধিক মিছিল হল জলপাইগুড়ি জেলায়। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ক্রান্তি ব্লক এলাকায় বেশ কয়েকটি মিছিল হয়েছে। প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক ওই মিছিলে পা মেলান।

জলপাইগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি লক্ষ্মী বাগচী, জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতা দাস প্রমুখ জানালেন, কেন্দ্র সরকার টালবাহানা করে এই বিলকে আইনে পরিণত করছে না। মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থে দ্রুত যাতে এই বিল পাশ করা হয় সেই দাবিতেই তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছেন।

আরজি কর কাণ্ডের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নারীদের নিরাপত্তার জন্য অপরাজিতা বিল পাশ হয়। তবে সেই বিল আজও আইনে পরিণত হয়নি। রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের একটি মিছিল রাজগঞ্জের স্কুলপাড়া থেকে শুরু হয়ে রাজগঞ্জ পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত যায়। রাজগঞ্জ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহকারী সভানেত্রী শবাণী ধাড়া, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার প্রমুখ এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

শবাণী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় নারী ও শিশু সুরক্ষায় অপরাজিতা বিল পাশ হয়। সেই বিলটি আইনে রূপান্তরিত করার জন্য লোকসভায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই এই আন্দোলন।

> ৪ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় নারী ও শিশু সুরক্ষায় অপরাজিতা বিল পাশ হয়। সেই বিলটি আইনে রূপান্তরিত করার জন্য লোকসভায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই এই আন্দোলন।
>
> **শবাণী ধাড়া,** *নেত্রী রাজগঞ্জ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস*

সেপ্টেম্বর বিধানসভায় নারী ও শিশু সুরক্ষায় অপরাজিতা বিল পাশ হয়। সেই বিলটি আইনে রূপান্তরিত করার জন্য লোকসভায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই এই আন্দোলন।

জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে সমাজপাড়া মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি দিনবাজার, বেগুনটারি, উকিলপাড়া, কদমতলা, থানা মোড় হয়ে সমাজপাড়া পর্যন্ত যায়। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি সদর ব্লক-২ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটির তরফে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় মাঠ থেকে ঝাঁবাড়ি মোড় পর্যন্ত একটি মিছিল বের হয়। এদিন পাতকাটা, পাহাড়পুর, বেলাকোবা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় কয়েকশো মানুষ দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে এই মিছিলে পা মেলান।

এদিন ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মৌলানিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। তৃণমূল বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক, ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেত্রী কৃষ্ণা রায়, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মহাদেব রায় প্রমুখ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। মিছিল শেষে মৌলানি বাজারে একটি পথসভাও হয়। পাশাপাশি, এদিন ময়নাগুড়ি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বৌলবাড়িতেও একটি মিছিল হয়।

মহাদেব জানিয়েছেন, এই দাবিতেই রবিবার চ্যাংমারি গোলাবাড়িতে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে।

পিকআপ ভ্যানে গাঁজা পাচার

রাজগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : 'পুষ্পা'য় দুধের ট্যাংকারের মধ্যে চেম্বার বানিয়ে চন্দন কাঠ পাচার করা দেখানো হয়েছিল। অনেকটা একই কায়দায় শনিবার সকালে পিকআপ ভ্যানের ভেতরে চেম্বার বানিয়ে গাঁজা পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। সিনেমায় পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারলেও বাস্তবে সেরকমটা হয়নি। পাচারকারীদের প্ল্যান বানচাল করে দিল পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। এদিন সকালে পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গোপন সূত্রে খবর পায়, কোচবিহার থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে করে বেশকিছু গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শিলিগুড়িতে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুরের পাশে টোলপ্লাজায় একটি পিকআপ ভ্যানকে আটক করে তল্লাশি চালায়। বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর গোপন চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে গাঁজার প্যাকেট। বাজেয়াপ্ত হয় ২২টি গাঁজার প্যাকেট। ওজন ১৫১ কেজি। ভ্যানকে অনুসরণ করে আসা একটি চারচাকার যাত্রীবাহী গাড়িকেও দাঁড় করানো হয়। সেই গাড়ির যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা যায়, তারাও এই পাচারের সঙ্গে জড়িত। এরপর পুলিশ গাড়িদুটি বাজেয়াপ্ত করে পিকআপ ভ্যানের চালক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

অগ্নিকাণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : শনিবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপাড়া এলাকায় একটি ভবনের তিনতলার একটি ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়ির মালিক না থাকায় দরজা ভেঙে ঘরটিতে প্রবেশ করেন দমকলকর্মীরা। প্রতিবেশী তরুণকুমার দত্ত বলেন, 'বাড়ির মালিক ধনঞ্জয় রায় এদিন সকালে কোচবিহার যান। এরপর দুপুর নাগাদ আমার বাড়ির পরিচারিকা বিকট আওয়াজ শুনে ওপরে তাকাতেই দেখেন কালো ধোঁয়া।' দমকল আধিকারিক রামেশ্বর পান্ডে জানান, দরজা ভেঙে, অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে।

প্রশ্নের মুখে উত্তরের রাস্তা

মালদার চামাগ্রাম থেকে কোচবিহারের জোড়াই রেলস্টেশন ধরলে এ দুটো উত্তরবঙ্গের প্রথম ও শেষ রেলস্টেশন। অনেকটা সময় রেললাইনের পাশ দিয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট এখন কেমন? বিশেষ করে জাতীয় সড়কগুলো? এবারের উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়েই আলোচনা।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সাগর সেন

আমার কাছে ডুয়ার্সের আকর্ষণ দুর্নিবার। জঙ্গল, চা বাগান, একের পর এক নদী, দূরে নীলচে ভুটান পাহাড়ের রেখা, ডুয়ার্স বরাবরই যেন এক স্বপ্নপূরণের যাদুরাজ্য। আর পথের নেশায় মজলে তো কথাই নেই, কলকাতা-শিলিগুড়ি রুটে যে কতবার যাওয়া-আসা করেছি ইয়ত্তা নেই। এই রাস্তাটার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ। স্টিয়ারিং-এ বসলেই মনে আপনা থেকেই দখিনা বাতাসের ঝাপটা লাগে, আক্ষরিক অর্থেই মনে হয় যেন স্বর্গের পথ ধরেছি।

কলকাতা থেকে ডালখোলা, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক, যা এখন নাম পালটে হয়েছে ১২ নম্বর। তারপর ডালখোলা থেকে ডানদিকে ঘুরে কিশনগঞ্জে বিহারকে বুড়ি ছুঁয়ে সোজা ঘোষপুকুর। তারপর মন চল নিজ নিকেতনে, মন চায় সেই পথ ধরো। পাহাড়, ডুয়ার্স, অসম, উত্তর-পূর্ব ভারত।

বহুকাল ধরেই আমার যাতায়াত এই রাস্তায়, যখন পুরোটাই ছিল সিঙ্গল লেন আর তার বেশিরভাগটাই ভাঙাচোরা বেহাল দশা হয়ে থাকত আর লেগে থাকত জ্যামজট। ফরাক্কা, কালিয়াচক আর ডালখোলা, এই তিন জায়গার জ্যামজটের কাহিনী তো কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এসব জায়গায় একবার ফাঁসলে কখন যে মুক্তি তার উত্তর ভগবানও দিতে পারতেন না।

বহরমপুর, মালদা, রায়গঞ্জ— ভিড়ভারাক্রান্ত এসব শহর পেরোনোও ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। এত ধাক্কা খেয়ে একযাত্রায় আর শিলিগুড়ি পৌঁছানো যেত না বেশিরভাগ সময়ই। সেক্ষেত্রে রায়গঞ্জে বিরতি দেওয়াটাই ছিল দস্তুর। সময়টা শীতকাল হলে রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজে বিঘোরের বেগুনভাজার সঙ্গে তুলাইপাঞ্জি চালের গরম গরম ভাত, সোনা মুগের ডাল দিয়ে মেখে খেয়ে মেজাজ ঠিক করাটা আলাদা বিলাসিতা ছিল।

তবে এত কষ্ট সত্ত্বেও এই রাস্তার আকর্ষণ বরাবরই অন্যরকম ছিল, অদ্ভুত এক মাদকতা, নিশির ডাকের মতো বারবার ছুটে গিয়েছি, ট্রেনের আপাত আরামদায়ক এবং শান্তির জার্নির হাতছানি উপেক্ষা ছেড়ে এই পথকেই বেছে নিয়েছি। এই টান কীসের, কী জন্য এই কষ্টের মধ্যে ছুটে যাওয়া? কেউ জিজ্ঞেস করলে সত্যিই বুঝিয়ে বলতে পারব না, হয়তো জর্জ ম্যালোরি সাহেবের মতো বলতে হয় 'Because It's there'।

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে ছ'টি জেলা পার করার সময় বুঝতে পারি প্রতিটি জায়গার আলাদা আলাদা চরিত্র। মানুষ, প্রকৃতি, তার রূপ, রস, গন্ধ সব আলাদা আলাদা। সিনেমার মতো দৃশ্যপট বদলাতে থাকে। তীব্রগতির মাখন মসৃণ যাত্রা নয়, উলটে এই রাস্তা বাধ্য করত ধীরে যেতে, আর ধীরে চললেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে যেত পারিপার্শ্বিকের রসাস্বাদনের জন্য।

এই অনুভূতিরা, এই রোমান্টিসিজম তো ছিলই, তবে বাস্তবের দাবি আলাদা। যুগের দাবি মেনে রাস্তা চওড়া করে ডাবল লেনের কাজ শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকে, তবে কাজ এগোচ্ছিল শম্বুকগতিতে। অন্য হাইওয়েগুলো যেমন চোখের সামনে দ্রুতগতিতে ভোল পালটে ঝাঁ চকচকে হয়ে উঠছিল সে তুলনায় এই রাস্তাটির উন্নতির গতি বরাবরই ছিল অত্যন্ত শ্লথ। এক তো এই রাস্তা যেসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে গিয়েছে, তার বেশিরভাগটাই অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, ফলে সেইসব বাড়িঘর, দোকানপাট, কিছু সরিয়ে জায়গা বের করে রাস্তা চওড়া করাটা বোধহয় বড় সহজ কাজ ছিল না।

এ যাত্রায় বেরোনোর আগে বেশ আশাবাদী ছিলাম। যেটুকু খবর পেয়েছিলাম, তাতে বুঝেছি ৯৫ শতাংশ রাস্তায় ডাবল লেনিং-এর কাজ শেষ। এর আগের যাত্রাগুলোতে দেখেছি একে একে খুলে গিয়েছে মালদা, ডালখোলা, তারপর রায়গঞ্জ আর বহরমপুরের বাইপাস, সময় কম লাগছে অনেকটাই। শেষমেশ যেখানে দাঁড়িয়েছে, বারাসত থেকে বড়জাগুলি, তারপর বেলডাঙার কিছুটা অংশ এই জায়গাগুলোতে ডাবল লেনিং-এর কাজ আটকে আছে। আর ফরাক্কার নতুন সেতুর কাজও বাকি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবারের যাত্রায় যা অভিজ্ঞতা হল তাকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ছাড়া কিছু বলা যায় না। যখন খারাপ রাস্তা ছিল, মেনে নিয়েছিলাম, মানসিক প্রস্তুতি সেরকমই নিয়ে বেরোতাম। কিন্তু লোভ দেখিয়ে সেটা কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারটা বড়ই নির্মম। একটু বিশদে বলি তাহলে।

কলকাতা থেকে বেরিয়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বিরাটি বা মধ্যমগ্রাম থেকে বাঁদিকে ঘুরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরা। চলে আসুন কাঁপার মোড়। এখানে ফ্লাইওভারের কাজ এখনও বাকি, তাই নীচ দিয়ে ডানদিকে ঘুরে কাঁচড়াপাড়া রোড ধরে ১০ কিলোমিটার এসে বড়জাগুলিতে জাতীয় সড়ক ধরে নিন। এতে বারাসত আর বড়জাগুলির মধ্যে সিঙ্গল লেনের হ্যাপা পোহাতে হবে না। বড়জাগুলি থেকেই শুরু ডাবল লেন। মানে ফুলিয়া, শান্তিপুর, রানাঘাট হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত সদ্য তৈরি হয়েছে।

তবে এখান থেকেই খটকার শুরু। এই রাস্তাটা তৈরি হওয়ার পর একটা বর্ষাও পুরো যায়নি। এখনই কয়েকটা জায়গায় সারফেসিং খারাপ হয়েছে। যদিও ভোগাবে না সেই অর্থে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন একটা হাইওয়ে খারাপ হবে এটাও ঠিক মানা যায় না। কৃষ্ণনগরের পর থেকে গর্তের সংখ্যা বেড়েছে, সারফেসিংও উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে। বেথুয়াডহরি, পলাশির ভিড়ভাট্টা কাটিয়ে বেলডাঙায় এসে আবার হোঁচট খেতে হবে সিঙ্গল লেন আর ভাঙাচোরা রাস্তায়। আন্দাজে ১০-১২ কিলোমিটারের ভোগান্তি।

এটুকু পেরিয়ে গেলে আসে বহরমপুর বাইপাস। সদ্য বানানো, কিন্তু এখানেও কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা ভেঙেছে। তারপর মোরগ্রাম থেকে আহিরণের ক্যানালের ওপর সেতু, এই অংশটির পুরোটাই মেরামতের কাজ চলছে বলে ডাউন লেন বন্ধ। ফরাক্কায় আবার ধাক্কা, কপাল খারাপ থাকলে ট্রাকের জ্যামে ফাঁসবেন, তবে ইদানীং সে চান্স কিছুটা কম। দুগ্গা, দুগ্গা করে ভাগীরথী পেরিয়ে গেলেও হোঁচট খাবেন কালিয়াচকে এসে, এখানেও রাস্তা বেশ খারাপ, তায় বেজায় ভিড়ভাট্টা, প্রায় রাস্তার ওপরই বাজার বসে।

সাবধানে কালিয়াচক পেরিয়ে মালদা বাইপাস পার করা অবধি রাস্তা ঠিক থাকলেও তার পর থেকে গাজোল, ইটাহার পেরিয়ে রায়গঞ্জ ঢোকার আগে পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় গর্ত আছে। এই অংশটিতেও কিছু কিছু জায়গায় একটা দিকের লেন আটকে মেরামতির কাজ চলছে। এরপর রায়গঞ্জ বাইপাস হয়ে ডালখোলা হচ্ছে সুখের সময়, তবে এই ব্যাপারটা হল ঝড়ের আগে শান্তির মতো। যেমন গাড়ি ডালখোলা থেকে ডানদিকে ঘুরে পূর্ণিয়া-শিলিগুড়ি হাইওয়েতে উঠবে, দুঃস্বপ্নেরও শুরু ঠিক ওখান থেকেই, আর অন্তত ইসলামপুর পর্যন্ত তা পিছু ছাড়বে না।

এই হাইওয়েকে একমাত্র তুলনা করা যায় সদ্য হাল টানা চষা জমির সঙ্গে। ছোট গাড়ি নিয়ে গেলে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে, বেকায়দায় গাড্ডায় পড়লে সাসপেনশনের আদ্যশ্রাদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা। তবে কষ্টেসৃষ্টে ইসলামপুর একবার পেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস কিছুটা হলেও নিতে পারবেন। খানিকটা এগিয়ে দিনাজপুর শেষ হয়ে দার্জিলিং জেলা শুরু হওয়ার পর একদম বাগডোগরা পর্যন্ত রাস্তা ঝাঁ চকচকে।

হয়রানি শুধু এটাই নয়, পিকচার আভি বাকি হ্যায় দোস্ত।

যে কোনও রাজ্যের হাইওয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হাইওয়ের তফাত কী বলুন তো? উত্তর একটাই, রাস্তাজুড়ে গার্ডরেল আর তেলের ড্রাম। এটা আর অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এটা নিয়ে অবসেসড এবং এদের নিশ্চিত ধারণা, যে কোনও ধরনের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের একটাই নিদান, যথেচ্ছ গার্ডরেল বসিয়ে দেওয়া।

পুরো রাস্তাটায় এত অসংখ্য গার্ডরেল এবং সেসব এতই জঘন্যভাবে বসানো যে আপনার মনে হবে যে, সরকার বোধহয় চায় না হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলুক। এর চেয়ে পুরো রাস্তাটাই না হয় বন্ধ করে দিত, সারানোরও দরকার ছিল না, বানানোরও নয়। অধিকাংশ গার্ডরেলের গায়ে রিফ্লেক্টরগুলো উঠে গিয়েছে, অতএব অন্ধকারে এদের ঠাহর করাও মুশকিল।

এছাড়া সমস্যা হল বড় বড় ট্রাক, বিশেষ করে লম্বা ট্রেলার ট্রাকগুলো গার্ডরেলে ফেঁসে একেবারে কাটিয়ে বেরোতে পারছে না। ট্র্যাক্টর আর ট্রেলার ইউনিট, সবসুদ্ধ কাটাতে গিয়ে 'দ'-এর নীচের অংশের মতো আকার নিচ্ছে, ঠিক ঘোরার আগে। এবার এই পরিস্থিতিতে ভুল করে কোনওভাবে যদি ট্রাকের বডি আর গার্ডরেলের ত্রিভুজের মাঝে গাড়ি নিয়ে ঢুকে যান, ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে অবস্থা হয়ে যাবে।

আর এই পুরো রাস্তাটা জুড়ে এতই ঘনবসতি যে প্রায় প্রতি পাঁচ কিলোমিটার অন্তর অন্তর ডিভাইডারে পারাপারের কাট রয়েছে। আর তাকে সামলাতে গার্ডরেল বসাতে হয়েছে। পিলপিল করে লোক এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছে সারাক্ষণ, এদিকে ট্রাফিক ঠায় দাঁড়িয়ে। এসব সামলাতে গেলে গোটা রাস্তায় আরও অন্তত তিরিশটা নতুন সেতু লাগবে।

এরপর আসে সারা হাইওয়েজুড়ে হাজার হাজার টোটো আর তিনচাকা ইঞ্জিন ভ্যানের উপদ্রব। এদের কোনও ট্রাফিক আইন মানার বালাই নেই, দিব্যি গদাইলস্করি চালে হাইওয়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, মাঝেমধ্যেই এদিক-ওদিক করছে। আরও মজা যেখানে একটা দিকের লেন বন্ধ করে মেরামতির কাজ চলছে। একদিকের লেন মাত্র খোলা, তার মাঝে কনিক্যাল ড্রাম ফেলে ডিভাইডার বানানো। একটা ট্রাক অতিকষ্টে যেতে পারে মাত্র, ওভারটেকিং-এর কোনও প্রশ্নই নেই। সেই রাস্তায় হামেশা দেখছি একটা টোটো বা ইঞ্জিনভ্যান ঢুকে পড়ে পনেরো কিলোমিটার গতিতে যাচ্ছে, তার পিছনে অজগরের মতো ট্রাক আর গাড়ির লাইন, কেউ ওভারটেক করতে চাইলেও পারছে না, অতএব মাইলের পর মাইল পুরো ট্রাফিক ওই একই শম্বুকগতিতে পিছন পিছন চলেছে। তার যখন মর্জি হবে তখন রাস্তা ছাড়বে। শুনেছিলাম, সুপ্রিম কোর্টের পরিষ্কার নির্দেশ আছে হাইওয়েতে টোটো, ইঞ্জিনভ্যানের মতো শ্লথগতি যানবাহন চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই অবস্থা চলতে দেখলে মনে তো হয় না এসব আটকানোর বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা বা উদ্যোগ আছে।

গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। কফিনের শেষ পেরেক হল সারা হাইওয়েজুড়ে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, জাবর কেটে, পায়চারি করে, লাফাঝাঁপি করে, কখনও আড়মোড়া ভেঙে কাটানো গোরু, মোষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, মুরগি ইত্যাদির দল। এদের বাঁচিয়ে চালানোই এক বিষম বিড়ম্বনা।

এ সব কিছুর মধ্যেও টোল আদায় কিন্তু দিব্যি চালু হয়ে গিয়েছে এবং পুরো রাস্তার হিসেব ধরলে অঙ্কটা নেহাত কম নয়। প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন, গ্যাঁটের কড়ি খরচ করেও রাস্তায় এই যন্ত্রণা কেন পোহাতে হবে, কেন রাস্তা খারাপ থাকবে, যত্রতত্র অপরিকল্পিত গার্ডরেল লাগিয়ে কেন গতিরোধ করা হবে, কেন ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টে এত অব্যবস্থা আর ঢিলেমি? শুধু সময়ের অপচয় নয়, চালক এবং আরোহীদের জন্য প্রতিমুহূর্তে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

মানুষ আশায় বাঁচে, সেই ভরসাতেই মনে করি, অদূর ভবিষ্যতে এই সড়ক আবার সেজে উঠবে। আরও নিবিড় হবে উত্তর আর দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ।

(লেখক পেশায় ব্যাংককর্মী, নেশায় ভ্রামণিক)

যত পথ, তত কাটমানি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ফ্যারাও-এর সৈন্যদের ধাওয়ায় লোহিত সাগরের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন শয়ে-শয়ে মানুষ। জাহাজ নেই, নেই কোনও নৌকাও। কিন্তু সমুদ্র পার হতে না পারলে নিস্তার মিলবে না। পৌঁছানো যাবে না পবিত্র ভূমিতেও। সমাধান পেতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলেন মোজেস। তাঁর প্রসারিত লাঠির ছোঁয়ায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল লোহিত সাগর। সমুদ্রের মাঝে তৈরি হল রাস্তা। সেই রাস্তায় হেঁটেই সমুদ্র পেরোলেন তিনি ও তাঁর অনুসরণকারীরা। বুক অফ এক্সোডাসের সেই কাহিনী আজও বিস্ময় জাগায়। যুগে যুগে এভাবেই গ্রাম, গঞ্জ বা শহরে রাস্তাই হয়ে উঠেছে জনতার ত্রাতা।

রাস্তাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। প্রতিদিনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বিরহের সাক্ষী। রাস্তা পথ দেখায়, মানুষ চেনায়। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি,/ কত ঘরে দিলে ঠাঁই—/ দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,/ পরকে করিলে ভাই।।' ব্যকরণসিদ্ধ না হলেও 'পথ'-এর সমার্থক 'মিলন' হতেই পারে।

যেমন উত্তরবঙ্গে একদিকে শেষ গ্রাম সিঙ্গাবাদকে মালদা শহরের সঙ্গে মিলিয়েছে একটি রাজ্য সড়ক। আবার মালদার শেষ স্টেশন চামাগ্রামের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের আর এক প্রান্ত বক্সিরহাটের যোগসূত্র তৈরি করেছে ভিন্ন নামের তিনটি জাতীয় সড়ক। আসলে রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে এক জনপদের ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রীতি ইত্যাদির সঙ্গে মিশছে আর এক জনপদের ভাষা, রীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি। মিলন নয়, এটা আসলে মহামিলন।

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বলছে, মানুষ নয়, রাস্তা সৃষ্টি হয়েছিল পশুদের মাধ্যমেই। পশুরাই প্রথম রাস্তা ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীতে মানুষের হাত ধরেই রাস্তা ব্যবহারে বিবর্তনের সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব রাস্তাই বিবর্তিত হয়েছে। খোলনলচে বদলে বেশিরভাগ রাস্তাই হয়েছে ঝাঁ চকচকে। সংখ্যাধিক্য জাতীয় সড়কের অবস্থাও অগের থেকে হাজারগুণ ভালো। রাজ্য সড়কগুলিও তুলনায় অনেক বেশি মজবুত ও মসৃণ হয়েছে। গত দশ বছরে গ্রাম্য রাস্তা তৈরিতে কার্যত বিপ্লব এসেছে। এত সংখ্যক গ্রামীণ সড়কে পিচের প্রলেপ পড়েছে যা একসময় কল্পনার অতীত ছিল।

রাস্তা তৈরিতেও পরিবর্তন এসেছে। মাটির রাস্তা কোথায় তৈরি হয়েছে কংক্রিট দিয়ে, কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে পেভার্স ব্লক। শুধু পূর্ত নয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, সেচ, পুর ও নগরোন্নয়ন সহ বিভিন্ন দপ্তর রাস্তা তৈরি করছে। জেলা পরিষদ, পুরসভা, জিটিএ, এসজেডিএ, জেডিএ সহ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, উন্নয়ন পর্ষদ প্রত্যেকেই রাস্তা তৈরিতে জোর দিয়েছে।

এর বাইরেও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, পথশ্রী'র মতো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পেও উত্তরের গ্রামগঞ্জে কয়েকশো নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তা তৈরিতে আলো ফেলেছে কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারই। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সহ বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ পায় ইদানীং তার বেশিরভাগটাই ব্যয় করছে রাস্তা তৈরিতে।

এর একটা অন্য কারণও অবশ্য আছে। বর্তমানে রাস্তা হল কাটমানি, তোলাবাজির প্রাণভোমরা। যত বেশি রাস্তা, তত বেশি কাটমানি- মূলত সেই সমীকরণেই রাস্তা তৈরিতে গতি এসেছে। স্থানীয় সংস্থা বা উন্নয়ন পর্ষদগুলি যেসব রাস্তা তৈরি করছে সেগুলোর বরাদ্দ যথেষ্ট হলেও গুণগত মান উন্নত হচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই সেইসব গ্রামীণ রাস্তার কাজ নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছে।

তবে মজার কথা হল, তৈরির পর টেকসই দশদিন হোক বা দশ মাস রাস্তা খারাপ হলে তা ফের সংস্কার হচ্ছে 'যত রাস্তা তত কাটমানি' সূত্র মেনেই। অর্থাৎ রাস্তা তৈরি হবে, সেই রাস্তা কিছুদিনের মধ্যেই বেহাল হবে, সেই বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য ফের অর্থবরাদ্দ হবে- রাস্তা তৈরিতে এরকমই অলিখিত বৃত্ত তৈরি করে ফেলা হয়েছে। এই বৃত্ত যত ঘুরবে ততই কাটমানির অঙ্ক বাড়বে। পাশাপাশি লোককে দেখানো যাবে যে কত কাজ হচ্ছে।

সেই সমীকরণেই এলাকাবাসীর দাবি না থাকলেও পুরসভা, পঞ্চায়েত বা পূর্ত দপ্তর বহু জায়গাতেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজন নেই এমন রাস্তাও ভেঙে সংস্কার করছে। একদল লোক রাস্তার বরাদ্দ থেকে দু'হাতে টাকা লুটছে ঠিকই, তবে সাধারণ মানুষ যে তার সুফল পাচ্ছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়ক আছে। এক জেলা থেকে অন্য জেলার সংযোগ দৃঢ় হয়েছে মূলত জাতীয় সড়কগুলির মাধ্যমেই। গঙ্গার এপার অর্থাৎ ফরাক্কা থেকে মালদা, গাজোল হয়ে ডালখোলা পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক। সেই রাস্তাই আবার নাম বদলে শিলিগুড়ি, ফালাকাটা হয়ে কোচবিহার শহরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে বক্সিরহাট। ফরাক্কা থেকে ডালখোলা পর্যন্ত রাস্তার বর্তমান অবস্থাকে 'এ' গ্রেডে রাখতেই হবে। ডালখোলা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা 'বি প্লাস'। ডালখোলার পর থেকে রাস্তার অনেক জায়গাতেই ভাঙা। চোপড়া, বিধাননগর সংলগ্ন এলাকাতে খানাখন্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে সেটাও গত দশ বছরের তুলনায় অনেকটাই ভালো।

জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাওয়া এখন অনেক সহজ। পাঁচ-সাত বছর আগেও যে রাস্তা পার হতে গড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগত, সেই পথ এখন গড়ে তিন ঘণ্টায় পার হওয়া যাচ্ছে। ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি কয়েক বছর আগেও ছিল যাত্রীদের আতঙ্কের কারণ। ওই রাস্তায় উঠলেই স্টিয়ারিং হাতে ইষ্টনাম জপ করতেন চালকরাও। ভয় কাটিয়ে সেই রাস্তা বর্তমানে অনেকটাই মসৃণ।

উত্তরের সমতলের জেলাগুলির মধ্যে খানিকটা বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ দিনাজপুর। রায়গঞ্জ বা শিলিগুড়ির সঙ্গে বালুরঘাটের যোগাযোগের মূল সড়কটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। রায়গঞ্জ থেকে কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডি, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর হয়ে বালুরঘাটে মেশা সেই রাস্তাটির অবস্থাও আগের তুলনায় অনেক ভালো। দু-চার জায়গায় সামান্য ভাঙাচোরা থাকলেও সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

ডালখোলা, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, ঘোষপুকুর বাইপাসগুলি উত্তরের বহু দশকের সড়ক-যন্ত্রণা লাঘব করে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছে। রায়গঞ্জ থেকে বোতলবাড়ি, রসাখোয়া হয়ে ইসলামপুরের ধনতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বিকল্প রাস্তাটিও চকচকে হয়েছে। তবে রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া মধুপুর থেকে রূপাহার পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি এখনও খানাখন্দে ভরা।

এত ভালোর মধ্যেও রাস্তা নিয়ে কিছুটা মন খারাপের খবর আসে পাহাড় থেকে। ব্রিটিশ আমলের হিলকার্ট রোডের কলঙ্ক হয়ে রয়েছে কার্সিয়াংয়ের তিনধারিয়া। জোড়াতালি দিলেও তিনধারিয়া আজও আগের অবস্থায় ফেরেনি। সেবক থেকে কালিম্পং বা সিকিমগামী জাতীয় সড়কের অবস্থাও খুবই খারাপ। শুধু বর্ষা নয়, প্রায় সারাবছরই বেহাল থাকে ওই রাস্তা। যদিও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য মংপু বা কমলার রাজ্য সিটংয়ের পথ আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে।

সেবক থেকে ডুয়ার্স হয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের পাশ দিয়ে অসমে ঢোকা জাতীয় সড়কটির কিছু জায়গায় খানখন্দ তৈরি হলেও রাস্তাটি মোটের উপর খারাপ নয়। মালবাজার থেকে গরুবাথান, লাভাগামী রাস্তাটিও 'এ প্লাস' পেতেই পারে। বাণেশ্বর হয়ে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার দুই জেলাকে সংযোগকারী রাজ্য সড়কটিও একই গ্রেডের। তবে পাহাড় ও ডুয়ার্সের ছোট-বড় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে যাওয়ার বহু রাস্তার অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়।

দামোদর নদকে বলা হত 'বাংলার দুঃখ'। তেমনি ফালাকাটা থেকে সলসলবাড়ি পর্যন্ত নির্মীয়মাণ ৪১ কিলোমিটার রাস্তা আলিপুরদুয়ারের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা জটিলতায় মাঝপথে কাজ আটকে যাওয়ায় গত পাঁচ বছর থেকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। উত্তরে নতুন কয়েকটি রাজ্য ও জাতীয় সড়ক তৈরি হচ্ছে। কয়েকশো গ্রামীণ সড়ক তৈরির প্রকল্পও প্রস্তুত। সেসব রাস্তা তৈরি হলে পথের বাঁধন আরও শক্ত হবে।

আসলে 'পথ বেঁধে দেয় বন্ধনহীন গ্রন্থি'। একটা ভালো রাস্তা বদলে দিতে পারে একটি এলাকার ভাগ্য। সেই রাস্তা ধরে আসতে পারে একগুচ্ছ বিনিয়োগ। তৈরি হতে পারে কর্মসংস্থান। যা গুজরাট, দিল্লি, কেরল থেকে পরিয়ায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে পারে নিজের পরিবারের কাছে। উত্তরবঙ্গের রাস্তার মাধ্যমে সেই বদল দরকার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

মহিলাদের মিছিল

অপরাজিতা বিলকে আইনে কার্যকর করার দাবিতে শনিবার রাজ্যজুড়ে মিছিল করল মহিলা তৃণমূল। এদিন উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে হেদুয়ায় মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

ট্রেন বাতিল

সেতু মেরামতির কারণে শনিবার ও রবিবার হাওড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি কুয়াশার জেরেও বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি

ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি নিয়ে জটিলতা না কাটলে সোমবার থেকে ফের ধর্মঘটে নামবেন বলে জানিয়ে দিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। ফলে মঙ্গলবার থেকে বাজারে আলুর সংকট দেখা দিতে পারে।

গুদামে আগুন

শুক্রবার গভীর রাতে বড়বাজারে আগুন লাগে একটি গুদামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

কলকাতার রাজপথে যেন মেরুকরণের বার্তা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ হোক বা ওয়াকফ সংশোধনী বিল, নানা ইস্যুতে গত কয়েকদিন সরগরম থাকছে কলকাতার রাজপথ। কখনও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে, আবার কখনও তৃণমূল বা মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে সভা করছে। এর আগে আন্দোলনের এই ধর্মীয় মেরুকরণ কলকাতা শহর দেখেছে কি না, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট থেকেই ভোটবাক্সে ধর্মীয় মেরুকরণ দেখা গিয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু তা শুধুমাত্র আবদ্ধ ছিল ভোটবাক্সেই। রাজপথে আন্দোলনে এই ধর্মীয় মেরুকরণ এতটা প্রকট হয়নি। কিন্তু এই ধর্মীয় মেরুকরণ আরও প্রকট হলে তা যে রাজ্য-রাজনীতিতে ক্ষতিকর অবস্থায় যাবে, তা মনে করছেন অনেকেই।

বিজেপি হিন্দুভোট এককাট্টা করার জন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধাচরণ করে বলে বারবার অভিযোগ তোলে তৃণমূল। ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনে মুসলিমদের সম্পত্তি বিজেপি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে শনিবারই ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছেন, 'যে কোনও ধর্মের ওপরে আঘাত নিন্দনীয়। কখনই তা সমর্থন করা যায় না।' এদিন কল্যাণও সেই রেশ টেনে বলেছেন, 'আমি যেমন দুর্গা ও কালীর উপাসক, তেমনই সংবিধানের উপাসকও। ভারতীয় সংবিধান সব ধর্মকে রক্ষা করার কথা বলেছে।' মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও প্রায় একই সুরে বলেছেন, 'পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি নেই। কিন্তু ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি রয়েছে। তাই কোথাও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশেও যা হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিন্দার।'

তবে ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'ভোটবাক্সের দিকে তাকিয়ে তৃণমূল এই আইনকে ভুল ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে তারা যতটা রাস্তায় নেমে সক্রিয় হয়েছে, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ ও সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে তারা ততটা সরব নয়। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে তৃণমূল ভোটবাক্সের দিকে তাকিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণকে প্রকট করছে।'

কাল মন্ত্রীসভা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসছে। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কথা। ওইদিনই নবনির্বাচিত ৬ বিধায়ককে বিধানসভায় গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ফলে দীর্ঘদিন বাদে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারই তৃণমূলের আনা কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রস্তাবের ওপর বিধানসভায় আলোচনা হবে। ওই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে দমকল ও পুলিশ বিভাগে নিয়োগের ছাড়পত্র মন্ত্রীসভার বৈঠকে পাশ হতে পারে।

বিভাজনের রাজনীতি, অভিযোগ তৃণমূলের

ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা পথে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ওয়াকফ আইন সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। শনিবার কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূলের ওয়াকফ বিরোধী সভায় এই অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বরাবরই এদেশের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ চালাচ্ছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দির তৈরি করেছে। এখন সংখ্যালঘুদের আল্লার সম্পত্তিও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।' ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাবও এনেছে তৃণমূল। তৃণমূল যে কোনওভাবেই এই সংশোধনী বিল সমর্থন করবে না, তা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য, 'আমি মুসলিমদের সম্পত্তির ওপর বুলডোজার চালাতে পারব না।' তখনই তিনি এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন।

এদিন রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূলের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'বাংলা বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখে। এখানে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ইদ, ক্রিসমাস পালিত হয়। সেই উৎসবে সব ধর্মের মানুষ শামিল হন। কিন্তু প্রথম থেকেই বিজেপি এই রাজ্যে ও দেশে বিভাজন রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। আমরা কোনওভাবেই এই বিভাজন হতে দেব না। ওয়াকফ আইন সংশোধন হলে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হবে। সংবিধানের বিরোধী এই বিল। তাই আমরা এই বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছি। আগামীদিনে এই আন্দোলন আরও তীব্র হবে।'

এদিন বক্তব্য রাখতে উঠে তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন কল্যাণ। তিনি বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আমার মা-বাবা তুলে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। ওই ধরনের একটা নোংরা লোক কীভাবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন তা আমার ভাবতেও লজ্জা লাগে। উনি বিচারপতি পদকে কালিমালিপ্ত করেছেন।' কল্যাণ বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজপথেও আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে।'

তৃণমূলের ওয়াকফ বিরোধী সভা। শনিবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে।

প্রশ্নবাণ

- কোন বিখ্যাত বাঙালি চরিত্র প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'অতুলচন্দ্র মিত্র' নামে?
- বর্তমানে বহুল চর্চিত বালকরন ব্রারকে আমরা কী নামে চিনি?
- বর্তমানে চলা ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে হওয়া টেস্ট সিরিজের ট্রফিটির নাম কী ?

আগের দিনের উত্তর

মুহাম্মদ ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক, ইসকন, আমিনুল হক

ঠিক উত্তরদাতা : বিদীপ্ত রাহা-ধূপগুড়ি, পাপড়ি গুহ-বালুরঘাট, উৎপল পাল, নীলরতন হালদার-মালদা, শংকর সাহা-পতিরাম, চন্দ্রা ধর, নন্দিতা ধর, অসীমকুমার ভদ্র, উজ্জ্বল মালাকার, শর্মিতা ঘোষ, আবেশ কর্মকার, সঞ্জীব দেব, দেবর্ষি ঘটক-শিলিগুড়ি, দেবাশিস গোপ-কুশমণ্ডি, রাজ মহম্মদ-ভুটকি হাট, মহম্মদ ইয়াসিন-তারিজোত, রঞ্জন চক্রবর্তী-খড়িবাড়ি, তরুলেখা রায়-মাটিগাড়া, তরুণকুমার রায়-চালসা, বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, প্রতাপ হালদার, সৈকত সেনগুপ্ত-জলপাইগুড়ি, রতনকুমার পণ্ডিত, বিকাশ মণ্ডল, সনাতন বিশ্বাস, দেবাশিস রায়-কোচবিহার, সৌনক দাস-নকশালবাড়ি, সঞ্জয়কুমার সাহা-কিশনগঞ্জ, জয়দেব বর্মন-আলিপুরদুয়ার, সৌরদীপ পাল-ভোটপাট্টি, কল্যাণ রায় মধ্যচাকিয়াভিটা, বীণাপাণি সরকার হালদার, নিবেদিতা হালদার-বালুরঘাট।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্যে কটাক্ষ বিরোধীদের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : চিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমাদেরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে বলে বুধবার সংবিধান দিবসে বিধানসভায় মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। এই নিয়ে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যেখানে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, সেখানে তিনি উলটো কথা বলছেন।' শাসকদল তৃণমূল অবশ্য সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্যকে গুরুত্ব দেয়নি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সিদ্দিকুল্লাহর এই মন্তব্যের কোনও পালটা উত্তর দিতে অনীহা বোধ করেছেন। তবে ফিরহাদ হাকিম সাফ বলেন, 'সিদ্দিকুল্লাহ যা বলেছেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। এর ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব না।'

কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং স্পোর্টস। শনিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

শীতের মরশুমে হঠাৎ বৃষ্টি শহরে। শনিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টি

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজল'-এর আংশিক প্রভাবে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার আকাশ দিনভর ছিল মেঘলা। সারাদিনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায়। রবিবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা প্রায় ৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে দিনভর বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা রাতের দিকে খানিকটা কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সারা দিন বৃষ্টির ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জনজীবন খানিকটা ব্যাহত হয়।

প্রয়াত প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত প্রয়াত। শনিবার বারাণসীর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ২৩ অক্টোবর বারাণসীতে একটি সভায় বক্তব্য রাখার সময় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় তাঁর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর এই মৃত্যুর জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরেই আরজি কর সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে কড়া সমালোচনা করছিলেন পঙ্কজবাবু। বিশেষত, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাস ভায় তিনি বলেছিলেন, 'এই ঘটনা যদি সোনাগাছিতে ঘটত, আমরা বলতে পারতাম হতেই পারে, এই ঘটনা আরজি করের মতো জায়গায় হতেই পারে না।' তাঁর এই বক্তব্যের পরেই প্রশ্ন ওঠে যাঁরা সোনাগাছিতে পেটের দায়ে থাকেন, এই বক্তব্যে কি তাঁদের অসম্মানিত করা হয় না? এরপরই পঙ্কজবাবুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। থানাতে হাজিরাও দেন তিনি। তখনই শুভেন্দু বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পঙ্কজবাবুকে হেনস্তা করেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। চূড়ান্ত মানসিক নির্যাতন করা হয় পঙ্কজবাবুকে।'

রদবদলের সিদ্ধান্ত নেবে দল : অভিষেক

ঘাসফুলে এখন মুষল পর্ব, মন্তব্য শমীকের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : তৃণমূলের সংগঠনে বড় ধরনের রদবদল করা হবে বলে ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপর পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও ওই রদবদল হয়নি। রদবদল না হওয়ার ঘটনায় অভিষেক যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তা তিনি মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। শনিবার ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন অভিষেক।

সেখানেই অভিষেক বলেন, 'আমি আমার কাজ করেছি। রেজাল্ট দেখে রদবদলের তালিকা দলনেত্রীকে দিয়েছি। এবার দলনেত্রীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। রদবদল কবে হবে, তা নিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেবে। আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।' অভিষেকের এই মন্তব্যে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা প্রমাণিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিরোধীরাও এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূলে এখন মুষল পর্ব চলছে। তাই এটা নতুন কিছু নয়।'

গত সপ্তাহেই দলের কর্মসমিতির বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে দলের মুখপাত্র পদে বেশকিছু রদবদল হয়েছে। ঘটনাচক্রে অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অনেকেই মুখপাত্র পদ হারিয়েছেন। তা নিয়েও অভিষেক-ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। অভিষেককেও দলের 'দিল্লির মুখপাত্র' করা হয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

> আমি আমার কাজ করেছি। রেজাল্ট দেখে রদবদলের তালিকা দলনেত্রীকে দিয়েছি। এবার দলনেত্রীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। রদবদল কবে হবে, তা নিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেবে। আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন অভিষেক বলেন, 'দল যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে, যোগ্যতা প্রমাণের দায়িত্ব তাঁদেরই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দল শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তৈরি করেছে। দল নানা দায়িত্ব দিয়েছে নানা জনকে। সেই দায়িত্ব আগামী দিনে তাঁদের প্রমাণ করতে হবে। দেখা যাবে তাঁরা কতটা পটু। আমাকে যখন যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি তা পালন করেছি। দলের সিদ্ধান্তই আমার কাছে শিরোধার্য।'

৯ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে অভিষেক জানিয়েছিলেন, 'রদবদলের তালিকা আমি দলনেত্রীর কাছে দিয়েছি। এবার দলনেত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন।'

এরপর দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী অভিষেকের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর ওইদিনই তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও নবান্নে দেখা করেন। তখনই মনে করা হয়েছিল, খুব শীঘ্রই রদবদলের কথা ঘোষণা করা হবে।

কিন্তু গত সোমবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে রদবদল নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। তখনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, রদবদল কি আদৌ হবে? তারপরই এদিন অভিষেকের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গ্রামীণ সড়কে কেন্দ্রের ১৪০০ কোটি টাকা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত আর্থিক বছরে গ্রাম সড়ক যোজনার টাকাও তারা দেয়নি। সেই কারণে পথশ্রী প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার নিজেদের তহবিল থেকে পুরোনো রাস্তা মেরামত করেছে। তবে এবছর অর্থাৎ ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ১৪০০ কোটি টাকা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকায় নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি পুরোনো রাস্তা মেরামতও করা যাবে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশ দেয়। বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হয়। ফলে চলতি আর্থিক বছরেও বাকি ৪০ শতাংশ ম্যাচিংগ্র্যান্ট রাজ্যকে মেটাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গায় রাস্তার বেহাল দশা তৈরি হয়েছিল। এই টাকা আসায় সেই বেহাল দশা কিছুটা কাটবে বলেই আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, '২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের কোনও টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দেয়নি। কিন্তু গ্রামীণ রাস্তা মেরামত বন্ধ করা হয়নি। পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তা মেরামতের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো রাস্তার কাজ হয়েছিল। গত বর্ষায় কিছু রাস্তা খারাপ হয়েছে। সেগুলি মেরামত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার চলতি আর্থিক বছরে ১৪০০ কোটি টাকা পাঠাচ্ছে বলে জানিয়েছে। তাতে নতুন কিছু রাস্তা তৈরি ও পুরোনো রাস্তা মেরামত হবে।' কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে বঞ্চনা করছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। শুক্রবার এই নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাবও এনেছেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম না মানার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকার ভুল-ত্রুটি শুধরে নিলে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আদায়ে বিজেপিও যে সহযোগিতা করবে সেই আশ্বাসও দিয়েছেন শুভেন্দু। কিন্তু শাসকদলের নেতারা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখায় বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। সেই কারণে শুভেন্দু বাধ্য হয়ে এই কথা বলেছেন।

> কেন্দ্রীয় সরকার চলতি আর্থিক বছরে ১৪০০ কোটি টাকা পাঠাচ্ছে বলে জানিয়েছে। তাতে নতুন কিছু রাস্তা তৈরি ও পুরোনো রাস্তা মেরামত হবে।
>
> **প্রদীপ মজুমদার**
> *পঞ্চায়েতমন্ত্রী*

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা চেয়ে জেলাগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ওই প্রকল্প জমা দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ জেলা বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠিয়েছে।

বিএনপি সমর্থক ধৃত কলকাতায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করে থাকার অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার রাতে পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি হোটেল থেকে সেলিম মাতব্বর নামে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশের মাদারিপুর থেকে বেআইনিভাবে পশ্চিমবঙ্গে আসেন ওই ব্যক্তি। এখানে আসার পর রবি শর্মা নাম ভাঁড়িয়ে তৈরি করেন ভারতীয় পাসপোর্ট। জন্মস্থান হিসেবে রাজস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া দিল্লির একটি ঠিকানাও দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারের পর জেরায় সেলিম জানিয়েছেন, তিনি বিএনপি'র সক্রিয় সমর্থক। রাজনৈতিক ঝামেলার কারণে বাড়ি ও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সেইসময় বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে নদিয়া জেলায় ঢুকেছিলেন তিনি। সেখানে বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তখনই ভুয়ো তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করেন। এরপর পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের মারকুইস স্ট্রিটে একটি হোটেলে কাজ করা শুরু করেন। ধৃত সেলিমের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের যোগাযোগ আছে কি না, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট ও জালিয়াতির ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংকটে সমস্যায় কর্পোরেট হাসপাতাল

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংকটে গভীর সমস্যায় পড়েছে এই রাজ্যের কর্পোরেট হাসপাতালগুলি। নভেম্বরের শেষ থেকে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে। সেখানকার রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে চিকিৎসা বাদে সবরকমের ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে এই দেশের সরকার। বাংলাদেশিদের কাছ থেকেই জানা গিয়েছে, ঢাকা থেকে খুব কম সংখ্যক বাংলাদেশিকে প্রতিদিন ভিসা দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় অনেকেই পরিবারের সকলকে সেখানে রেখে এদেশে চিকিৎসা করাতে আসতে চাইছেন না। এসব কারণেই এই রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলি সংকটের মুখে।

কিছু হাসপাতাল যখন রোগীর অভাবে কাতর তখন আবার কলকাতার মানিকতলার একটি বেসরকারি হাসপাতাল ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশি রোগীদের ভর্তিই করবে না তারা। ওই হাসপাতালে সাধারণ সময়ে মোট শয্যা সংখ্যার ২০ শতাংশ জুড়ে থাকেন বাংলাদেশিরা। সেখানকার অন্যতম অধিকর্তা শুভ্রাংশু ভক্তা বলেছেন, ওই দেশে আমাদের জাতীয় পতাকার অপমান করা হয়েছে। দেশ আগে, রোজগার পরে। আমরা সেইজন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বিজেপি নেতা ও কাউন্সিলার সজল ঘোষও এই হাসপাতালের অন্যতম ডিরেক্টর। এর আগে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে প্রখ্যাত স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ করেছেন। 'সবার আগে দেশ' ডাক দিয়ে তিনি সব ডাক্তারবাবুর কাছে বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ডাঃ সাহার মতো সমগ্র চিকিৎসককুলের কাছে বাংলাদেশি রোগী বয়কট করার আবেদন জানিয়েছেন।

চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশি মানুষের একটা বড় অংশ আসেন কলকাতায়। এই রাজ্যের শিলিগুড়িতেও উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ চিকিৎসা করাতে যান। এর বাইরেও দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অনেকেই ভালো চিকিৎসার সন্ধানে যান। কলকাতার বাইপাস লাগোয়া কর্পোরেট হাসপাতালগুলির মোট ব্যবসার অনেকটাই জোগান দেন বাংলাদেশি রোগীরা। কর্পোরেট

অর্ধেকে নেমেছে রোগীর সংখ্যা

হাসপাতালগুলির হিসাব অনুযায়ী গড়ে মাসে কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন হাজার বাংলাদেশি রোগী এক একটি হাসপাতালের আউটডোর ও ইন্ডোরে চিকিৎসা করাতে আসেন। চিকিৎসা করাতে আসা মানুষজন কলকাতা ও আশপাশ এলাকায় বেড়াতেও যান। মেডিকেল ট্যুরিজমের অঙ্গ হিসেবে প্রতিদিন রোগীর আত্মীয়স্বজন ভরিয়ে তোলেন ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক সহ বিনোদনের কেন্দ্রগুলি।

হাসপাতালগুলির হিসাব অনুযায়ী গত কয়েকদিনে বাংলাদেশি রোগীর সংখ্যা কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। একটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আউটডোর ও ইন্ডোর মিলিয়ে বাংলাদেশি রোগীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। জরুরি অপারেশনের জন্য আগামী সপ্তাহে যাঁরা বুকিং করেছেন, তাঁদের অনেকেই গত সপ্তাহ থেকে নীরব হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর যোগাযোগ করছেন না। সাধারণভাবে হাসপাতালের তরফে ৩ থেকে ৫ দিন আগে তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ কল বা মেল করে যোগাযোগ করা হয়। হাসপাতালগুলি জবাব পাওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে। বহু হাসপাতালের এজেন্ট রয়েছে তথ্যকেন্দ্রের পরিচয়ে। তাঁরা হাসপাতালগুলিতে খবর পাঠিয়েছেন। দেশের পরিস্থিতি নড়বড়ে। অনেকেই যেতে চাইছেন না। টানাপোড়েনের ফলে বাংলাদেশে এখন মূল্যবৃদ্ধি চরমে উঠেছে। ফলে রোগীর পরিবারের পকেটেও পড়েছে টান। বাংলাদেশ থেকে বহু নিঃসন্তান দম্পতি এখানে আইভিএফ চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁরা আপাতত অপারেশন স্থগিত রেখে সংসার চালানোর লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন।

নিয়ম অনুযায়ী এপারে চিকিৎসার জন্য আসার আগে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। তার ভিত্তিতেই এদেশের ভিসা পাওয়া যায়। হাসপাতালগুলির কাছে এখন অ্যাপয়েন্টমেন্টের আবেদনও অনেক কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলি যথেষ্ট সংকটে। যদিও কর্পোরেট হাসপাতাল বাদে বাকিদের এই সংকট গ্রাস করেনি বলে দাবি করেছেন প্রোগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শেখ আলহাজউদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে বাংলাদেশি রোগীরা আসে না। ফলে সামগ্রিকভাবে বেসরকারি নার্সিংহোম ও হাসপাতালগুলির কোনও সংকট নেই।'

সপ্তাহে দু’দিন জমি রেজিস্ট্রি

এক কর্তা সামলান দুই অফিস

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : অগ্রহায়ণ মাসের শেষে মেয়ের বিয়ে দোমোহনি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমোরপাড়ার রতন অধিকারীর। বিয়ের জন্য বিঘাখানেক জমি বিক্রি করবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি। সেই জমি বিক্রির টাকায় গয়না থেকে শুরু করে বিয়ের বাজার সারবেন। গ্রামেরই একজনের সঙ্গে জমির দামদরও হয়েছে। তবে ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ভিড়ের জন্য প্রায় এক মাস হতে চলল জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে পারছেন না।

এদিকে বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে। জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে না পেরে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে রতনের। আর কবে যে সেই জমি রেজিস্ট্রি হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রায় দুই মাস ধরে ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এই অবস্থায় ময়নাগুড়ির অনেকেই জমি কেনাবেচা না করতে পেরে বিপাকে পড়েছেন। কার্যত বন্ধের মুখে ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস। গত অক্টোবর মাস থেকে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রার পারিজাত রায় চৌধুরীকে জলপাইগুড়িতে গিয়ে সেই দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। তাই সপ্তাহে পাঁচদিনের জায়গায় দু’দিন জমি রেজিস্ট্রি হচ্ছে ময়নাগুড়িতে। আর বাকি দিন জলপাইগুড়িতে থাকায় ময়নাগুড়ির অফিস কার্যত বন্ধই থাকছে।

ফলে সমস্যায় ময়নাগুড়ি ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা রেজিস্ট্রার পার্থসারথি চক্রবর্তী বলেন, ‘জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার গত অক্টোবর মাসে মারা যান। তারপর থেকে রাজ্য সরকার তাঁর জায়গায় কাউকে দায়িত্ব না দেওয়ায় ময়নাগুড়ির অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রারকে এই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছি।’

আগে গড়ে ময়নাগুড়িতে সপ্তাহে পাঁচদিন দেড়শোটির ওপর জমির রেজিস্ট্রি হত। এখন সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৬০-এ। ময়নাগুড়ি পদমতি এলাকার বাসিন্দা দীনেশ রায়ের কথায়, ‘মাসখানেক হল একটি জমি কেনার জন্য বায়না করেছি। জমি নেওয়ার জন্য টাকা জোগাড় হলেও রেজিস্ট্রি অফিসে সময় না মেলায় জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে পারছি না।’

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গ দলিল লেখক সমিতিও। সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শরণাপন্ন হয়েও সমস্যা না মেটায় জেলা শাসকের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তাঁরা।

সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সম্পাদক দেবজিৎ ঘোষ জানান, জেলায় পাঁচটি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস রয়েছে। সপ্তাহে একদিন করে প্রতিটি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে আধিকারিকদের নিয়ে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বসালে এই সমস্যা হত না। কেন শুধু ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসারকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রারের সঙ্গেও দেখা করা হয়েছে। তাতেও সমস্যা মেটেনি। আগামীতে বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসককেও ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস।

> জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার গত অক্টোবর মাসে মারা যান। তারপর থেকে রাজ্য সরকার তাঁর জায়গায় কাউকে দায়িত্ব না দেওয়ায় ময়নাগুড়ির অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রারকে এই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছি।
>
> **পার্থসারথি চক্রবর্তী**
> রেজিস্ট্রার, জলপাইগুড়ি

হয়রানির শিকার

- গত অক্টোবর মাস থেকে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার নেই
- ময়নাগুড়ি অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রার পারিজাত রায় চৌধুরীকে জলপাইগুড়িতে গিয়ে সেই দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে
- সপ্তাহে পাঁচদিনের জায়গায় দু’দিন জমি রেজিস্ট্রি হচ্ছে ময়নাগুড়িতে
- ময়নাগুড়ির অনেকেই জমি কেনাবেচা না করতে পেরে বিপাকে পড়েছেন

জেলা শাসকের নির্দেশে কাজ

জল সমস্যা শুনতে গ্রামে বিডিও

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : পাইপলাইন থাকলেও পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না। আবার কোথাও পাইপলাইনই আজ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এমনই একাধিক সমস্যার কথা শুনলেন ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক। শনিবার সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোঁসাইহাট, পূর্ব মল্লিকপাড়া সহ নানা এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে খোঁজখবর নেন এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা, বিডিও সঞ্জয় প্রধান সহ প্রশাসনিক অন্য কর্তারা।

স্থানীয় বাসিন্দা তাপস রায়, শংকর রায়রা জানান, এলাকায় পাইপলাইন অনেক আগেই বসানো হয়েছে।

কিন্তু পরিষেবা না পেয়ে নলকূপ ও কুয়োর জল খেতে হচ্ছে তাঁদের। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সমস্যা নিয়ে ওয়াকিবহাল। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওই সমস্যা মেটেনি। এদিকে এদিন পরিদর্শনের পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, জেলা শাসকের নির্দেশের পরই গ্রামে পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে।

তবে, এর পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক নানা কাজে খামতির কথা তুলে ধরেছেন এবং দ্রুত তা মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। তারপরই জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে পুরসভা সমস্যা মেটাতে তোড়জোড় শুরু করেছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তারপরও কেউই সমস্যা মেটাতে এগিয়ে আসেনি। শুধু সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতেই নয়, ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে।

ধূপগুড়ির এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা বলেন, ‘কোথায় কোথায় জল পৌঁছাচ্ছে না এবং কোথায় পাইপলাইন থাকলেও সমস্যা হচ্ছে, সবটাই খোঁজ নেওয়া হয়েছে এবং জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।’

বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

স্কুলে মেডিকেল ক্যাম্প

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : পিএম শ্রী বিদ্যালয় কার্যাবলির অন্তর্গত নাগরাকাটার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘কমপ্রিহেনসিভ মেডিকেল ক্যাম্প’। শুক্রবার আয়োজিত হওয়া ওই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত ভাস্কর। এই শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ নীরোগ থাকার পরামর্শ দেওয়া। এছাড়া রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কেও বিশদে আলোচনা করা হয়। চিকিৎসকদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন ইএনটি, চর্মরোগ, দন্ত, চক্ষু বিশেষজ্ঞ সহ ফার্মাসিস্ট এবং যোগ প্রশিক্ষকরাও। স্কুলের ৩০৭ জন ছাত্রছাত্রী শিবিরে এসে উপকৃত হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্ণয় ও রক্তচাপ মাপার ব্যবস্থাও ছিল। বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ওষুধপত্র। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, ‘ভবিষ্যতেও এইরকম কর্মসূচি আয়োজনের প্রচেষ্টা জারি থাকবে।’

বিদায় সংবর্ধনা

ক্রান্তি, ৩০ নভেম্বর : মাল দক্ষিণ মণ্ডলের উত্তর হাঁসখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্যোতিপ্রসাদ দাস ও যোগেশচন্দ্র চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুশীলা ওরাওঁ তাঁদের কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণ করলেন। সুদীর্ঘ এই কর্মজীবনে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা। শনিবার বিদায় অনুষ্ঠানে চোখে জল অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রী সকলের। দুটি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঘরোয়াভাবে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

মিছিল

ময়নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : শনিবার বিকেলে ময়নাগুড়ি শহরে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে মিছিল করা হয়। বিধানসভায় পাশ হওয়া মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার দাবিতে মিছিল করা হয়। দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ফের দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয় মিছিলটি। অপরদিকে, এদিন ময়নাগুড়ি-২ ব্লকেও একই কর্মসূচি পালন করা হয়। হেলাপাকড়িতে মিছিল বের করা হয়। সংগঠনের তরফে বলা হয়, রবিবার একই দাবিতে ময়নাগুড়ি শহর এবং ময়নাগুড়ি-১ ব্লকের দোমোহনিতে এবং ময়নাগুড়ি-২ ব্লকের রোড চৌরঙ্গিতে ধর্নায় বসা হবে।

জেলার খেলা

জয়ী অগ্রগামী

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লিগে শনিবার অগ্রগামী সংঘ ১৫ রানে হারিয়েছে এবিপিসি-কে। অগ্রগামী ২৫ ওভারে ১০৯ রানে অল আউট হয়। প্রীতম রাউতের অবদান ৩৪ রান। ইন্দ্রনীল দাস ২৬ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ২৩.১ ওভারে ৯৪ রানে গুটিয়ে যায় এবিপিসি। প্রদীপ্ত চৌধুরী ২৩ রান করেন। ব্যাটিংয়ের পর বল হাতেও সফল হন অগ্রগামীর প্রীতম। ১০ রানে ৪টি উইকেট নেন তিনি।

ডামডিমের চাকলাবস্তিতে বৌদ্ধ গুম্ফার কাছে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। শনিবার।

চিতাবাঘ ধরা পড়ায় আতঙ্ক চাকলাবস্তিতে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৩০ নভেম্বর : জনবসতি এলাকার কাছে বিচরণক্ষেত্র তৈরি করেছে বন্যরা। চিন্তায় এলাকাবাসী। সূর্য ডুবতেই বাড়ির বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। রাস্তায় আলো নেই, কোনও বন্যপ্রাণী আচমকা চলে এলে প্রাণ বাঁচানোর উপায় থাকবে না। শনিবার মালবাজার ব্লকের ডামডিমের চাকলাবস্তিতে বৌদ্ধ গুম্ফার কাছে খাঁচাবন্দি হল একটি চিতাবাঘ। তারপর থেকে এলাকায় আতঙ্ক বেড়েছে। মাল বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের কর্মীরা চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন। সেটিকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণে রেখে কালিম্পং ডিভিশনের বুড়িখোলা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্কোয়াডের বিট অফিসার সোমবাহাদুর ছেত্রী বলেন, ‘ওই এলাকায় এদিন আমরা আবার খাঁচা পাতব। সেখানে এর থেকেও বড় চিতাবাঘ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।’

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ধরা পড়া চিতাবাঘটিকে ধরার জন্য খাঁচা পাতা হয়নি। মাসদুয়েক আগে ডামডিম গুম্ফার ওই রাস্তায় ঝোপের আড়ালে পাতা হয় খাঁচাটি। সেইসময় এলাকায় হানা দিয়েছিল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। এলাকাবাসীর গোরু, বাছুর, ছাগল ইত্যাদির ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। সেটিকে ধরতে পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে এদিনের চিতাবাঘটি। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় যাদব বললেন, ‘ভোরবেলা গুম্ফার পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়েছিলাম। তখন হঠাৎ চিতাবাঘের গর্জন কানে আসে। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় বনকর্মীদের।’

এদিকে, এরপর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের ধারণা, ওই এলাকায় আরও চিতাবাঘ থাকতে পারে। পাশাপাশি আবার কয়েকদিন ধরে চাকলাবস্তিতে একটি দলছুট হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতিটি এখনও পর্যন্ত কারও ক্ষতি না করলেও ভয়ে ভয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

তাঁদের কথায়, ধীরে ধীরে বন্যপ্রাণীদের জন্য নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এলাকাটি। যে রাস্তার পাশে চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হয়েছে, সেই রাস্তা ব্যবহার করে গুম্ফায় যাতায়াত করেন অনেক পর্যটক। কিন্তু এই পথে নেই কোনও আলোর ব্যবস্থা। রাতে সেখানে আলো জ্বললে অন্তত বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি দেখা যাবে। কিন্তু আলো না থাকায় পথচলতিদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

নিরাপত্তাহীনতা

- মাসদুয়েক আগে ডামডিম গুম্ফার ওই রাস্তায় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘকে ধরতে পাতা হয় খাঁচা
- কিন্তু শনিবার সেখানে ধরা পড়ে তুলনামূলক একটি ছোট চিতাবাঘ
- এলাকায় আরও কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী

জলস্বপ্ন নিয়ে বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য জমিজট ও বৈদ্যুতিক সংযোগের সমস্যা নিরসনে জোর তৎপরতা শুরু করল জেলা প্রশাসন। শনিবার নিজের অফিসে দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে জলস্বপ্ন নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন জেলা শাসক শামা পারভিন। প্রকল্প রূপায়ণে যেখানে জটিলতা রয়েছে, সেখানে দ্রুত কাজ শুরুর উপর জোর দিয়ে দপ্তরকে কড়া নির্দেশ দেন জেলা শাসক। অন্যদিকে, জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি সদর মহাকুমা শাসক তমোব্রত চক্রবর্তী সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি পঞ্চায়েতের আরাজি গড়ালবাড়ি এলাকা পরিদর্শন করেন।

হাতি-মানুষ সংঘাত ঠেকাতে বৈঠক

শ্রমিক মহল্লার মধ্যে দিয়ে করিডর

শুভ দত্ত

বিন্নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ডুয়ার্সে চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা কিংবা সেনাছাউনির এলাকার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে হাতির করিডর। এই করিডরগুলিতে হাতিদের কোনও সমস্যা কিংবা হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে উদ্যোগ নিল একটি বেসরকারি সংস্থা। স্ন্যাপ ফাউন্ডেশন নামের ওই সংস্থার উদ্যোগে এবং ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় শনিবার বিন্নাগুড়িতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ডুয়ার্সে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ১০টি হাতির করিডর রয়েছে। সেগুলোর বেশিরভাগই চা বাগান লাগোয়া। এছাড়া বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনি এলাকার ভেতর দিয়েও হাতিদের করিডর রয়েছে।

ফলে প্রতিদিনই চা বাগানগুলিতে হাতির দল ঢুকে পড়ছে। শ্রমিক মহল্লার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাতির সামনে পড়ে প্রাণহানি ঘটছে। পাশাপাশি হাতিদেরও ক্ষতি হচ্ছে। এইসব সমস্যার সমাধান খুঁজতে এদিনের কর্মশালার আয়োজন।

গরুমারা ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের এডিএফও রাজীব দে জানান, ডুয়ার্সের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড এলাকায় মোট তিনটি করিডর রয়েছে। যেগুলো দিয়ে হাতির দল সব থেকে বেশি যাতায়াত করে। রেতি থেকে মোরাঘাট, মোরাঘাট থেকে ডায়না এবং রেতি থেকে ডায়না পর্যন্ত তিনটি করিডর দিয়ে হাতির যাতায়াত বেশি। তিনি বলেন, ‘মূলত চা বাগান লাগোয়া এই করিডরগুলির কাছাকাছি এলাকায় এবং কিছু ক্ষেত্রে করিডরে অপরিকল্পিতভাবে শ্রমিক আবাস তৈরির জন্য হাতির যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়। এইসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।’ এদিনের আলোচনা সভায় চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বন দপ্তরের পরিকাঠামোগত উন্নতিকরণের বিষয় তোলা হয়েছে।

গয়েরকাটা চা বাগানের কর্তৃপক্ষের তরফে অলোক হাজরা বললেন, ‘বাগানে প্রায়ই হাতি ঢুকে পড়ে। নিয়মিত টহলদারির জন্য বন দপ্তরের পর্যাপ্ত কর্মী এবং গাড়ির প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময় বাগানে হাতি ঢুকে পড়লে বন দপ্তরে ফোন করলে দেখা যায়, কর্মীরা অন্য এলাকায় হাতির দল তাড়াতে ব্যস্ত রয়েছেন।’

স্ন্যাপের তরফে কৌস্তভ চৌধুরী জানান, মূলত হাতির তিনটি করিডরে লাগাতার হওয়া সমস্যার সমাধানে এদিনের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। মানচিত্রের আকারে করিডরগুলো চিহ্নিত করা হবে। এই বিষয়ে বন দপ্তরের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, ‘আগামীতে প্রতিটি চা বাগানে গিয়ে বিষয়গুলি দেখা হবে। পাশাপাশি আগাম সতর্কতার জন্য নতুন করে অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করার ভাবনা রয়েছে।’ এরই সঙ্গে বিন্নাগুড়ি, ডায়না রেঞ্জের পরিকাঠামোগত উন্নতি এবং আরও কয়েকটি নতুন রেঞ্জ তৈরির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানাবেন বলে তিনি জানান।

এদিনের কর্মশালায় বানারহাট ব্লকের ২৩টি চা বাগানের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বন দপ্তরের বিভিন্ন রেঞ্জের আধিকারিক, বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির অধিকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ভাঙল ৬টি বাড়ি

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : গ্রামে ঢুকে এক রাতে ৬টি শ্রমিক আবাস ধূলিসাৎ করে দিল হাতি। মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে দিশাহারা নয়া সাইলি চা বাগানের জঙ্গল লাইনের বাসিন্দারা। শুক্রবার গভীর রাতে বাগানটিতে ৬টি হাতি ঢুকেছিল। তারমধ্যে একটি হাতি দল থেকে বেরিয়ে হানা দেয় জঙ্গল লাইনে।

কাজে মগ্ন।। তিস্তার চরে শনিবার মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

আশানুরূপ নয় পদ্মের সদস্য সংগ্রহ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় বিজেপির সদস্যপদ সংগ্রহ আশানুরূপ না হওয়ায় দলের সাংগঠনিক বৈঠকে জেলা নেতৃত্বের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তী। শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের বিজেপির জেলা কার্যালয়ে নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। জেলায় সদস্য সংখ্যা দেখে উষ্মা প্রকাশ করেন। নভেম্বর মাসের মধ্যে দেড় লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বকে। সেই জায়গায় অর্ধেক সদস্য সংগ্রহ করতে পারেনি তারা। নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৪৬ হাজার সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিগত কয়েক মাস রাজ্যজুড়ে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। যার ব্যতিক্রম হয়নি জলপাইগুড়ি জেলা। দিনদশেক আগে ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বৈঠক করেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে। সেখানে তিনি বার্তা দেন, সদস্য সংগ্রহের জন্য বুথ স্তর থেকে বিশেষ অভিযানে নামতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারপরেও তেমন ভালো কাজ হয়নি। জেলার মধ্যে সদস্য সংগ্রহে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে নাগরাকাটা বিধানসভাকেন্দ্র। এখনও পর্যন্ত সেখানে মাত্র ২ হাজারের সামান্য কিছু বেশি সদস্য হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, যে বিধানসভা বিজেপির দখলে রয়েছে সেখানে সদস্য সংগ্রহ এত কম কেন? বিজেপি সূত্রে খবর, দিন দুয়েক আগে পর্যন্ত রাজগঞ্জ বিধানসভায় ৪ হাজার, মাল বিধানসভায় ৫ হাজার, ময়নাগুড়ি বিধানসভায় ৭ হাজার, সদর এবং ধূপগুড়ি বিধানসভায় ৯ হাজার করে সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডল কমিটিকে ১৫ হাজার সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হলেও অনেক জায়গাতে ভালো কাজ হচ্ছে না। বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত জেলায় ৬০ হাজার সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। আগামী ১৫ তারিখের মধ্যে আমরা এক লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করতে পারব।’

মিলল দেহ

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ঋণের কিস্তির টাকা ফেরত দেওয়ার দিন সকালে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সারদাপল্লি এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম গোপাল সরকার (৫৬)। পেশায় তিনি একজন টোটোচালক ছিলেন। মৃতের ছেলে হরিচরণ বলেন, ‘রাতে বাবার সঙ্গে টোটোর ব্যাটারির চার্জ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। মা বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শনিবার কিস্তির ১৩ হাজার টাকা জোগাড় হয়েছে কি না। তখন তিনি মাকে চিন্তা করতে বারণ করেন। এবং এও বলেন যে সকালে ঠিক টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে তিস্তার চরে ঝুলন্ত অবস্থায় বাবার দেহ পাওয়া যায়। ওই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে এক প্রতিবেশী দেহটি দেখতে পান। এরপর আমরা খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে বাবার দেহ দেখতে পাই।’ পুলিশ গিয়ে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়।

অ্যাথলেটিক্সে জাতীয় স্তরে রুপো স্বপ্নিলের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ৬৮তম স্কুল জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছে লখনউতে। আর সেখানেই ডিসকাস থ্রোতে রুপো জিতে জলপাইগুড়ির নাম উজ্জ্বল করল মালবাজারের বড়দিঘি হাইস্কুলের ছাত্র স্বপ্নিল। তার এই সাফল্যে খুশি পরিবার সহ জলপাইগুড়ি সাই এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সকলেই।

২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর গুরুগোবিন্দ সিং স্পোর্টস কলেজ, লখনউতে জাতীয় পর্যায়ের স্কুল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে সারাদেশের প্রায় পাঁচ শতাধিক অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করে। সেখানে অনূর্ধ্ব-১৭ (বালক) ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে স্বপ্নিল দত্ত। প্রতিযোগিতায় স্বপ্নিল ডিসকাস ছুড়েছে ৫১.১৬ মিটার। যা তার ব্যক্তিগত রেকর্ডের তুলনায় প্রায় ১.৪৫ মিটার কম। এই বিষয়ে তার বর্তমান কোচ তথা সাই প্রশিক্ষক ওয়াসিম আহমেদ বলেন, ‘এর আগে ও ১.২৫ কেজি ডিসকাস নিয়ে অনুশীলন করত। কিন্তু জাতীয় স্কুল মিটে স্বপ্নিলকে ১.৫০ কেজির ডিসকাস থ্রো করতে হয়েছে।’ নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে স্বপ্নিল যে সফল হতে পেরেছে তাতে খুশি তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান যে, ডিসেম্বর মাসে ভুবনেশ্বরে জুনিয়ার ন্যাশনাল গেমস আছে। সেখানেও ছাত্রের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি।

লখনউয়ে ভিকট্রি পোডিয়ামে মালবাজারের স্বপ্নিল দত্ত।

বড়দিঘি হাইস্কুলের ছাত্র স্বপ্নিলের অ্যাথলেটিক্স শুরু ওই স্কুলেই। সেখানকার প্রয়াত শিক্ষক সঞ্জয় সোমের হাত ধরে তার ডিসকাস থ্রো’র ময়দানে পথ চলা। স্কুলের নবম শ্রেণির এই ছাত্রের এই সাফল্যে অন্য শিক্ষকের সঙ্গে খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানও। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আবেগপ্রবণ গলায় বলেন, ‘স্বপ্নিলের এই সাফল্য এককথায় অভূতপূর্ব। ওর হাত ধরে আমাদের স্কুলের মুকুটে একটা পালক যোগ হল। আমাদের এই প্রত্যন্ত এলাকায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।’ ছেলের সাফল্যে খুশি স্বপ্নিলের বাবা সুবীর দত্ত। তিনি অবশ্য এর পেছনে মূল কৃতিত্ব দিতে চান স্বপ্নিলের প্রথম কোচ প্রয়াত সঞ্জয়কেই। তাঁর কথায়, ‘ছোট থেকে স্বপ্নিলের খেলাধুলোয় ঝোঁক। ওর ভেতরের প্রতিভাকে খুঁজে বের করে ওর হাতে ডিসকাস তুলে দেন সঞ্জয়। আজ উনি বেঁচে থাকলে আমাদের থেকেও বেশি খুশি হতেন।’ আপাতত লখনউ থেকে স্বপ্নিল কলকাতা হয়ে ভুবনেশ্বর যাবে। ওখান থেকে মালবাজারে ফিরবে। যদিও ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আর যেন তর সইছে না সুবীর এবং তাঁর পরিবারের। সেইসঙ্গে ভুবনেশ্বরে স্বপ্নিলের সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক জোড়ার অপেক্ষাতেও রয়েছেন তাঁরা। স্বপ্নিলের সাফল্যে খুশি জেলা ক্রীড়া সংস্থাও। সংস্থার তরফে উজ্জ্বল দাস চৌধুরী বলেন, ‘আমরা স্বপ্নিলের সাফল্যে গর্বিত। আগামীতে দেশের হয়ে ও পদক জিতুক এটাই আশা করব।’

১০
আরও প্রচ্ছদ :
শমিদীপ দত্ত ও অনিমেষ দত্ত

১১
ছোটগল্প : রূপক সাহা
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী, উদয়শঙ্কর বাগ, বিশ্বজিৎ মজুমদার, তাপস চক্রবর্তী, সৈকত পাল মজুমদার, সুকুমার সরকার, রণজিৎ সরকার ও সাগ্নিকা পাল

ছবি : সূত্রধর

চিঠি

এখন ফেসবুকের কল্যাণে আবার সবার মুখে চিঠি নিয়ে কথাবার্তা। চিঠি নিয়ে নানারকম লেখালেখি। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ডের দিন বহু যুগ আগেই শেষ মেল-হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে। শ্রীচরণেষু, ইতি--এসব শব্দও হারিয়ে যাওয়ার মুখে। এবারের প্রচ্ছদে চিঠি নিয়েই চর্চা।

কলম ও তার প্রেম ইতিবৃত্ত

যশোধরা রায়চৌধুরী

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি... (সুকুমার রায়)

ষাট-সত্তর দশক ছিল কাগজে-কলমে চিঠি লেখার দিনকাল। সব চিঠির সেরা চিঠি প্রেমপত্র আর তারপরেই আসল ঝগড়ার চিঠির। প্রেম ভাঙার চিঠির। যা পাবার পর ছাতে বহ্ন্যুৎসব করে পুড়িয়ে দিতে হয় আগের সব চিঠি।

সব সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক যশোপ্রার্থী ছোটবেলায় নিজের ও বন্ধুদের প্রেমপত্র লিখেই হাত পাকাতেন সচরাচর। প্রেমপত্র ডাকে না দিয়ে পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতচিঠি হিসেবে গুঁজে দিতে, লোক দিয়ে পাঠাতে, লাইব্রেরির বইয়ের ভাঁজে দিতে, পোস্ট বাক্সে নির্দিষ্ট সংকেত সময়ে ফেলে দিতে, গুটলি পাকিয়ে চিরকুট করে ছাতে ছুড়ে দিতে... আরও কতভাবে 'পৌঁছে দেওয়া' কার্য সমাধা হত তখন। পথে পথে বাধা হিসেবে মেসো পিসে মামা কাকা বাড়ির চাকররা থাকতেন। তবু পৌঁছে যেত। স্মার্টফোনের আগেকার সেইসব দিনের হাতের লেখা প্রজন্মের বিষাদ ও আনন্দ মেখে বসে থাকত তারা।

চিঠি মানেই একটা ব্যাপার। মুসাবিদা করা অফিসের দরখাস্ত, বাড়িতে বারবার লিখে ছিঁড়ে ফেলা পারিবারিক মনান্তরের দলিল দস্তাবেজ, মনোমালিন্যের ছাপ পড়া বন্ধুবিচ্ছেদের 'শেষ চিঠি' যা লিগাল মুসাবিদা বা ড্রাফটিং-এর চেয়ে কম কিচ্ছু নয়। কিন্তু যখন হাতেলেখা চিঠির যুগ ছিল তখন কাগজ আর কলমেরও যুগ। শার্লক হোমস বা প্রদোষ মিত্তিররা চিঠির কাগজ, কালির ধ্যাবড়ানো আর গড়িয়ে পড়া, সইয়ের কালির রং দেখে কত রহস্য সমাধান করতেন।

কলমের কথা উঠলে, পার্কার কলমের আভিজাত্যের গল্প বলব? নাকি সাধারণ পাঁচ সিকের কলম লিক করে কেরানির আপিসে পরে যাবার একমাত্র 'বুশশার্টের' পকেট ভিজে যাওয়ার আর সে পকেটে শক্ত সাবানের হলদেটে বার ঘষে হাত খইয়ে ফেলা কেরানির বৌয়ের গল্প? ট্রেনের হকারের ব্যবসাদারির চূড়ান্ত নমুনা, নিব কত ভালো প্রমাণ করতে হাতের আঙুলের কায়দা করে নিখুঁত টিপে কলমটা ছুড়ে দিত লোকাল ট্রেনের হলুদ সবুজ কম্পার্টমেন্টের গায়ে লাগানো বাদামি প্লাইবোর্ডের পাটাতন সাঁটা দেওয়ালে। সেই বর্শাফলকের মতো বিঁধে যাওয়া কলমের দৈবী ক্ষমতাসম্পন্ন নিব, তথাকথিত 'স্টেনলেস স্টিলের' নিব... বাড়ি এনে ব্যবহার করতে গিয়ে খাতায় ঠেকাতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

তখন তাকে কি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে? পেন হসপিটাল! ভাবা যায় এই নামকরণ? কলেজ স্ট্রিটে বিশাল বড় একটা নকল কলমের মূর্তি ছিল। কলম কেনা ও সারানোর দোকান 'পেন হসপিটাল'-এর দরজার বাইরে দাঁড় করানো।

হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে ইশকুল আপিস যেতে হবে না। কিন্তু এর পেছনে যে আছে প্রযুক্তি। ফাউন্টেন পেনের হাসপাতাল লাগত। খাগের কলমে লাগত না। ডট পেনেও না। সেসময়ে আমাদের ক্লাস ফোর থেকে কলম। থ্রি অব্দি পেন্সিল।

আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক পাশ করলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালো কলম উপহার পেত। তারও বহু আগে থেকে কলমের একটা এভোলিউশন ছিল। সরু কঞ্চি কেটে, খাগের কলম, পাখির পালকের কলম, কাঠের হাতলে লাগানো বিদেশি নিবের দাদুর আমলকার কলমের পর যখন ফাউন্টেন পেন এল, তা প্রায় হুঁকোর তামুক খাওয়া থেকে সিগারেটে উন্নয়ন। বিভূতিভূষণের লেখায় আছে হুঁকো আর সিগারেটের বিবর্তনের গল্প। হুঁকো সাজতে হয়। খেতে গেলে স্পেস টাইম দুই-ই লাগত। সিগারেট পকেটে নিয়ে ঘোরা যায়। ফস করে পকেট থেকে বার করে ফট করে ধরানো যায়। যখন খুশি খাওয়াও যায়। খকখক কেশে তুলসী চক্রবর্তীর মতো বলতে হয় না দিদি, দাও না একটা কুলি ডেকে আমি ততক্ষণ দুটো সুখটান দিয়ে নিই। আবার দু'টান দিয়ে সিগারেট পায়ে পিষে নিবিয়েও দেওয়া যায়। প্রকৃতই ইউজ অ্যান্ড থ্রো।

সেরকম, খাগের কলম বা কঞ্চি কেটে কলম করে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে, ছোট্ট দোয়াতে গুঁড়ো ভুসি নিয়ে যাও রে, জল মিশিয়ে ভুসিকে কালিতে রূপান্তরিত করো রে। এত্ত ঝামেলা নেই। ফাউন্টেন পেনে একবার কালি ভরো তা সারাদিন লেখা চলবে। হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে ইশকুল আপিস যেতে হবে না। কিন্তু এর পেছনে যে আছে প্রযুক্তি। ফাউন্টেন পেনের হাসপাতাল লাগত। খাগের কলমে লাগত না। ডট পেনেও না। সেসময়ে আমাদের ক্লাস ফোর থেকে কলম। থ্রি অব্দি পেন্সিল। সেইসব প্রথম-কলম-হস্তে দেবদেবীদের 'হাতেকালি মুখে কালি বাছা আমার লিখে এলি' অবস্থা আজ আর নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চার আনার পোস্ট কার্ডে (আমাদের প্রজন্মের ১৫ পয়সার পোস্ট কার্ড দিয়ে শুরু?) বন্ধুদের চিঠি লেখাও চালু। কারণ দীর্ঘ গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটির বন্ধুবিচ্ছেদ অসহ। কলমেই তো লিখতাম সেসব।

ক্লাস ফাইভ নাগাদ আমি নিজেই এক পেন হসপিটাল। আমার দেরাজওয়ালা টেবিল ছোট্ট থেকে পছন্দ। সেই রকম দেরাজ আমি নিজেই বানিয়েছিলাম ব্লক খেলার কয়েকটা বাক্স জুড়ে জুড়ে। আর তাতে থাকে থাকে ছিল আমার কলম, কালির বাক্স, চক, ব্লটিং পেপার, পেন্সিল, রাবার ও আরও নানা সরঞ্জাম।

কালির বাক্সের ওপর সঠিক বানানে সুলেখা লেখা থাকা চাই। সঠিক হল SULEKHA, ভুল বানান হল SULAKHA SHULAKHA SHOOLEKHA ... সেসব কালি দু'দিনে শুকিয়ে যায় বা পেনের ভেতর অক্কা পেয়ে গুটলি পেকে বসে।

এরপর দশের পাতার

সাহেবের গল্পে কিছু পত্রবোমা

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন হিটলার আর স্তালিনের ভিতর বন্ধু-বন্ধু খেলা শুরু হয় আর ২৩ অগাস্ট ১৯৩৯ সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তি। চমকে দিয়ে কথাটা হয়তো বা ভুল, দুনিয়ার উপর বজ্রপাতের উপর ফেটে পড়ে খবরটা। তার দু'দিন পরেই 'Anglo-Polish military alliance' লন্ডনে সই হয় যার মোদ্দা কথা হল গিয়ে বিরুদ্ধ কোনও শক্তি পোল্যান্ডকে আক্রমণ করলে (পড়ুন, জামানি) ইংল্যান্ড সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া যদি পোল্যান্ডকে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড কী করবে তা জানা নেই কারণ চুক্তিতে বলা নেই। পয়লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করা জামানির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা ব্রিটিশ নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থান নিয়েছিলেন। উইন্সটন চার্চিল অবধি ১৭ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পোল্যান্ডের ভূখণ্ডে ঢুকে

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েই সংবাদপত্রে একের পর এক চিঠি লিখে চলা পূর্ব ইউরোপের এক গবেষকের হাতে হঠাৎ এসে লাগে, 'রাশিয়ার চিঠি'। আর তার জীবন খানিকটা হলেও যায় বদলে। সেই চিঠিগুলো পড়বে বলে একসময় বাংলাও শিখে ফেলে সেই গবেষক, কলকাতায় থাকতে চলে আসে তল্লিতল্পা গুটিয়ে।

পড়ার পরও বলেছেন যে এই আগ্রাসন জরুরি ছিল; '... necessary for the safety of Russia against the Nazi menace'

সেই সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট, লন্ডনে থাকা নিউজিল্যান্ডীয় ডেভিড লো তাঁর একের পর এক কার্টুনে, ফ্যাসিস্ট-কমিউনিস্ট বন্ধুত্বের অসহনীয় পরিণামের কথা তুলে ধরেছেন। লো'র আঁকা একটি কার্টুন বিপুল খ্যাতি লাভ করেছিল। সেখানে স্তালিন আর হিটলার নিজেদের ভিতরে মধুর সম্ভাষণে রত আর ওই দুই নৃশংস নরঘাতীর পায়ের তলায় লুটোচ্ছে পোল্যান্ডের রক্তাক্ত অবয়ব। টিমোথি স্নাইডার-এর দুনিয়া কাঁপানো বই, 'Bloodlands : Europe Between Hitler And Stalin'-এর পৃষ্ঠায় পাই, হিটলার আর স্তালিনের মিলিত উদ্যোগে নাৎসি ও সোভিয়েত শাসনে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছিলেন বার্লিন আর মস্কোর ভিতরে। স্নাইডারের হাড়হিম করা বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে মৃত্যু-উপত্যকা বিস্তৃত ছিল মধ্য পোল্যান্ড থেকে পশ্চিম রাশিয়া। টানা বারো বছর ওই রক্তস্নাত ভূখণ্ডে গড়ে দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন প্রতি বছর, যাঁদের ভিতর অধিকাংশই, নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। স্নাইডারের গ্রন্থ মোতাবেক, 'They were victims of murderous policy, not casualties of war.'

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েই সংবাদপত্রে একের পর এক চিঠি লিখে চলা পূর্ব ইউরোপের এক গবেষকের হাতে হঠাৎ এসে লাগে, 'রাশিয়ার চিঠি'। আর তার জীবন খানিকটা হলেও যায় বদলে। সেই চিঠিগুলো পড়বে বলে একসময় বাংলাও শিখে ফেলে সেই গবেষক, কলকাতায় থাকতে চলে আসে তল্পিতল্পা গুটিয়ে। কিন্তু কে স্পনসর করবে তাকে?

নিজের মনে প্রশ্ন এলে, সে নিজেকেই বলেছিল, দরকার নেই স্পনসর। এ কি স্তালিন, হিটলারের কাছে যাচ্ছে নাকি? বন্ধু আসছে, বন্ধুর কাছে। আর সেই সাহেব এবং আমাদের শহরের মধ্যে সেতু হয়ে জেগে রইল সেই আশ্চর্য বই, 'রাশিয়ার চিঠি'।

সময়ে, এখানকার রাজনীতি আর জীবনযাত্রার হালহকিকত খানিকটা বুঝে যেতে, যে কোনও ঘটনায় তার মাথার মধ্যে 'রাশিয়ার চিঠি'র কয়েকটা পংক্তিই গুমগুম করে বাজতে শুরু করত...

'... আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এইরকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে... আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ। কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়...।'

পড়তে,পড়তে তার মনে পড়ত, এঙ্গেলস-এর বাবার মালিকানাধীন 'এরমেন অ্যান্ড এঙ্গেলস' মিল-এর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মার্কসও কি পারতেন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাতে?

কিন্তু এখন যখন পুঁজি অনেকটাই উৎপাদন থেকে পরিষেবার দিকে সরে গেছে, তখন আন্দোলনের নতুন রাস্তাই বা কী? কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে একজন শ্রমিক আজও স্লোগান দিতে পারেন অথচ রাত্রিদিন শোষিত হলেও একজন হোটেলের ওয়েটার বা প্রাইভেট হাসপাতালের কর্মীর যে সেই স্বাধীনতাটুকুও নেই?

কফি হাউসে গিয়ে কয়েকজন বন্ধু হয়েছিল, সাহেবের। তাদেরই একজনের থেকে সে শুনল, মাইক ডেভিস-এর 'প্ল্যানেট অফ স্লামস' বলে একটা বই আছে। সেই বইটাই নাকি এঙ্গেলস-এর 'দা কন্ডিশন অফ দা ওয়ার্কিং ক্লাস'-এর একটি নতুনতর সংস্করণ। কারণ গুয়াংডং বা সাংহাই-এর 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' বা 'সেজ'-এর সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ম্যানচেস্টার বা গ্লাসগোর অসম্ভব মিল।

তা হলে আগামী পৃথিবী কি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে? একদিকে কতিপয় বড়লোকের নিশ্ছিদ্র কাঁটাতারে ঘেরা অট্টালিকা আর অন্যদিকে কোটি-কোটি গরিবের 'মল-মূত্র-কফ'-এর পাহাড় হয়ে ওঠা বস্তি? মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত'রা কোথায় থাকবে সেদিন? যারা সেজ চায়, কিন্তু নন্দীগ্রাম চায় না, কর্পোরেটের চাকরি চায় কিন্তু বৃহৎ পুঁজির অনমনীয়তা চায় না, তারা কী করবে? বন্ধু প্রশ্ন করল তাকে।

এরপর দশের পাতার

চিটঠি আয়ি হ্যায়, আয়ি হ্যায়

অতনু বিশ্বাস

প্রিয় মানবিক বুদ্ধিমত্তা,

শেষ কবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিঠি লিখেছি, মনে করার চেষ্টা করি। শেষ চিঠি পেয়েছি প্রায় শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ আগে, ২০০০ সালের মাঝামাঝি। সেবার প্রায় মাসখানেকের জন্য গিয়েছিলাম কানাডার মন্ট্রিয়লে। সে সময় একটা চিঠি লিখেছিল আমার স্ত্রী। আবার আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছোট্ট সে তার জীবনের একমাত্র চিঠিটি লিখেছিল এর প্রায় এক দশক পরে। তার দিদিমাকে, যিনি তখন পা ভেঙে শয্যাশায়ী, কলকাতা থেকে প্রায় সওয়াশো কিলোমিটার দূরে। চিঠিটা লিখে মাকে পোস্ট করে দিতে বলে আমার মেয়ে। তার মা প্রথমে বলে 'আচ্ছা', তারপর তাকে ফোনে কানেক্ট করিয়ে দিয়ে বলে চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দিতে।

বুঝতে পারলাম যে আজ আর চিঠি নেই, নেই কোথাও। আমাদের খবরের ওয়েবসাইট আছে, মেসেজ আছে, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, ফোন আছে, আছে জুম, গুগল মিট বা হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলও। কিন্তু চিঠি আসার উচ্ছ্বাস হারিয়ে গিয়েছে জীবন থেকে। হয়তো বা হারিয়েছে চিঠি লেখার মনটাও। 'অফিশিয়াল' যোগাযোগের বৃত্তের বাইরে কাগজে-কলমে ব্যক্তিগত পত্র লিখিনি, পাইনি দীর্ঘদিন। যে পত্রলেখার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে পেলব স্নেহ, দুর্বার আবেগ। শ্রীচরণেষু, প্রিয়তমাসু, কল্যাণীয়াসু, কিংবা অন্য কিছু, সম্বোধনটা যেমনই হোক না কেন। চিঠি মানে তো শুধু খবর নয়, তার চাইতে অনেকটা বেশি কিছু। এলোমেলো হস্তাক্ষর-খানিক কাটাকুটি- এসব সেখানে শব্দের সঙ্গে শব্দ বুননের রঙিন সুতো। আজ আমরা ই-মেল পাঠাই, কিন্তু তাতেও ব্যক্তিগত কথোপকথনের পরিমাণ কমছে দ্রুত। যোগাযোগ হয়ে উঠছে সর্বত্রগামী। এবং তাৎক্ষণিক। কিন্তু কল্পনার রসদ সেখানে বড্ড কম। রানুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'পদ্মার ধারের হাঁসেদের... ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।' মায়ায় মাখামাখি হলদে খামে পোরা শ্রান্ত বিকেলের রঙের- ডানা-ভরা কলমের- বড়ই অভাব আজ।

চিঠিই কখনও হয়ে ওঠে কবিতা, তা সে শরৎবাবুকে লেখা হোক কিংবা হোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রিয়তমার উদ্দেশে। আবার চিঠি নিটোল গল্পও হয় বৈকি। তাতে মৃণালের কথা থাকুক, বা থাকুক রসময়ীর রসিকতা। চিঠি কখনও নির্মাণ করে উপন্যাসের কাঠামোও। 'শেষের কবিতা' তো শেষের চিঠি বটেই। আবার চিঠির পিঠে চিঠি ভর করে গড়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র উপন্যাস-শৈলী, নাম 'এপিস্টোলারি নভেল'। উপন্যাসের প্লটের মধ্যে চিঠি গুঁজে এর উৎপত্তি, নাকি নানাজনের চিঠিজুড়ে এর উদ্ভব, সে নিয়ে যদিও মতভেদ রয়েছে। এ শৈলী প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। পরবর্তীকালে এই স্টাইলে বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন স্যামুয়েল রিচার্ডসন, মন্টেস্কু, রুশো, দস্তয়ভস্কি, জেন অস্টেন, বালজাক। মেরি শেলির 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'ও এই রীতির অনুকরণে। হাল আমলে এই তালিকায় থাকবে স্টিফেন কিং-এর 'কেরি'। চিঠি লেখা ভুলতে বসলে কী করে রসাস্বাদন সম্ভব এসবের? বা কীভাবে নির্মাণ হবে তেমন ধারা নতুন সাহিত্যের?

চিঠির সংকলনই কখনও হয়ে ওঠে চমৎকার সাহিত্য- যাকে বলে পত্রসাহিত্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এলাহাবাদ জেলে বন্দি এক বাবা যখন মুসৌরিতে থাকা মেয়েকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের পাঠ দিতে লেখেন পত্রগুচ্ছ, তাই হয়ে ওঠে দুনিয়ার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ। আবার অনেকাংশে পদ্মার বোট থেকে ভাইঝিকে লেখা ভবিষ্যৎ নোবেলজয়ী কবির 'ছিন্নপত্র'র গুচ্ছের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূর। এর ভূমিকায় ভাইঝি ইন্দিরাকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''...তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনও লেখায় হয় নি।'' ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রের হাতে মুক্তি পেল অনিন্দ্যসুন্দর চলিত বাংলা, তৈরি হল ভবিষ্যতের বাংলা গদ্যের ভিত।

এরপর দশের পাতার

উপন্যাসের প্লটের মধ্যে চিঠি গুঁজে এর উৎপত্তি, নাকি নানাজনের চিঠিজুড়ে এর উদ্ভব, সে নিয়ে যদিও মতভেদ রয়েছে। এ শৈলী প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। পরবর্তীকালে এই স্টাইলে বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন স্যামুয়েল রিচার্ডসন, মন্টেস্কু, রুশো, দস্তয়ভস্কি, জেন অস্টেন, বালজাক।

শূন্য ডাকবাক্সে সুপারহিট চট্টগ্রামের চিঠি

শমিদীপ দত্ত ও অনিমেষ দত্ত

‘চিটঠি আয়ি হ্যায় আয়ি হ্যায়, চিটঠি আয়ি হ্যায়..’ থেকে ‘তোমাকে না লেখা চিঠিটা ডাকবাক্সের এক কোণে...’ -এর যুগ পেরিয়ে ই-মেল, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপের জমানা। চিঠির চল প্রায় অবলুপ্ত। শুধুই নস্টালজিয়া।

তবে ছবিটা হঠাৎ যেন বদলে গিয়েছে ইদানীং। বাঙালি আবার চিঠি লিখছে। তবে এ চিঠি লিখতে কাগজ, কলম, খাম কিংবা পোস্ট কার্ডের প্রয়োজন নেই। মুঠোফোন কাফি হ্যায়। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়েছে একটি অ্যাপ ‘চিঠি ডট মি’। আর তাতেই মজেছে ১৮-৮০ সব বয়সের নেটনাগরিকরা। সব চিঠি পোস্ট করা হচ্ছে ফেসবুকে।

হঠাৎ কোথা থেকে এল এই চিঠি নামক অ্যাপ? কে-ই বা বানাল? সেটাও চমকে দেয়।

বাংলাদেশের এক তরুণ শৈশব অবস্থায় দেখেছিলেন, পরিবারের সকলে চিঠির মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনিও ভিড়ে যান দলে। অপরিণত হাতে ভাই, বোনকে চিঠি লেখা শুরু। তারপর পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। সেই ছেলেটাই দেড় দশক পরে চিঠি ফিরিয়ে আনল অ্যাপের মাধ্যমে। শাজিদ হাসান। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। চিঠি ডট মি-এর জনক।

তাঁর কথায় পরে আসছি। আগে আমাদের দিকে তাকানো যাক।

বাঙালি অ্যাপে চিঠি লেখায় মজলেও বাস্তবে এই অভ্যাস প্রায় অবলুপ্ত। সেই হিসেবে ডাকঘরগুলোয় কাজ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবটা কি তাই? বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিলিগুড়ির কথাই ধরা যাক। শহরের প্রত্যেকটি ডাকঘরের কর্মীরা একসুরে জানাচ্ছেন, ব্যক্তিগত চিঠি লেখার বিষয়টি অনেক কমে গিয়েছে। তাতে ডাকঘরের কাজ বিন্দুমাত্র কমেনি। ডাকঘর এখন মূলত সরকারি চিঠি আদানপ্রদানের মাধ্যম।

শিলিগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার মনোজকুমার দাস বলেই দিলেন, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, এমনকি পাসপোর্টের ডেলিভারি চলছে ডাকঘরের মাধ্যমে। তবে ব্যক্তিগত চিঠি প্রায় উধাও।

এখন ডিজিটাল যুগে পুনশ্চ, ইতি কিংবা শ্রীচরণেষু লেখার প্রয়োজন পড়ে না। ডাকবাক্সেও

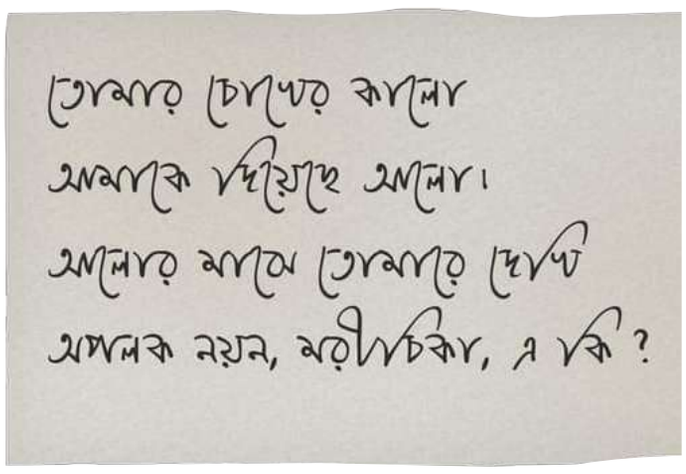

তেমন জমা পড়ে না পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড, খাম। মনোজবাবুর হিসেব, মাসে ইনল্যান্ড বিক্রি হয় ২০০ থেকে ২৫০। পোস্ট কার্ড ১০০০। খাম ৪০০ থেকে ৫০০। এগুলো ব্যবহার করেন মূলত বয়স্করা। কেউ কেউ বাচ্চাদের চিঠি লেখানো অভ্যাস করান পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড দিয়ে। কুড়ি বছর আগের হিসেব শুনবেন? ইনল্যান্ড বিক্রি হত মাসে ১০ হাজার, পোস্ট কার্ড ৫ থেকে ৬ হাজার। খাম ৪ থেকে ৫ হাজার।

লাল ডাকবাক্সের ছবি কেমন?

শিলিগুড়ির রাস্তায় বর্তমানে ২৮টি ডাকবাক্স রয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি সচল। ১৫ বছর আগেও দিনে ৩০০-৩৫০ চিঠি সংগ্রহ করতেন সমাপ্তি ঘোষ। এখন সেই সংখ্যা গড়ে ৪০ থেকে ৪৫-এ এসে ঠেকেছে। সমাপ্তির কথায়, ‘শুধুমাত্র যখন পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় থাকে, তখন দিনে ১৫০-২০০টা চিঠি সংগ্রহ করি।’

এমন বিষণ্ণতার মাঝে বাংলাদেশি তরুণের সৃষ্টি অন্য চটকের।

কয়েকবছর আগে ‘ব্যাটনেম’ (ব্যাটম্যান লোগো জেনারেটর) বানিয়ে অল্প বয়সে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলেন শাজিদ। সেই তিনি হঠাৎ বানিয়ে ফেলেন চিঠি। বর্তমানে যোগাযোগের একাধিক মাধ্যম থাকলেও শৈশবের সেই চিঠি লেখার অভ্যাস শাজিদের কাছে আজও রঙিন। ফোনে বললেন, ‘আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যতই মেসেজ করি না কেন চিঠি লেখার ব্যাপারটাই অন্যরকম। একটু ভেবে মনের কথা লিখতে পারার মজাটাই আলাদা।’

শিলিগুড়িতে মাসে ইনল্যান্ড বিক্রি হয় ২০০ থেকে ২৫০। পোস্ট কার্ড ১০০০। খাম ৪০০ থেকে ৫০০। ব্যবহার করেন মূলত বয়স্করা। কুড়ি বছর আগের হিসেব শুনবেন? ইনল্যান্ড বিক্রি হত মাসে ১০ হাজার, পোস্ট কার্ড ৫ থেকে ৬ হাজার। খাম ৪ থেকে ৫ হাজার।

শাজিদ একদম শুরুতে ভাবেননি তাঁর বানানো অ্যাপ দু’পারের বাঙালির কাছে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। বললেন, ‘অ্যাপটা বানিয়ে কলেজের সিনিয়ার দুই দিদিকে পাঠিয়েছিলাম। ওঁদের খুব ভালো লাগে। তারপর আস্তে আস্তে কীভাবে যে এতটা ছড়িয়ে পড়ল, তা বুঝে ওঠা কঠিন।’

ব্যক্তিগত চিঠি থাকবেই বা কেমন করে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি মানুষ আরও ব্যক্তিগত। ভাবনা, প্রেম, বিরহ, আনন্দ সহ যাবতীয় অনুভূতি এখন সেকেন্ডে ব্যক্ত করার জন্যে রয়েছে বহু মাধ্যম। আর সেখানেই হঠাৎ উঁকি দিয়েছে শাজিদের চিঠি।

তবে এই বেনামি মেসেজিং অ্যাপের ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। বেশ কয়েকবছর বছর ধরে হাশআপ, সারাহা কিংবা এনজিএলের মতো অ্যাপে একই পরিষেবা মিলছে। বাঙালিরাও সেই সমস্ত অ্যাপ ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও চিঠির বিশেষত্ব আলাদা।

প্রথমত, নামে। চিঠি শব্দটির সঙ্গে বাঙালি যতটা একাত্ম বোধ করে, বাকি অ্যাপের নামের সঙ্গে তেমনটা নয়। দ্বিতীয়ত, টেমপ্লেট। চিঠি ডট মি-তে কাউকে বেনামে কিছু লিখলে যে টেমপ্লেটগুলিতে লেখা ভেসে ওঠে, সেগুলি বাস্তব চিঠির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। একটি টেমপ্লেট রুল টানা খাতার মতো। টাইপ করলেও যেন মনে হবে হাতে লেখা। আরেকটি টেমপ্লেট আসল চিঠির সেই হলদেটে রংয়ের অনুভূতি দেয়। ফন্টও অনেকটা আপন। এতেই বাজিমাত করেছে ডিজিটাল চিঠি।

শাজিদ বাঙালি। তাই অ্যাপটি বাঙালিকেন্দ্রিক রাখতে চান। আগামীদিনে আপডেট করে নতুন থিম আনার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। বলছিলেন, ‘ইদ, দুর্গাপুজোয় সময়োপযোগী থিম আনার ইচ্ছে রয়েছে। যাতে বাঙালি আরও বেশি করে কানেক্ট করতে পারে।’

কানেক্ট তো বাঙালি ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে আসার মাধ্যমেও করত। সেই দিনগুলো তো আর নেই।

একদিকে ডাকবাক্সে চিঠির সংখ্যা তলানিতে, অন্যদিকে বাঙালি মজে ডিজিটাল চিঠিতে। আর সেখানেই বাজছে বিপদঘণ্টাও। চট্টগ্রামের চিঠি জনপ্রিয় হওয়ার কিছুদিন বাদেই নেটপাড়ায় সেই বিপদ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঠিক কেমন বিপদ? কেউ লিখছেন এই ধরনের বেনামি মেসেজিং অ্যাপের রোজগারের মূল রাস্তা ব্যবহারকারীদের তথ্য এবং মেসেজিং প্যাটার্ন ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করা। আবার কেউ লিখছেন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা।

বিশেষজ্ঞরাও এই ধরনের অ্যাপের ব্যবহার নিয়ে খানিকটা সন্দিহান। বেঙ্গালুরুর আচার্য ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির মাস্টার্স অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বিভাগীয় প্রধান তথা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট রত্নকীর্তি রায় দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। একটি টেকনিকাল। দ্বিতীয়টি সামাজিক।

সামাজিক বিপদের দিকটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘আমার এক মহিলা ফেসবুক ফ্রেন্ড অ্যাপটি ব্যবহার করছিলেন। তাঁর কাছে অজস্র বেনামি চিঠি আসে। বেশিরভাগ মেসেজে তাঁর শরীর নিয়ে কদর্য ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর ফলে ওই মহিলা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন।’

চিঠিতে যেমন প্রেম নিবেদন চলছে, মনের কথা চালাচালি হচ্ছে, তেমনই আবার বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দেশে উড়ে আসছে কটূক্তি। প্রেরক বেনামি হওয়ায় তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

টেকনিকাল বিষয়টিও সমানভাবে উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন রত্নকীর্তি। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা গুগল কিংবা মেটার কাছেও নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে রেখেছি। তবে এরা অনেক বড় কোম্পানি। মালিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কিছু উনিশ-বিশ হলে তারা জবাবদিহি করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বানানো অ্যাপের অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ব্ল্যাকমেলিংয়ের ভয়ও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’

যাঁরা চিঠি ব্যবহার করছেন, তাঁরা যেন এর যাবতীয় টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পড়ে তারপর ব্যবহার করেন, এমনটাই উপদেশ দিয়েছেন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টরা।

অ্যাপটিকে ঘিরে সংশয়, বিতর্ক চলবে। তবে এ মুহূর্তে গোপন ক্রাশকে মনের কথা ব্যক্ত করা কিংবা কাউকে শাপশাপান্ত করার মাধ্যম চিঠি। কে লিখছে, নাম জানার উপায় নেই। আর এটাই এখন বাংলার ট্রেন্ড।

একসময় প্রেমিকাকে লেখা চিঠিটা গোপনে হাত বদলে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যেত ঠিক। কখনও আবার অজান্তেই রানাররা হয়ে উঠতেন প্রেমের বার্তাবাহক। তবে সুকান্তের কলম আর হেমন্তের কণ্ঠ আর নেই। চিঠি এখন আঙুলের স্পর্শে। শুধু রাস্তায় রাস্তায় এখনও কিছু লাল ডাকবাক্স পড়ে আছে।

কিছু পত্রবোমা

নয়ের পাতার পর

সাহেব ততদিনে বেশ ভালোই বুঝতে পারে বাংলা। তাই হয়তো ওই প্রশ্ন শুনেই তার মাথায় খেলে গেল একটা পংক্তি... ‘সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে- কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।’ সেই ‘রাশিয়ার চিঠি’ থেকেই।

একা হতে হতে চারপাশের জনসমুদ্রে থেকেও প্রত্যেকে যেন এক একটা বিচ্ছিন্ন নো-ম্যানস আইল্যান্ডে সেঁধিয়ে রয়েছে। আর এইভাবে থাকতে থাকতে কখন যেন নিজেকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে। অন্য মানুষের মধ্যে নিজের আয়না দেখছে। হয়তো বা নিজের প্রতি আক্রোশবশত আর একজনকে খুন করতে বা আরেকজনের প্রতি নৃশংস হতে হাত কাঁপছে না।

এই যে শত্রুকে আপ্যায়ন করা এটাই তো একসময়ে আমাদের বাংলার ও গোটা ভারতবর্ষের রীতি ছিল। আজ এইসব গল্পকথা মনে হয়। শত্রুতা মানেই ধ্বংস করে দেওয়া, সমূলে বিনাশ করে দেওয়াটাই যেন আজকের নীতি। অথচ দ্বৈপায়ন হ্রদের ভিতর যখন যুদ্ধে বিধ্বস্ত, আহত দুর্যোধন লুকিয়ে ছিলেন, যুধিষ্ঠির তার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন- পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যে কোনও একজনকে যুদ্ধে হারিয়ে সিংহাসন পুনর্দখল করতে। দুর্যোধন যদি গদাযুদ্ধের জন্য নকুল সহদেবের মধ্যে একজনকে বেছে নিতেন? অথবা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেই? তা হলে তো মহাকাব্যের জয়-পরাজয়ের চিত্রটাই পালটে যেত। খলনায়ক হলেও বীরধর্মে বিশ্বাসী দুর্যোধন ভীমকেই গদাযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

চিঠিও কি তাই করে না? যার সঙ্গে তর্ক করে সুখ হবে মনে তাকেই লিখব চিঠি। উত্তরে সেও দেবে পত্রবোমা।

সব বোমার ভিতর বারুদ থাকে না মোটেই। কিংবা থাকে। অন্যরকম বারুদ। ‘রাশিয়ার চিঠি’র ভিতর যেমন ছিল। নইলে পূর্ব ইউরোপের সেই সাহেব, কলকাতায় অতদিন কাটিয়ে গেলেন কেন?

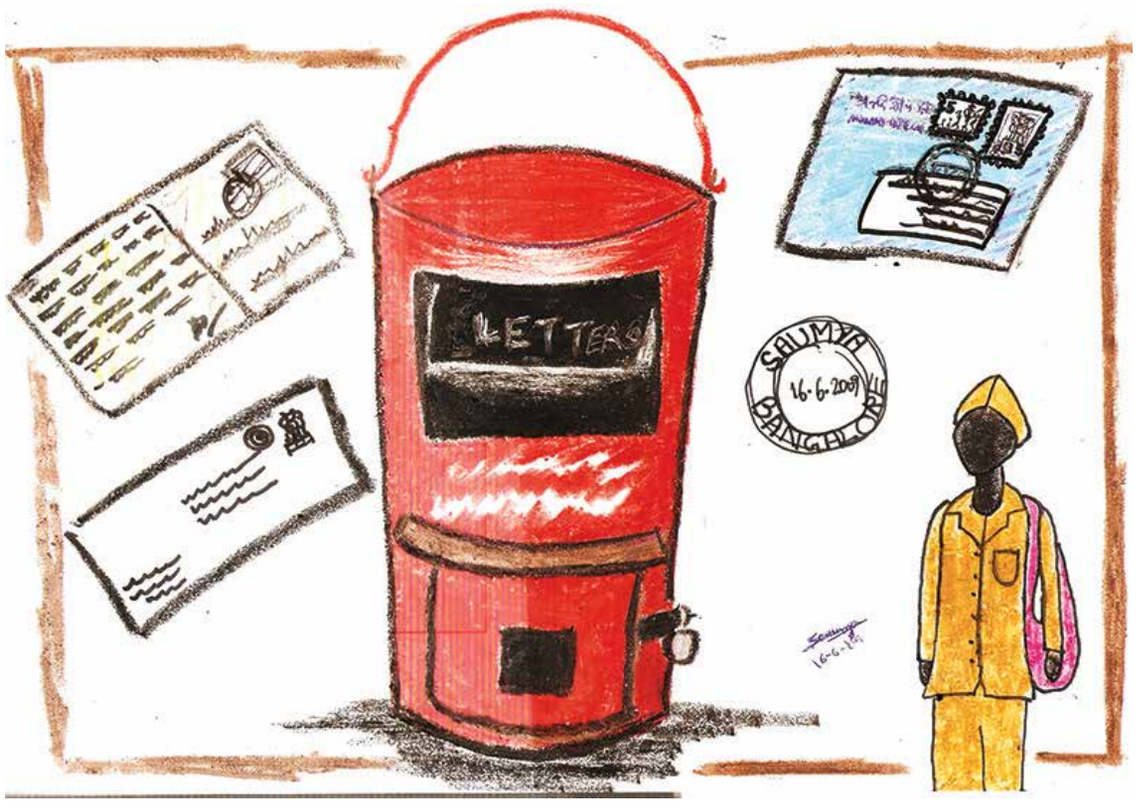

দুর্যোধন যদি গদাযুদ্ধের জন্য নকুল সহদেবের মধ্যে একজনকে বেছে নিতেন? অথবা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেই? তা হলে তো মহাকাব্যের জয়-পরাজয়ের চিত্রটাই পালটে যেত। খলনায়ক হলেও বীরধর্মে বিশ্বাসী দুর্যোধন ভীমকেই গদাযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। চিঠিও কি তাই করে না?

চিটঠি আয়ি হ্যায়

নয়ের পাতার পর

আবার প্রেমপত্রও কখনও অমর সাহিত্য হয়ে ওঠে। যেমন ফ্যানি ব্রাউনকে লেখা কিটস-এর চিঠি, লউ অ্যান্দ্রিয়াস সালোমে-কে লেখা রাইনার মারিয়া রিলকের চিঠি, কিংবা চেক সাংবাদিক মিলেনা জেনেস্কা-কে লেখা ফ্রাঞ্জ কাফকা-র চিঠি।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের পত্রগুচ্ছের কথাও বলতে হবে বৈকি। তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত হই যে হেমিংওয়ের সঙ্গে, পত্রগুচ্ছের তরুণ হেমিংওয়ে তার চাইতে এক ভিন্ন, সমৃদ্ধতর, আর কোমল ব্যক্তিত্বের মানুষ। হেমিংওয়ে কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে তাঁর স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি চান না তাঁর চিঠিপত্র প্রকাশিত হোক। তাঁর পুত্র প্যাট্রিক অবশ্য বলেছেন যে এই চিঠিগুলি লেখক-সম্পর্কিত ধারণাকে বদলে দিতে পারে।

পঁচিশ নম্বর মধুবংশীর গলির জানলা গলিয়ে চিঠি দিতে গিয়ে পিওন কাশে, একটু জানানি হিসেবে। চিঠির সঙ্গে বার্তাবাহকও তাই গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়। সে রানার হোক কিংবা কবুতর। যিশুর জন্মের পাঁচশো বছর আগে ফেইডিপিডিসকে পাঠানো হয় স্পার্টায়। এথেন্স থেকে স্পার্টা পর্যন্ত চল্লিশ কিলোমিটার দৌড়ান তিনি ম্যারাথনের যুদ্ধের খবর দিতে। সে গল্প আমাদের জানা। যুদ্ধের ফলটা কী হয়েছিল তার চাইতেও কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ফেইডিপিডিস-এর দৌড়টা। কিংবা সেই যে সুদূর অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকহরকরার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক টুকরো মেঘকে। মেঘ, তার যাত্রাপথ সেখানে বিরহী যক্ষ কিংবা তার বিরহিণী প্রিয়ার অভিব্যক্তির চাইতে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেড় হাজার বছর পরেও জোড়াসাঁকোর বাঙালি কবি রবিবাবুকে উদ্বুদ্ধ করে চলবে যক্ষের বিরহে মেঘের সেই দৌত্যের গল্প।

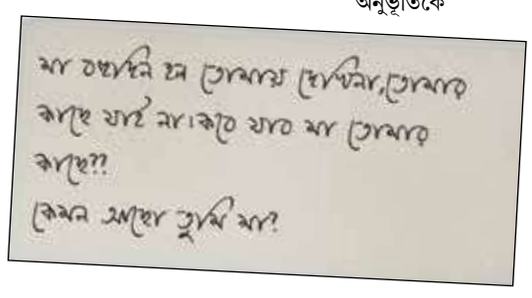

সেই যে সুদূর অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকহরকরার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক টুকরো মেঘকে। ... দেড় হাজার বছর পরেও জোড়াসাঁকোর বাঙালি কবি রবিবাবুকে উদ্বুদ্ধ করে চলবে যক্ষের বিরহে মেঘের সেই দৌত্যের গল্প।

তবু, আইসিইউ-তে ঝিমিয়ে থাকা চিঠি লেখার অভ্যাসকে বাঁচানো কি আদৌ সম্ভব? এটাই প্রধান প্রশ্ন আজ। এ বিষয়ে অবশ্যই উল্লেখ্য অস্ট্রেলীয় লেখক, শিল্পী ও ফোটোগ্রাফার রিচার্ড সিম্পকিন-এর কথা। সিম্পকিন অনুভব করেন যে চিঠি লেখা এখন হয়ে উঠছে অতীতের বিষয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন রিচার্ড- লিখেছিলেন এমন মানুষদের যাঁদের তিনি মনে করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রেক্ষিতে কিংবদন্তি। অনেকের কাছ থেকে উত্তরও পেয়েছেন তিনি। ২০০৫-এ ‘অস্ট্রেলিয়ান লেজেন্ডস’ শীর্ষক একটি বইতে তিনি লেখেন তাঁর চিঠি লেখার অভিজ্ঞতার কথা, সঙ্গে সেই চিঠিগুলো। এরই সূত্র ধরে ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনটিকে ‘বিশ্ব চিঠি দিবস’ হিসেবে চালু করার উদ্যোগ নেন সিম্পকিন। হাতে লেখা চিঠি পাওয়ার আনন্দ বা কাগজে-কলমে চিঠি লিখে খামে পুরে পাঠানোর অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। সিম্পকিন নিজেই এখন একজন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি। তিনি এখন যান স্কুলে স্কুলে, আয়োজন করেন চিঠি লেখার কর্মশালার, যাতে এই সুন্দর অথচ মৃতপ্রায় শৈল্পিক ধরনকে রক্ষা করা যায়। সম্মান জানানো যায় হাতে-লেখা চিঠিকে।

তবু, চ্যাটজিপিটি-উত্তর দুনিয়ায় হাতে-লেখা চিঠি কি টিকে থাকতে পারবে? কোনও রবিকা কি তাঁর ভাইঝির জন্য লিখতে পারবে আর একটা ছিন্নপত্র? সেটা কি সম্ভব এই একুশ শতকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিধৃত দুনিয়ায়?

ইতি-

প্রেম ইতিবৃত্ত

নয়ের পাতার পর

আসল কোয়ালিটি আইসক্রিমের বানান শেখার মতো তাই আসল সুলেখার বানানও শেখা হত। নকল আইসক্রিমের মতো নকল কালিও নর্দমার জলে বানানো নাকি, কে জানে?

কালির প্রাত্যহিক ব্যবহার্য যেটা, সেটার রং সচরাচর ব্লু ব্ল্যাক। অন্যথায় শখের কালিগুলো হল রয়্যাল ব্লু, ব্ল্যাক বা সবুজ, বেগুনি। লাল নৈব নৈব চ। ওটা শুধু মাস্টারদের জন্য। সত্যজিৎ রায়ের বর্ণনায় আসন্ন সন্ধের আকাশ রয়্যাল ব্লু থেকে ক্রমশ ব্লু ব্ল্যাক হয়ে এসেছে, এই বিবরণ পড়েছি। মনে দাগ কেটে আছে। কালি কবে প্রথম ওয়াটারপ্রুফ এল কে জানে। তার আগে তো কালিতে লেখা চিঠি বর্ষার জলে ভিজে লেখা উড়ে বাড়িতে পৌঁছাত। কত জলেভেজা দোমড়ানো প্রেমপত্র নিয়ে আমরা পাঠোদ্ধার করার চেষ্টায় হাবুডুবু খেতাম তখন। এই বর্ষাপ্রবণ বাংলায় বারে বারেই প্রেমিক-প্রেমিকাদের এসব দুর্দশা ভুগতে হত।

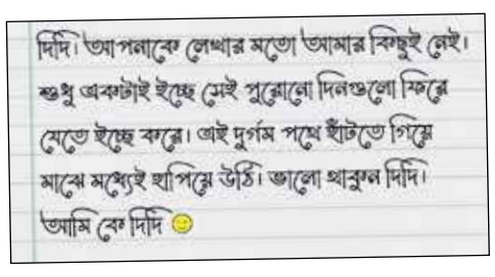

পেন হসপিটালে আমার উপকরণের আর একটি বস্তু ছিল ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো। কালি পোঁছার। পরিবর্তে মাথার চুলেও লিক করা কলম মুছে নেবার চল ছিল। আর ছিল টুকরো ব্লেড। নিবের মধ্যখানের চেরা জিভে কালির অশ্মীভবন হলে তা চেঁচে তুলে কালি চলাচলের রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে হত। আমার দাদুর রাজাবাজারের বাসাবাড়ির একতলার বৈঠকখানায় সুবিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বিশাল ব্লটিং প্যাড পাতা থাকত। আর মসিদান ও হাতলে লাগানো ব্রিটিশ নিবের কালিতে ডুবিয়ে লেখা কলম।

সেসময়ে ইশকুলে ফাউন্টেন পেন আটকে গেলে কালি ছুড়ে খাতার পাতা ছিটে ছিটে দাগে চিত্রিত করতাম আমরা। বহু ক্ষেত্রে সামনের সারিতে বসা সহপাঠীর সাদা শার্টের পিঠের দিক চিত্রবিচিত্র হত। কালিলাঞ্ছিত সেই জামা কাচার সময়ে মায়েদের হাতের নড়া খুলে আসত।

প্রেমপত্র বিষয়ের কেলেঙ্কারির গল্প বলে শেষ করি। বান্ধবীর প্রেমিকের চিঠি আসার জন্য নিজের ঠিকানা দিয়েছিলাম। এমন তখন হত হামেশাই। বান্ধবী বাড়ির লোকের সন্দেহ না জাগাতে আমার নাম ও ঠিকানায় চিঠি দিতে বলেছিল বয়ফ্রেন্ডকে। আমি কয়েকবার সৎভাবে দৌত্য করেছিলাম। চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলাম বান্ধবীকে। তারপর প্রেমপত্র পড়ার প্রবলতম কৌতূহল সামলাতে না পেরে সন্তর্পণে জল দিয়ে আঠা তুলে চিঠি পড়ে আবার আঠা দিয়ে লাগালাম। একবার করলাম, দু’বার করলাম। তৃতীয়বার বান্ধবী বুঝে ফেলল আমি ওর চিঠি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। রেগে গেল। কিছু বলল না। কিন্তু সেই ছেলেবন্ধুকে বলে দিল আমার বাড়িতে আর চিঠি না পাঠাতে।

তার বহু পরে, ছেলেবন্ধুটির সঙ্গে ওর প্রেম ভেঙে যাওয়ার বহু বছর পরে এ কথা আলোচনা করে আমরা হেসেওছি। আমাদের দুই বান্ধবীর মধ্যে দহরম-মহরম এখনও অব্যাহত... পৃথিবীর এই এক আয়রনি!

উত্তরণ

রূপক সাহা
আঁকা : অভি

দরজাটা খুলে দিয়েই সরমা সোজা কিচেনের দিকে চলে গেল। এক পলক তাকিয়ে অখিলেশ বুঝতে পারলেন, বাড়িতে অশান্তি হয়েছে। না হলে প্রতিদিনের মতো সরমা জিজ্ঞেস করত, ‘এত দেরি হল কেন গো ?’

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি... সন্ধে ছ’টায় ফিরে এলেও সরমা একই প্রশ্ন করে। সরকারি অফিস থেকে অবসর নেওয়ার পর অখিলেশ জয়েন করেছেন একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে। অফিস সেই সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরে। বজবজে গঙ্গার ধারে চারটে বড় টাওয়ার তোলার কাজ চলছে। সাইটে গেলে কোনও কোনও দিন অখিলেশের সত্যিই ফিরতে রাত ন’টা-সাড়ে ন’টা হয়ে যায়। সরমা যাতে দুশ্চিন্তা না করে সেজন্য আগেভাগে ফোন করে তিনি জানিয়ে দেন, দেরি হতে পারে। বাড়ি ফেরার পর সেদিনও সরমা একটাই প্রশ্ন করে, ‘ অফিসের গাড়িতে ফিরলে, না কি উবরে?’

স্বামী-স্ত্রীর সংসার। ছেলে প্রবাল আমেরিকায় চাকরি করে এক সফটওয়্যার কোম্পানিতে। মেয়ে ঝিমলি বরের সঙ্গে থাকে বেঙ্গালুরুতে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রেখে চলে সরমা। এমনিতে সাংসারিক কোনও সমস্যা নেই অখিলেশের। কিন্তু রোজ এক অশান্তি। তুচ্ছ কারণে কাজের মেয়ে পদ্মার সঙ্গে সরমার ঝামেলা। মুখে মুখে তক্ক করার বদ অভ্যাস পদ্মার। এই কারণে কোনও বাড়িতে বেশিদিন টিকতে পারে না। আশ্চর্য, সরমার কাছে ও পাঁচ-পাঁচটা বছর রয়ে গেল কী করে, তা ভেবে অখিলেশ অবাক হন। মাঝে বেশ কয়েকবার মেজাজ দেখিয়ে পদ্মা কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দু’ চারদিন পর নিজেই আবার ফিরে আসে। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব দেখিয়ে গেরস্থালির কাজ শুরু করে দেয়।

গল্ফ গ্রিনে নতুন আবাসনে অখিলেশ যখন প্রথম ফ্ল্যাট কেনেন, তখন পদ্মা শুধু বাসন মাজা, জামাকাপড় কাচা আর ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ করত। বছর খানেক আগে প্রবাল আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর মাকে বলেছিল, ‘সংসারের জন্য অনেক সময় দিয়েছ মা। এ বার রান্নার ভারটা চাপিয়ে দাও পদ্মামাসির উপর। যা লাগে, আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেব।’ কথাটা শুনে অখিলেশ মুচকি হেসেছিলেন তখন। চট করে হেঁশেল ছেড়ে দেওয়ার মতো মানুষ সরমা নয়। কোথায় কী ফোড়ন দিতে হবে, কোথায় কতটা আদা বা টমেটো, লংকা বা চিনি, তা নিয়ে রোজ খিটিমিটি পদ্মার সঙ্গে। পদ্মা কিচেনে ঢোকার পর থেকে ছ’টা করে তেলের প্যাকেট আনতে হচ্ছে প্রতি মাসে। আগে যেখানে তিনটের বেশি লাগত না। অখিলেশের সামনেই পদ্মা একদিন বলে ফেলেছিল, ‘তোমাগো যে কী টেস, আমি বুঝি না বৌদি । এত কম ত্যালে রান্না ... আমাগো বস্তিরও কেউ মুখে দিব না।’

শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অখিলেশ। সরমাকে বলেও ফেলেন, আজই তুমি দূর করে দেবে পদ্মাকে। কিন্তু সরমা তাতে সায় দেয়নি। উলটে, মোলায়েম স্বরে বলেছিল, ‘ওর কথা ধোরো না তো। পাগলি টাইপের। কোথায় কী বলতে হয়, জানে না। এত অল্প টাকায় রাঁধুনি তুমি কোথাও পাবে না। সকাল আটটায় কাজে আসে। বেলা এগারোটার মধ্যে সব কাজ কমপ্লিট করে। ফের সন্ধেবেলায় এসে টুকটাক জিনিস এনে দেয়। রুটি বানিয়ে দিয়ে যায়। ঠিকে লোকেরা কোথাও এত সময় দেয় না।’

কথাগুলো শুনে তাল মেলাতে পারেন না অখিলেশ। এই সরমাই দিন দুই আগে নালিশ করেছিল, ‘পদ্মাকে নিয়ে কী করি বলো তো? ও কিচেনে ঢোকার আগে আমার গ্যাস সিলিন্ডার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ দিনের আগে ফুরাত না। এই মাসে মাত্তর ছাব্বিশ দিনে রান্নার গ্যাস ও শেষ করে দিল । এতবার মানা করেছি, বার্নার হাই করে সবজি কুটতে বোসো না। আমার কোনও কথাই ও কানে নেয় না।’

পদ্মার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। আজ বাড়ির পরিবেশটা থমথমে কেন, তা আন্দাজ করার ফাঁকেই হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক বদলে রোজকার মতো টিভিতে টক শো দেখতে বসলেন অখিলেশ। টিভিতে কলতলার ঝগড়া সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় চায়ের কাপ হাতে তুলে দিয়ে সরমা বলল, ‘আজ একটা ডিসিশন নিলাম বুঝলে। এ বার থেকে পদ্মা কামাই করলে ওর মাইনে কেটে নেব।’

বাড়ির থমথমে পরিবেশের মূল কারণটা তা হলে পদ্মার না আসা। ডুব মারলে মেয়েটা কোনও দিন ফোন করে তা জানায় না। নিজেও ফোন ধরে না। সেদিন সারাটা দিন মেজাজ খাট্টা হয়ে থাকে সরমার। পদ্মাকে জব্দ করার জন্য রাতের এঁটো বাসন বেসিনে ফেলে রাখে। পরদিন কাচার জন্য বাসি জামাকাপড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় পিলো আর বেড কভারও। টিভির দিকে চোখ রেখেই অখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ আসেনি বুঝি।’

‘খবরও দেয়নি। ওর জন্য এগারোটা পর্যন্ত ওয়েট করলাম। ওদের পাইপ কলোনি বস্তির যে মেয়েটা ওপরের তলায় দীপ্তিদের ফ্ল্যাটে কাজ করে, সেই পুতুলের মুখে শুনলাম, পদ্মা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের লাইন দিতে গেছিল। কিচেন সামলে, গোপাল সেবা সেরে আমাকে লাঞ্চ করতে হল বিকেল চারটের সময়। এ বেলাতেও আসেনি।’ সরমা গজগজ করতেই থাকল। ‘স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করতে যাবি, আমাকে কাল বলে রাখলে আমি কি তোকে আটকাতাম?’

অখিলেশ নরম গলায় বললেন, ‘হপ্তায় একটা দিন ছুটি তো ও চাইতেই পারে।’

শুনে তখনই মুখটা কঠিন হয়ে গেল সরমার। বলল, ‘চমৎকার। ছুটি চাওয়ার অধিকার শুধু বাড়ির বৌদেরই নেই, তাই না? পদ্মা কামাই করলে তোমার কী। তুমি তো আর আমার হাতে হাত লাগাবে না। যাও, গিয়ে শুনে এসো, নীচের ফ্ল্যাটে ঝি না এলে অংশুদা কতটা হেল্প করেন রীতা বৌদিকে। একেক দিন অফিসে পর্যন্ত যায় না।’ কথাগুলো বলে রাগ করে বেরিয়ে যায় সরমা।

অভিযোগের তির তাঁর দিকে ঘুরে গেলে অখিলেশ মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। বাসন মাজা বা জামাকাপড় কাচার জন্য পদ্মা কেন এত সাবান খরচ করে, তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করেন না। পদ্মার স্পর্ধা দেখলে সরমার মতো একেকদিন তাঁরও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একেক সময় ও এমন আলটপকা মন্তব্য করে, অখিলেশের ঠোঁটের ডগায় কড়া কথা এসে যায়। কিন্তু সরমার কথা ভেবে অখিলেশ নিজেকে সামলে নেন। ক’দিন আগে ফ্রিজের ভিতরে ঠান্ডাটা কমে গেছিল। কম্প্রেসার বিগড়েছে ভেবে, ফোনে মিস্ত্রি ডাকছেন অখিলেশ। তাঁর সামনেই পদ্মা বলেছিল, ‘আপনেগো ফ্রিজ এত পুরানা, এখন আর চলে না দাদা। বৌদিরে কতদিন ধইর্‌যা কইতাসি, মাসে মাসে কিস্তির টাকা দিইয়া একডা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিইন্যা নাও। আমার মাইয়া মালা সেদিন কিনসে। দ্যাখলে চোখ জুড়াইয়া যায়।’

সরমার মুখেই অখিলেশ শুনেছেন, পদ্মার বড় মেয়ের নাম মালা। জামাই রুলিং পার্টির ক্যাডার, উবর চালায়। মেয়েটা আগে দু’তিনটে বাড়িতে ঠিকে কাজ করত। এখন নাকি চাকরি করে সোনারপুরে চামড়ার ব্যাগ তৈরির কোনও এক কারখানায়। মাধ্যমিক পাশ বলে, পদ্মার ধারণা, মালা খুব বিচক্ষণ।

ছোটগল্প

বাড়ির থমথমে পরিবেশের মূল কারণটা তা হলে পদ্মার না আসা। ডুব মারলে মেয়েটা কোনও দিন ফোন করে তা জানায় না। নিজেও ফোন ধরে না। সেদিন সারাটা দিন মেজাজ খাট্টা হয়ে থাকে সরমার। পদ্মাকে জব্দ করার জন্য রাতের এঁটো বাসন বেসিনে ফেলে রাখে। পরদিন কাচার জন্য বাসি জামাকাপড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় পিলো আর বেড কভারও।

মালা নাকি ওর মাথায় ঢুকিয়েছে, যে বাড়িতে সম্মান দেয় না, সেই বাড়িতে কাজ করার দরকার নেই। মাঝে মাঝেই কথাটা পদ্মা শোনায় সরমাকে। ‘বৌদি গো, আমাগো পাইপ কলোনির ঘরে ঘরেও টিভি, ফ্রিজ, এসি আর মোটরবাইক। তোমাগো সাথে আমাগো কুনও পার্থক্য নাই। একডাই তফাত, তোমাগো ব্যাংকে অনেক টাকা আছে, আমাগো নাই।’

কোভিডের সময় পদ্মার আত্মসম্মানবোধ দেখে একটু অবাকই হয়েছিলেন অখিলেশ। পদ্মাদের বস্তিতে অনেকের অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে, হাউসিংয়ের কর্তারা ঠিক করেছিলেন, ঠিকে ঝি-দের কিছুদিন ঢুকতে দেওয়া হবে না। যাতে হাউসিংয়ে সংক্রমণ না ছড়ায়। সরমাও তাই মানা করে দিয়েছিল পদ্মাকে, ‘এখন কিছুদিন তোমাকে আসতে হবে না। তবে আমি মাইনে কাটব না। ফি মাসের পয়লা তারিখে এসে তুমি টাকাটা নিয়ে যেও।’

শুনে বেঁকে বসেছিল পদ্মা, ‘আসল কথাডা ক্যান কও না বৌদি। তোমাগো হাউসিনে সবাই যাতায়াত করতাসে, দুধওয়ালা, সবজিওয়ালা ... কাউরে তোমরা মানা করো নাই। আমরা বস্তিতে থাকি বইল্যা কি মানুষ না?’ পদ্মা সাফ বলে দিয়েছিল, বিনা পরিশ্রমে ও মাইনে নেবে না। হাউসিংয়ে ঢুকতে কেউ বাধা দিলে বস্তির ছেলেদের নিয়ে এসে হামলা করবে। পদ্মা তখন জেদ করে রোজ কাজে আসত। সিকিউরিটি গার্ডরা বেশ কয়েকবার ওকে আটকানোর চেষ্টা করে, শেষে হাল ছেড়ে দেয়। এই যার ট্র্যাক রেকর্ড, তার মাইনে কেটে নিলে সরমা কত বড় বিপদ ডেকে আনবে, অখিলেশ তা অনুমান করতে পারলেন না।

পদ্মা যে ফাঁকিবাজ নয়, সে ব্যাপারে সরমার সঙ্গে একমত অখিলেশ। যেদিন মেজাজ ভালো থাকে, সেদিন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে। নীচের ফ্ল্যাটের অংশুমানের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল অখিলেশের। মেড-দের বায়নাক্কা দিন কে দিন বাড়ছে। সোসাইটি থেকে একটা কিছু করা দরকার। কথায় কথায় অংশুমান সেদিন বলছিল, ‘আমার কাছে খবর আছে দাদা, বস্তিতে কেউ ওদের ব্রেনওয়াশ করছে। সে-ই ওদের ময়দানে মিটিং-মিছিলে নিয়ে যায়। শীতের সময় কম্বল দেয়। দোলের সময় ওদের বাচ্চাদের রং-পিচকারি আর ক্রিসমাসে কেক-প্যাটিস ডিস্ট্রিবিউট করে। বস্তিতে দুর্গাপুজো, কালীপুজো এমনকি তারা মা পুজোতেও ভালো টাকা কন্ট্রিবিউট করে। লক্ষ করবেন, মেড-রা মাঝেমধ্যেই কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। হিসেব করে দেখবেন, ওরা এত আগাম নিয়ে রাখে, কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হলে আপনি তাড়িয়েও দিতে পারবেন না। দিলে বকেয়া টাকা কোনওদিনই আদায় করতে পারবেন না। এইভাবে ওরা আমাদের বুড়বক বানায়।’

পরে অখিলেশ মিলিয়ে দেখেছেন, অংশুমান যা বলেছে ঠিক। পদ্মার নাতনি টুম্পার বিয়ে। কৃষ্ণনগরের ছেলে, আর্মিতে চাকরি করে। নাতনিকে কানের দুল দেবে বলে সরমার কাছ থেকে পদ্মা তিরিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। দিদিমাকে নাকি সোনার জিনিস দিতেই হয়। পদ্মার মাইনে থেকে ধারের টাকা কিস্তিতে কেটে নেওয়ার কথা। কিন্তু ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও টেন পার্সেন্টও ফেরত দেয়নি ও। উলটে, নাতনির বিয়ের সময় দু’সপ্তাহ ধরে সরমাকে ও গল্প শুনিয়েছিল, আইবুড়ো ভাত থেকে শুরু করে অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত ওর কত টাকা খসে গেছে। ফ্ল্যাট বাড়ির বিয়ের মতো, বস্তিতেও বিয়ের আগের দিন ওরা নাকি সংগীতের আয়োজন করেছিল।

পদ্মা তখন বলেছিল, ওর মায়ের দিদিমা, ওর মায়ের বিয়ের সময় সাত ভরির সাতনরি হার দিয়েসিল। ‘হুনসি, দ্যাশের বাড়িতে তহন আমাগো গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, আম-জাম-কাঁঠাল ভরা বাগান। দ্যাশ ভাগ হইয়া গেল। একবস্ত্রে বাবা আমাগো লইয়া এহানে চইল্যা আইল। বিয়াতে দেওন-থোওনের ইচ্ছাটা তো আমরা ফেইল্যা আসি নাই। বাঙালগো অক্তে আছে হেইডা। আমার একডাই নাদনি বুঝলা, বৌদি। আমরা রিলেটিফরা সবাই মিইল্যা দু’হাত ঢাইল্যা খরচা করসি। টুম্পার শউরবাড়ির থন কইল, কইলকাতা থেইক্যা খাট-আলমারি পাঠাইতে অইব না। আপনেরা মূল্য ধইরা দিয়েন। আমরাই পছন্দ কইর্‌যা কিইন্যা নিম। হ্যারা খাটের দামই নিসে সোয়া লাখ টাকা। ঝিমলি দিদিমণির বিয়াতে তোমাগো খাট-আলমারি তো দিতে হয় নাই। দিতে হইলে বুঝতা।’

পদ্মার জাতে ওঠার চেষ্টা মাঝেমধ্যে অসহ্য লাগে অখিলেশের। ঝিমলি লাভম্যারেজ করেছিল। বিয়ের আগে কথা বলতে এসে, হবু জামাই সায়ন বলেই দিয়েছিল, সংসার পাতার জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই ওর বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে আছে। খাট-আলমারির পিছনে ফালতু খরচা করার দরকার নেই। ও-ই সাজেস্ট করেছিল, রিসেপশনটা দু’তরফ মিলে করা হোক। বলেছিল, ‘আমার বাবা রিটায়ার্ড, আপনিও তাই। আমি চাই, ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনারা দুজনেই খরচ কমান।’ জামাইয়ের বিচক্ষণতা যে পরে একটা সময় পদ্মার আত্মশ্লাঘার কারণ হতে পারে, অখিলেশ ভাবতেও পারেননি।

যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে অখিলেশ চাকরি করেন, তার মালিক সুধাময়বাবুর ছেলের পৈতে। বালিগঞ্জ প্লেসে নিজের বাড়িতেই লোকজন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন সুধাময়বাবু। সরমাকে সঙ্গে নিয়ে নেমতন্ন খেতে গিয়েছেন অখিলেশ। উবরে করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ সরমা বলল, ‘তোমার মুখে অ্যাদ্দিন শুনতাম, সুধাময়বাবু কোটি কোটি টাকার মালিক। ওঁর ঘরদোরের জিনিসপত্তর আর আত্মীয়স্বজনদের দেখে তো মনে হল না, আমাদের সঙ্গে খুব তফাত আছে। দেখলাম, দুটো মাত্তর তফাত, ওঁর একটা মার্সিডিজ গাড়ি আছে, আর ব্যাংকে প্রচুর টাকা। আমাদের যা নেই।’

শুনে চমকে উঠলেন অখিলেশ। প্রায় এই রকম একটা কথা এর আগেও কার মুখে যেন তিনি শুনেছেন। সমাজচিত্রটা হঠাৎ কেমন যেন বদলাতে শুরু করেছে। সবাই উত্তরণের লক্ষ্যে দৌড়োচ্ছে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

১ মৃত্তিকা সাহা, তৃতীয় শ্রেণি, ওপেন ট্রুথ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

২ দিশা বণিক, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

৩ অভ্র ভট্টাচার্য, প্রথম বর্ষ, এসআইটি, শিলিগুড়ি।

৪ বিপর্ণিকা সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট।

৫ দিয়া দাস, সপ্তম শ্রেণি, ভোর অ্যাকাডেমি, ধূপগুড়ি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

অপরূপা, তুমি অনন্য। সুইৎজারল্যান্ডে ছবির মতো সুন্দর এক গ্রাম।

কবিতা

ঘি রঙের বিকেল
শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

একটা ঘি রঙের বিকেল উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে
একলা বসে আছি ধান খেতে
'একলা' শব্দের ভিতর এক অদ্ভুত এসরাজ লুকিয়ে থাকে
সেখানে বাকি সব ফিকে হয়ে আসে।

চারপাশ সব কেমন ঘৃতচন্দনের মতো
এই গন্ধ বড় চেনা
এ গন্ধ নিয়তি বহন করে এনেছে
এ গন্ধ ঘৃণার, যন্ত্রণার
খানিকটা জল চেয়েছিল শব
স্নানের আগের মুহূর্তে
এক ফোঁটা মধুভাণ্ড লোভ

সেটুকু এড়িয়ে যাওয়া কঠিন
কঠিন জেনেও চেষ্টা করেছিল এতটুকু
বিকেলবেলায়

ঘি রঙের বিকেলে...

শীতলতম সময়
সাগ্নিকা পাল

শীতের রাতে কুয়াশার চাদর,
ঠান্ডার ছোঁয়ায় জমে ওঠে অধর।
গাছের পাতায় শীতের গান,
আরামের খোঁজে এসে চায়ের
দোকান।

কোমল আলোর আভা ছড়িয়ে,
গরম চায়ে মন মিশে যায়।
নিঃশব্দ রাত, মেঘের দল,
শীতের গল্পে জড়ায় মন।

চায়ের কাপে ধোঁয়ার রেখা,
শীতের রাত যেন স্বপ্ন দেখা।
গাছের তলায় একাকী বসা,
কুয়াশার ছোঁয়া, নিঃশব্দ ভাষা।

এই তো শীতের সৌন্দর্য গাথা,
গরম চায়ে মিশে আরামের কথা।

অভিক্লিপ্ত মন
সুকুমার সরকার

তোমার থেকে যত দূরে সরে গেছি
তত বেশি হাজারো রঙের বুদ্বুদ খেলা
তত বেশি প্রজাপতি, ফুল-পাখি; দেখেছি
ঝর্ণা-ঝরা, নদী-হ্রদ, সমুদ্র-মেখলা।

পেরোতে পেরোতে এসব এতকিছু
ক্লান্ত আমি অবশেষে তাই
চলে এসেছি তোমার নদীর পিছু পিছু
জেনে গেছি তুমি ছাড়া আর কিছু নাই।

প্রাবৃটের বর্ষণ বারিসিক্ত অভিক্লিপ্ত মন
সরল বক্র পথ; হিংস্র শ্বাপদের বন-উপবন
ডয়নে অবডয়নে তোমাকেই খুঁজেছে শুধু
উড্ডয়নের শৃঙ্গ পাহাড়, তপ্ত মরুভূমি ধু...ধু...
কোনওখানেই খুঁজে পাইনি তোমাকে
সর্বত্রই দেখেছি শুধু আমার আমিকে।

ব্যবধান
উদয়শঙ্কর বাগ

পাপোশের মতো পড়ে আছি। ——
এখন কারোর চোখে করুণতাও নেই,
সমস্ত সংসার আমাকে হেলায় রাখে!

অসম্ভব অচ্ছুতভাবে একা!

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি, দাঁড়াই
সটান সোজা হয়ে দাঁড়াতেই; তখন ——
নিজের সংসারে ছাতা হয়ে উঠি! আর
ঈর্ষান্বিত-ধনতন্ত্রের আগুনে ঘি পড়ে যায়!

বিষণ্ণতার সুর
রণজিৎ সরকার

আমার একটা ক্ষুদ্র হৃদয় ছিল
সেখানে এক চিলতে ভালোবাসা বাস করত
সকলকে চুম্বকের মতন টানে আপন করে নিত

এখন সেটা আর করে না

সেখানটা এখন দখল নিয়েছে ঘৃণায়
ক্ষতবিক্ষত নিন্দুকের দল
এখন আকর্ষণের বদল বিকর্ষণই ঘটে সেখানে
কেউ আর কাছে ঘেঁষতে পারে না

এখন সেখানে সুশোভিত ফুল ফোটে না
নেচে নেচে গান গাইতে আসে না ভ্রমর
রকমারি আলোর বর্ণমালা আর হয় না রচা
অবিরত বাজে সেখানে বিষণ্ণতার সুর

মেঘমল্লার
সৈকত পাল মজুমদার

পংক্তির ভিতরে বৃষ্টিধারা,
প্রাণকুসুমে জীবন্ত মেঘমল্লার।
অন্ধকার নিবিড়, যার শ্বাস-প্রশ্বাস
রেখেছে বিষাদ প্রলয় হুংকার!

পংক্তির ভিতরে দাবানল, গভীরে
উদাসী পথিক, দু'দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে
রোদে রোদে বিহুল হে পথিক, চেয়ে
দেখো ছায়ার নিঝুম কতটা অলীক।

উন্মেষে অন্ধরাত, সম্মোহন মেঘমল্লার,
সান্ধ্য পথে কিছুটা গ্রন্থিমোচন আছে,
হে পথিক তুমি বলো, খননের জীবাশ্মে
প্রকৃত মানুষ নাকি দৈত্য থাকে পাশে।

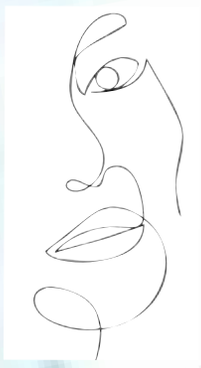

সিঁড়ি
তাপস চক্রবর্তী

একটা আয়নায় রোজ
মুখ দেখি,
আয়না বদলায় না
আমি বদলে যাই;
সময় এগিয়ে চলে
ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে
পৃথিবীকে রঙিন করি।
ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লেগে যায়,
একদিন ঐরাবত আসে
ঘন কুয়াশায় সিঁড়ি
দেখতে পাই।

একটা
বিশ্বজিৎ মজুমদার

একটা গান আমি লিখবই
অনন্ত শ্বেতপাথরে
স্বপ্নের অঙ্গীকার নিয়ে
আছে মাতৃ জঠরে
একটা কথা বলবই আমি
সীমা ভেঙে নীরবতার
এমন ভাবে সাজবে শব্দ
জন্ম হবে কথকতার
একটা বিষয় আমি জানবই
পুনর্জন্মের অধিকারে
সমস্ত শক্তির নির্মাণে
নিরাপত্তার কাঁটাতারে

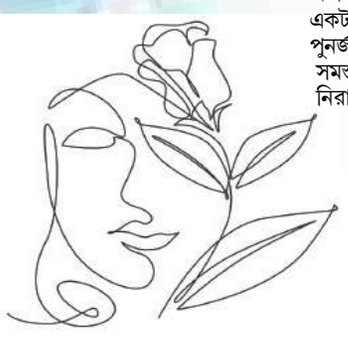

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

দ্বারবাসিনী, কাক এবং পুরোহিতের নাভির মন্দির

পূর্বা সেনগুপ্ত

জেলা বীরভূম। দ্বারকা নদী তার ক্ষীণস্রোতা প্রবাহ নিয়ে গোলাকারে বেষ্টনী সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। সেই গোলাকার বাঁকটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরলেই দেখা যাবে আধুনিক যুগে নির্মিত কংক্রিটের তৈরি শ্মশানের চূড়া। সেখানে পোড়া কাঠের দেখা মিললেও নদীর পাড়ে নলখাগড়ার জঙ্গলের মাঝে পড়ে আছে মৃত মানুষের সঙ্গে বাহিত ছিন্ন কন্থা বা বস্ত্রের টুকরো, যেগুলি মনকে বৈরাগ্য আগুনের তাপে রঞ্জিত করবেই করবে। কারণ কেবল শ্মশানের অস্তিত্ব নয়, এই স্থানেই বিরাজ করছেন দেবী দ্বারবাসিনী। যিনি প্রকৃতপক্ষে দুর্গা রূপে বিরাজিতা। দেবীর পুজোর প্রণাম মন্ত্রে দেবীকে জয়দুর্গা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেবীর নাম দ্বারবাসিনী কেন? তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড দুই রাজ্যের দুয়ার দেশে অবস্থিত বলে? না, তিনি যখন বিরাজিত হয়েছেন তখন এই দুই রাজ্যের বিভাজন হয়নি, তার অস্তিত্বও ছিল না। স্বাধীনতার অনেক আগে, বীরভূম অঞ্চল যখন সামন্ত রাজাদের অধীন- সেই যুগেরও পূর্ব সময়ে এই দেবীটির অস্তিত্বের দেখা পাওয়া যায়। তাহলে কি দ্বারকা নদীর তীরে বলে তিনি দ্বারবাসিনী নামে পরিচিতা? নদী কি দেবী স্বরূপের নির্দেশক হতে পারে? নদী তাঁর গতি অহরহ পরিবর্তন করে। তবে কী কারণে তিনি দ্বারবাসিনী রূপে চিহ্নিত? আমাদের মনে হয় এই দেবী মানবকে ইহজগৎ থেকে অধ্যাত্মজগৎ অভিমুখে নিয়ে যান। তাই তিনি দ্বারবাসিনী। দেবী ইহলোক আর পরলোকের দুয়ারে দণ্ডায়মান তাই তিনি দ্বারবাসিনী।

দেবীর নাম যে কারণেই দ্বারবাসিনী হোক না কেন, দেবী যে ব্যাঘ্রবাহিনী তা পুরোহিতদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়। তাঁর মন্দির, সেই মন্দিরের চারপাশের বাতাবরণ ক্ষণিকের জন্য আপনাকে থামিয়ে দেবে। মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বহুকাল আগের পৃথিবীতে। যখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে আরাধিত হতেন দেবী শক্তি, কখনও তিনি ডাকাতদের মাধ্যমে পূজিত হতেন কখনও বা গুপ্ত সাধকের মাধ্যমে আরাধিত হতেন। দেবীর জাগরণ ও অধিষ্ঠান ঠিক কবে হয়েছিল, ঠিক কে প্রথম দ্বারবাসিনী দেবীবন্দনা সম্পন্ন করেছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বিরাজ করেছেন বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, কিন্তু একটি বিশেষ পরিবার পুরুষানুক্রমে দেবীর পুজো সম্পন্ন করে চলেছেন। তবুও এই দেবীকে গৃহদেবী বলা যায় কি? হয়তো না, আবার তিনি গৃহদেবীও। কারণ এই দেবীর ইতিহাস এতটাই দীর্ঘ যে তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আমরা সেই ইতিহাসের পাতায় উঁকি দেওয়ার আগে মন্দির চত্বরে ভালো করে ঘুরে নেব।

আমরা গড় পঞ্চকোট রাজা কল্যাণ শেখরের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণেশ্বরী দেবীর কথা আলোচনা করেছি। দেবী দ্বারবাসিনীর অবস্থান সেই পাহাড়ের পিছনের দিকে। স্থানীয়দের মতে দেবী কল্যাণেশ্বরী, দেবী দ্বারবাসিনী ও দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরে আসার সময় কিছু দূরে অধিষ্ঠিত পলাশবাসিনী নামে যে দেবীর দেখা পাওয়া যায়। শোনা যায়, এঁরা হলেন তিন বোন। এইরকম বোনের ধারণা আমরা অন্য অনেক স্থানেও দেখতে পাই। এক অঞ্চলের মধ্যে যখন অনেক মৌলিক আকৃতির জাগ্রত দেবীর অধিষ্ঠান দেখা যায় তখন কিন্তু তাঁদের পরস্পরকে বোন বা দিদি বলে চিহ্নিত করা হয়। এই দেবীক্ষেত্রের আলোচনা আমরা এই কারণেই নির্দিষ্ট করলাম।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে দেবীদের একটি স্থানে একত্রিত অবস্থানের কারণ কী? উত্তর একটাই, যেখানে শাক্ত তন্ত্র ও বৈষ্ণব তন্ত্রের প্রভাব বেশি সেই অঞ্চলে বিভিন্ন সাধকের সিদ্ধিলাভের স্থানে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দেবী মন্দির। আমরা আগের দিন করুণাময়ী দেবীর কথা আলোচনা করেছিলাম। তার সঙ্গেও এই ভগ্নী সম্বন্ধ যুক্ত কয়েকটি দেবীর উল্লেখ করা হয়। দ্বারবাসিনী দেবী পঞ্চপীঠস্থান বীরভূমে অধিষ্ঠিত।

এই রাঢ় অঞ্চল দেবী সাধনার জন্য প্রখ্যাত। পাঁচটি শক্তিপীঠের ধারক হল এই বীরভূম। যা একসময় প্রাচীন বীর রাজাদের অধিকৃত ছিল। তার সঙ্গে তারাপীঠের মতো অতিজাগ্রত সিদ্ধপীঠও আছে। তারাপীঠ থেকে দ্বারবাসিনী প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ। শাল, সেগুন, অর্জুন আর মহুয়ার ঘন জঙ্গলের মধ্যে হিংল মৌজায় এই দেবীর স্থান। দ্বারকা নদী হল একটি সীমান্তবর্তী নদী। যে নদীর মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বিভাজন সম্ভব হয়েছে। তাই মন্দিরের একদিক নদীর বিস্তৃত চড়া, নির্জন একেবারে। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের সারি। মাঝে মাঝে নদীর বালুকাবেলায় শ্মশানযাত্রীরা এসে বসে। তারা এলে কিছুটা মুখরিত হয় এই বনভূমি। তীর্থযাত্রী গুটিকয়েক।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে চারিদিক। দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে পুজো সেরে দর্শনার্থীদের পায়েস ভোগ নিবেদন করে পূজারিরা ফিরে যান। তখন সেখানে কেউ যেতে সাহস পায় না। সেই নির্জনে নাকি দেবী একাকী বিচরণ করেন। চারিদিকে ইলেক্ট্রিসিটি বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকবার। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি কখনও। দেবীর গর্ভগৃহ অন্ধকার থাকে সেখানেই তিনি প্রস্তর রূপে পূজিত হন।

মন্দির চত্বরে প্রবেশ করেই আশ্চর্য লাগবে। যেন একটা প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষের উপর নতুন মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির নতুন হলেও খুব নতুন নয়। তার আকৃতিটি খুব অদ্ভুত। এমন ত্রিকোণাকার মন্দির আগে দেখিনি। শোনা যায়, সেই ত্রিকোণাকার মন্দিরের চূড়া নির্মাণ করার সময় মন্দিরে যে আন্দোলন হয় তাতে মন্দিরের তিন কোণের মধ্যে অগ্নিকোণে প্রতিষ্ঠিত মনসা মূর্তিটি থেকে সিঁদুরের মোটা প্রলেপ যা মুখোশের আকার ধারণ করেছিল তা খুলে আসে। আর সেটা খুলে আসতেই ভিতর থেকে বের হয়ে আসে আসল দেবী মনসার অবয়ব। কালো পাথরে নির্মিত এই মূর্তির অপূর্ব গঠনশৈলী দেখে মনে হয় সেন বা পাল যুগের বা তার থেকেও আরও প্রাচীন। এ মূর্তি সত্যই মনসাদেবীর তো। দেবী জয়দুর্গার তালুকে হঠাৎ মা মনসা এলেন কেন তা কিছুতেই বোধগম্য হল না।

আমরা মন্দিরের গঠনের কথা বলছিলাম, এই ত্রিকোণাকৃতি মন্দির আসলে দেবী যন্ত্র বলে বোধ হয়। মনে হল মন্দিরটিই একটি যন্ত্র, আরাধনার স্থান। আবার এই মন্দিরে গর্ভগৃহে একটি মাঝারি মাপের আসনে দেবী দ্বারবাসিনী বিরাজিত। তাঁর পাশে মহাকাল ভৈরব। বাঁ-পাশে গণেশ আর সরস্বতী। তাহলে লক্ষ্মী আর কার্তিক কোথায় গেলেন? দেবী আসলে এক গোলাকার পাথর। পাশের পাথরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে দুটি মিলে একটি যোনিক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। প্রতিটি পাথরে গাঢ় করে লেপা আছে পলাশ রঙের সিঁদুর। গর্ভগৃহ ভালো করে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় মন্দিরের কোণে প্রতিষ্ঠিত দেবী মনসা রূপে যিনি পূজিত হন তিনিই মূল বিগ্রহ আর এই দেবী মনসার পরিবর্তে কোনও বৌদ্ধদেবী হবেন, যেমন বজ্রতারা। এই দেবী স্থানের ইতিহাস আলোচনা করে বেশ কয়েকটি বিচিত্র ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। উঠোনের একদিকে একটি মাথার উপর ঘেরা আসনে বাঘরাই চণ্ডীদেবী।

এমন চণ্ডীরূপের কথা প্রথম শুনলাম। শোনা যায়, দেবীর জন্য বছরে দুটি দিন রাত্রে ভোগ নিবেদিত হয় আর সেই ভোগ একটি লম্বা বাঁশের মতো কংক্রিটের তৈরি খুঁটির মাথায় নিবেদন করা হয়। প্রাচীনকালে সেই নিবেদিত ভোগ বাঘ এসে খেয়ে যেত। এখন কাকপক্ষীর আহার হয়। এই বাঘরাই চণ্ডীর পাশে একটি গাছের নীচে গোলাকার কৃপানাথ ভৈরব। পাশে ত্রিশূল গোঁজা। বলা হয় এই ভৈরব দেবীকে রক্ষা করেন। তার পাশে

পর্ব - ২৩

সেই সমাধির কাছে দেবীর পুরোহিতদের নাভি মন্দির। পুরোহিত বংশের যাঁরা মারা যান তাঁদের প্রত্যেকের নাভি চারটি টুকরো করা হয়। আর তার মধ্যে একটি এই মন্দিরে রাখা হয়। সেই নাভি মন্দিরে প্রতিদিন পুরোহিতদের নাভিপুজো হয়ে থাকে।

কাক সমাধি। শোনা যায়, একটি সাদা ও একটি কালো কাক এখানে ছিল তাদের একই দিনে মৃত্যু হয়। তাদের দুজনকে সমাধিস্থ অবস্থায় পুজো কেন করা হয় সেটাই বুঝলাম না। সেই সমাধির কাছে দেবীর পুরোহিতদের নাভি মন্দির। পুরোহিত বংশের যাঁরা মারা যান তাঁদের প্রত্যেকের নাভি চারটি টুকরো করা হয়। আর তার মধ্যে একটি এই মন্দিরে রাখা হয়। সেই নাভি মন্দিরে প্রতিদিন পুরোহিতদের নাভিপুজো হয়ে থাকে। চারভাগে বিভাজন করার অর্থ মূল নাভির চারভাগের একভাগ গ্রহণ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে। এই প্রথাটিও খুব আশ্চর্যজনক।

সমস্ত দেবীস্থান জুড়ে সারমেয় বা কুকুরের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। দেবী পুজোর ঢাক বাজতে শুরু করলে তারাও চিৎকার করে দেবী বন্দনা শুরু করে দেয়। মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি ছোট নদী, যার নাম সন্ন্যাসী কাঁদড়। কিংবদন্তি অনুসারে এক সন্ন্যাসী তান্ত্রিক ঘুরতে ঘুরতে এই দ্বারবাসিনী দেবী স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে সাধনা করে দেবী মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি। পরিকল্পনা করেন দেবীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে স্থানত্যাগ করবেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর গোপনে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত কিন্তু দেবীর ভৈরব জানতে পেরে যান। তিনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে উদ্যত হন। ভীষণ যুদ্ধ হয় দুজনের মধ্যে। ভৈরব তিন তিনবার সন্ন্যাসীর মুণ্ড দেহ থেকে ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর এত বিভূতি ছিল তিনি অনায়াসে নিজের দেহে নিজের কাটা মুণ্ডটিকে জুড়ে দিতে সমর্থ হন।

মহাকাল তখন আরেকবার মুণ্ডচ্ছেদ করতে সেই কাটা মুণ্ডটিকে কুকুর দিয়ে চাটিয়ে দেন। কুকুর মুণ্ড স্পর্শ করার ফলে মুণ্ডটি উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় এবং সেই উচ্ছিষ্ট মুণ্ড সন্ন্যাসী নিজ দেহে জুড়তে পারেন না। দেবী কিন্তু সন্ন্যাসীকে একটি বরদান করেন। তিনি বলেন, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মুণ্ড নিঃসৃত রক্ত থেকে দহের সৃষ্টি হবে। সেই দহের জল দিয়েই তৈরি হবে মায়ের ভোগ। সন্ন্যাসীর মুণ্ডটি একটি উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আর তখন থেকে ধারণা করা হয় সন্ন্যাসীর মুণ্ড থেকে নিঃসৃত রক্ত থেকেই দহের সৃষ্টি। এখনও সেই দহের জল বেশ লাল রং ঘেঁষা। আগে নাকি রক্তবর্ণই ছিল। এই মন্দিরের প্রথম পৃষ্ঠপোষক বীরভূমের বীর রাজারা সেই দহের সঙ্গে নদীর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এর ফলে মাছের আনাগোনা শুরু হয়। তাই সেই প্রচেষ্টা বন্ধ করা হয়। মায়ের মন্দিরের পায়েস ভোগে আমিষ স্পর্শ থাকবে না। সন্ন্যাসী কাঁদড়ের পাশেই সেই তান্ত্রিকের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তবে সন্ন্যাসী কাঁদড়ের জলেও ছোট মাছ আছে কিন্তু ভোগের জন্য জল নিলে তাতে মাছ পাওয়া যায় না। এটাই কাঁদড়ের বিশেষত্ব।

দেবীর ভোগের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিয়েছিল। কোনও দেবী স্থানে নিরামিষ ভোগ দেওয়ার প্রথার প্রচলন নেই। এই দেবীস্থানে কিন্তু ভিন্ন যদিও হাড়িকাঠ জানান দেয় বলি সেখানে হত। তবে কেন প্রতিদিনের পুজোর ভোগে নিরামিষ? শ্মশানের মধ্যস্থলে বৈষ্ণবদের সমাধিক্ষেত্র। বীরভূমের ফুল্লরা শক্তিপীঠের চারপাশেও এই সমাধিক্ষেত্র চোখে পড়বে। এই দেবীস্থানেও আমরা বৈষ্ণবদের সমাধি দেখতে পাই। ধর্ম প্রবাহের ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখতে পাই, বৈষ্ণব তন্ত্র আর বৌদ্ধ তন্ত্রের আবার শাক্ত তন্ত্রের ধারা ও বৌদ্ধ তন্ত্রের ধারার মধ্যে যখন মিশ্রণ এসেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নতুনভাবে ভাবিত আরাধনার স্থান। দ্বারবাসিনী দেবী হল মন্দির এমনিই কোনও মিশ্রণের ইতিহাস বহনকারী দেবস্থান। এটাই আমাদের মনে হয়। স্থানটি অত্যন্ত প্রাচীন, মন্দিরের সম্মুখে পড়ে থাকে মাঝারি আকৃতির দুটি পাথর। যে পাথর দুটির আয়তন দেখে অনায়াসে বলা যায়, তাদের তুলে ফেলা মোটেই অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এদের কিছুতেই তোলা যায় না।

কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই পাথর দুটি তুলতে দেবী কৃপার প্রয়োজন হয়। দেবী যাঁকে কৃপা করেন তিনিই পাথরটি অনায়াসে তুলে ফেলতে পারেন। মাঘ মাসে বিরাট মেলা বসে এই মন্দির প্রাঙ্গণে। তখন বহু মানুষ এই পাথর দুটি তোলার প্রতিযোগিতায় নামেন। কেউ পারেন, কেউ পারেন না। কী আছে এই দুটি পাথরে? যুক্তিবাদী মন বলে, এ হল আকাশপথ থেকে উড়ে আসা কোনও উল্কার টুকরো। যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অন্য কিছুর তুলনায় বেশি। অন্য মন বলে তবে বেছে বেছে কি মন্দির প্রাঙ্গণেই তাদের পতন হল? এর মধ্যে নিশ্চিত দেবীকৃপা রয়েছে।

সব কিছু নিয়ে দেবী দ্বারবাসিনীর অস্তিত্ব খুবই চমকপ্রদ। এখানে প্রশ্ন হল এই মন্দিরের আবির্ভাব কবে তা জানা যায় না ঠিকই কিন্তু দেবীপুজোর ইতিহাস কতটুকু আমরা জানি? ইতিহাস বলে এই মন্দির একসময় বীর রাজাদের অধীনে ছিল, তারপর ওড়িশার রাজা নরসিংদেবের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করে। পরে পাঠান রাজত্বে রণমস্ত খাঁয়ের পুত্র আসিউজ্জমান খাঁ এই মন্দিরের দেখভাল করতেন। তিনি ভাগলপুর থেকে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ তিলকনাথ শর্মাকে এই মন্দিরের পূজারির দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে আসেন। এই পরিবারই বংশানুক্রমে আজও দেবী পুজো করে চলেছেন। শোনা যায়, বীরভূম ব্রিটিশ শাসনাধীন হলে হেতমপুরের রাজারা এই অঞ্চলের সামন্ত রাজ হিসেবে দেবী দ্বারবাসিনীর সেবা করে এসেছেন। একবার কোনও রাজা তাঁর নায়েবকে পাঠান, এই মন্দিরে পুজো, আরতি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্য। নায়েব পৌঁছাতে দেরি করে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা নামবে। হঠাৎ দূর থেকে শুনলেন, ঘণ্টা, আরতি আর সুবাসিত ধূপের গন্ধ। তিনি আর অগ্রসর না হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজাকে জানালেন, হ্যাঁ, রাতেও মন্দিরে আরতি ধূপ দিয়ে পুজো সম্পন্ন করা হচ্ছে। কিন্তু সেদিন কেউই সেখানে ছিলেন না। কারণ বিকেল চারটের আগেই মন্দিরে তালা দিয়ে মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল খালি করে দিতে হয়। আজও এই নিয়ম চলে আসছে সমমান্যতা দিয়েই।

দ্বারবাসিনী দেবী আজ পূজারি পরিবারের গৃহদেবী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। কিন্তু তিনটি গ্রামের মধ্যস্থলে বিরাজিত এই মন্দিরে দেবী দুর্গা বিরাজ করেন বলে সেই তিন গ্রামে কিন্তু কখনোই শারদীয়া দুর্গাপুজো করা যায় না। আজও দ্বারবাসিনী দেবীর জনমনে এতটাই মান্যতা।

ফুটপাথ ছেড়ে মার্কেটে স্থায়ী দোকান খোলার পর, সেই ফুটপাথ অন্য কেউ দখল নিয়ে ব্যবসা করলে সেক্ষেত্রে পুরসভার ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যে কারণে পুরসভার নির্দেশ থাকার পরেও ফুটপাথ ছেড়ে মার্কেটে ঢুকতে অনেকেই দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। এই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে পুরসভার দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পুরসভার নির্দেশে দোটানায় ব্যবসায়ীরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রাস্তা দখল বা ফুটপাথে নয়। দিনবাজার মার্কেটে যাঁরা ঘর পেয়েছেন তাঁদের সেখানেই ব্যবসা করতে হবে। ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা। কিন্তু মার্কেটে দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করলে ক্রেতার দেখা মিলবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কায় ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের একাংশ। শুধু তাই নয়, ফুটপাথ ছেড়ে মার্কেটে স্থায়ী দোকান খোলার পর সেই ফুটপাথ অন্য কেউ দখল নিয়ে ব্যবসা করলে সেক্ষেত্রে পুরসভার ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। যে কারণে পুরসভার নির্দেশ থাকার পরেও ফুটপাথ ছেড়ে মার্কেটে ঢুকতে অনেকেই দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। এই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে পুরসভার দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যাঁরা দোকান পেয়েছেন তাঁরা কেউই বাইরে রাস্তা দখল করে ব্যবসা করতে পারবেন না। আমরা পুরসভার তরফে যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি তার মধ্যেই ব্যবসায়ীদের মার্কেটে দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করতে হবে।'

দিনবাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। দীর্ঘদিন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকার পর বছরখানেক আগে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩২ জন ব্যবসায়ী মার্কেট কমপ্লেক্সে ঘর পেয়েছেন। ছয়তলা মার্কেট কমপ্লেক্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরেই মূলত দোকানঘরগুলো রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা ঘর পেলেও এখনও একটা বড় অংশ ব্যবসায়ী মার্কেটে তাঁদের বেচাকেনা শুরু করেননি। কেউ মার্কেটের বাইরে ফুটপাথেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ আবার আগুন লাগার পর পুনর্বাসন হিসেবে যেখানে ঘর পেয়েছিলেন সেই জায়গা আজও দখল করে রেখেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শুক্রবার পুরসভার তরফে ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযানে গিয়ে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় ১৫ দিনের মধ্যে যাঁদের মার্কেটে ঘর দেওয়া হয়েছে সেখানে দোকান খুলতে হবে। পুরসভার তরফে এই নির্দেশ আসতেই চিন্তা শুরু হয়েছে ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে। যেহেতু মার্কেটটি এখনও সেভাবে চালু হয়নি, ক্রেতাদের যাতায়াত নেই সেখানে দোকান খুললে বেচাকেনা কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের মধ্যে ব্যবসায়ীরা। মার্কেটের বাইরে ফুটপাথে মাছ ধরার ছিপ, সুতো বিক্রি করেন রবি ঘোষ। তিনি মার্কেটে দোকানঘর পেয়েছেন। বর্তমানে ফুটপাথে যেখানে বসে তিনি ব্যবসা করছেন তার আশপাশে ব্যবসা করছেন আরও দুজন। রবি বলেন, 'পুরসভার নির্দেশ মেনে যদি আমি মার্কেটে দোকান শুরু করি তাহলে বাকি যে দুজন ফুটপাথে ব্যবসা করছেন তাঁরাই আমার সব ক্রেতাকে নিয়ে নেবেন। আমি মার্কেটে দোকান খুলতে পারি যদি পুরসভা ওই দুজনকেও ফুটপাথের ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়।' একসময় পুড়ে যাওয়া দিনবাজার টিনশেডে সোনার স্থানীয় দোকান ছিল ওমপ্রকাশ শাহর। নতুন মার্কেট তৈরি হওয়ার পর তিনি দোকানঘর পেয়েছেন। কিন্তু আজও মার্কেটের বাইরে ফুটপাথে রুপোর গয়নার বাক্স নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওমপ্রকাশ বলেন, 'পুরসভার কথা অনুযায়ী আমি ফুটপাথ ছেড়ে মার্কেটের স্থায়ী দোকানে যেতে রাজি আছি। কিন্তু আমার ফুটপাথের জায়গা পুনরায় দখল করে কেউ আবার আমার মতো একই ব্যবসা শুরু করবে না তার দায়িত্ব পুরসভাকে নিতে হবে। কারণ মার্কেটের ভিতর এখনও ক্রেতারা সেভাবে যাচ্ছেন না।'

মার্কেট তৈরির জন্য পুরসভার কথায় জমি ছেড়েছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী গৌতম দে। মার্কেট তৈরির পর তিনি ঘর পেয়েছেন ঠিকই তবে তিনতলায়। ফলে সেখানে দোকান খুললে যে কাপড়ের দোকানে ক্রেতারা যাবেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত গৌতম। যে কারণে ঘর পাওয়ার পরেও আজও দিনবাজার কালীবাড়ির সামনে খোলা আকাশের নীচেই জামাকাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেন। গৌতম বলেন, 'যেখানে মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরের মার্কেট এখনও চালু হল না সেই জায়গায় তিনতলায় কে আমার দোকানে জামাকাপড় কিনতে যাবেন। পুরসভা আগে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমার ঘরের ব্যবস্থা করুক তারপর আমি তাদের নির্দেশের কথা ভাবব।'

এই মার্কেটে দোকান খোলা নিয়ে সংশয়ে ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা।

বেচাকেনা শুরু হয়নি

- ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা
- দিনবাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে প্রায় চার বছর আগে
- বছরখানেক আগে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩২ জন ব্যবসায়ী মার্কেট কমপ্লেক্সে ঘর পেয়েছেন
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা ঘর পেলেও এখনও একটা বড় অংশ ব্যবসায়ী মার্কেটে তাঁদের বেচাকেনা শুরু করেননি

মার্কেট কমপ্লেক্স চালুর কোনও উদ্যোগ নেই পান্ডাপাড়ায়।

বেহাল পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি বাজার

৩০টি স্টলের কমপ্লেক্স আজও ফাঁকা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম বাজারগুলোর মধ্যে একটি হল পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি বাজার। পান্ডাপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া সহ খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ মানুষই নিত্যপ্রয়োজনে এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। এই বাজারের গুরুত্ব দেখে ২০০০ সালের আশপাশে সেখানে বাম সরকার একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার উদ্যোগ নেয়। তৈরিও হয় কমপ্লেক্সটি। কিন্তু ৩০টি স্টলের ওই কমপ্লেক্স আজও ফাঁকা। কমপ্লেক্সের একপাশে মাংসের দোকানিরা বসলেও বাকি সম্পূর্ণ বাজার কমপ্লেক্সে নেই কোনও ব্যবসায়ী। মডেল বাজারের ধাঁচে কমপ্লেক্সটি বানানোর চেষ্টা করা হলেও কমপ্লেক্স এবং বাজারে নেই পরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র। বাজারের একাংশ দেখলে বাজার কম, ডাম্পিং গ্রাউন্ড বেশি মনে হবে। এই পরিস্থিতিতে দুর্গন্ধের কারণে অনেক ক্রেতাই বাজার এড়িয়ে চলছেন। বাজারে নেই নিকাশিনালা। বাজারের চারপাশ শুয়োরের বিচরণক্ষেত্র হওয়ায় বিপাকে ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষই। বাজারের এই বেহাল অবস্থা দেখে চিন্তিত ব্যবসায়ীরা। দিন-প্রতিদিন লোকজনের আনাগোনা কমছে বলেও জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। পঞ্চায়েতকে বলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ। দীনবন্ধু রায় নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি যখন বানানো হয়, তখন আমাদের কারও মতামত নেওয়া হয়নি। অপরিকল্পিতভাবে সেটি তৈরি করা হয়েছিল।' মূল রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে কমপ্লেক্সটি বানানোয় ওখানে ব্যবসায়ীরা যেতে চান না। এছাড়াও ওখানে কোনও নিকাশিনালা নেই। বাজার কমপ্লেক্সে ঢোকার রাস্তাও কাদাজলে বেহাল। অনেকবার পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ জানালেও কোনও কাজ হয়নি। তাই ওই অবস্থায় পড়ে রয়েছে মার্কেট কমপ্লেক্সটি। বর্তমান বাজার থেকে মার্কেট কমপ্লেক্স যেতে গিয়ে দেখা গেল, সত্যি রাস্তার চারিদিকে আবর্জনা। নিকাশিনালা না থাকায় জল গড়িয়ে চলছে এদিক-ওদিক। শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারে। স্টলগুলো থাকলেও সেখানে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই। এই বাজার এবং কমপ্লেক্স নিয়ে স্থানীয় ক্রেতা অভিজিৎ দাস বলেন, 'বাজার কার অধীনে সেটাই তো জানলাম না। বর্তমান পঞ্চায়েত পূর্বতন সরকারের ওপর দায় ঠেলছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাজার বসানো একদম ঠিক নয়। আর স্টল যখন তৈরি আছে, সেটা নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে চালু করুক। বাজার সাজানো গোছানো হলে কিংবা কমপ্লেক্সে হলে বর্ষায় সবারই সুবিধা। এক ছাতার তলায় বাজার থাকলে বৃষ্টিতে কাউকেই কষ্ট করতে হবে না।'

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ বলেন, 'সত্যি বাজারের খারাপ অবস্থা। নিকাশিনালা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। আশা করছি দ্রুত কাজ হবে। কিন্তু মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে ওখানকার ব্যবসায়ীরা মৌখিক অভিযোগ জানালেও কোনও লিখিত সেভাবে আমাদের কাছে নেই। যদি কমপ্লেক্সে স্টল বণ্টন হয়ে থাকে ২০০০-২০০৭ মধ্যে, তাহলে তাঁরা আমাদের জানান। আমরা আলোচনা করে সেটা নিয়ে কী করা যায় দেখব।'

যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

- ২০০০ সালের আশপাশে সেখানে বাম সরকার একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার উদ্যোগ নেয়
- পান্ডাপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া সহ খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ মানুষই নিত্যপ্রয়োজনে এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল
- মডেল বাজারের ধাঁচে কমপ্লেক্সটি বানানোর চেষ্টা করা হলেও কমপ্লেক্স এবং বাজারে নেই পরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র
- বাজারের একাংশ দেখলে বাজার কম, ডাম্পিং গ্রাউন্ড বেশি মনে হবে

চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ধূপগুড়িতে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বাঙালির উৎসবের মরশুম শেষ হতেই এবার শুরু হয়েছে বিয়ের হিড়িক। পাশাপাশি রয়েছে শীতকালীন হরেক অনুষ্ঠান। এরমাঝেই বাড়ি ফাঁকা পেলেই অবলীলায় চুরির ঘটনা ঘটছে ধূপগুড়ি শহরের আনাচেকানাচে। মনে করা হচ্ছে, সময় বুঝে ফাঁকা বাড়িতে হানা দেওয়া এই চোরেরা আশপাশেরই বাসিন্দা। তবে সন্দেহের বিষয়, একেবারে পেশাদার চোরের কায়দায় নগদ টাকা এবং সোনার গয়না টার্গেট করছে এরা। এদের কাজের ধরন হাতপাকা অপরাধীদের মতো। আশঙ্কার বিষয় ধূপগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকায় নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন পাকা চোরের দলবল।

এরকমই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে চোরের হানায় সর্বস্বান্ত হলেন শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক মলয় দাসের পরিবার। শুক্রবার রাতে বিয়েবাড়ি থেকে দেড়টা নাগাদ বাড়ি ফিরে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড় গৃহকর্তার। গোটা ঘর লন্ডভন্ড। আলমারি থেকে উধাও নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁর স্ত্রী গয়না পরে বিয়েবাড়ি যাওয়ায় সেসব রক্ষা পেয়েছে চোরের হাত থেকে। প্রতিবেশী এক বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে রাত ১২টার পর এক তরুণকে বাড়ির কার্নিশ বেয়ে ওপরে উঠতে দেখা গিয়েছে। যদিও তাকে চিহ্নিত করতে পারেনি কেউ। থানায় খবর দেওয়া হলে রাতেই একজন পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে যান। শনিবার সকালে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে সন্ধ্যায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাড়ির মালিকের বক্তব্য, এরকম হতে থাকলে বাড়ি ফাঁকা রেখে কোথাও যেতে ভয় পাবে সবাই।

পুলিশ দ্রুত সুরাহার আশ্বাস দিলেও মামলা রুজু করতে পুলিশের অনীহা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার আরেক বাসিন্দা রতন বসাক এমনই অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তিনি বলেন, 'দুর্গাপুজোর অষ্টমীর রাতে বাড়িতে না থাকার সুবাদে চুরি হয়। আজ পর্যন্ত সেই চুরির কিনারা তো দূরের কথা উলটে থানায় লিখিত অভিযোগে দায়ের করতেও আমাকে হিমসিম হতে হয়।' শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ি থানার এক আধিকারিক তাঁর আবেদনপত্রে সিল, সই করে দিলেও আজ অবধি জেনারেল ডায়েরি নম্বর বা কেস নম্বর পাওয়া যায়নি। কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই রতনের বক্তব্য, ''পুলিশ বলেছিল চুরির জিনিস ফেরত পেলেই তো হল, তাহলে আর 'রিসিভ কপি' কি দরকার।'' মলয়ের ক্ষেত্রেও তদন্তে আসা আধিকারিকরা এমন কথা বলেছে। তাতে অনেকে মনে করছেন, চুরি হলেও পুলিশ সেই পরিসংখ্যা কম দেখাতেই হয়তো এমন আচরণ করছে। চুরির ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। তবে তাতে ভয় কাটছে না মলয় দাস, রতন বসাক সহ এলাকার সাধারণ মানুষের।

মন রঙিন, বয়স সংখ্যা মাত্র ...শনিবার জলপাইগুড়ির দিনবাজারে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

রেশমিকে আর্থিক সাহায্য

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবর দেখেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা গোষ্ঠ দাস। শনিবার রেশমি বেগমকে হারমোনিয়াম সারানোর পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য আর্থিক সাহায্য করেন তিনি। সাহায্য পেয়ে খুশি রেশমি ও তার পরিবার। জলপাইগুড়ি শহরের কামারপাড়ার নবাববাড়ি এলাকায় রেশমির বাস। বাড়ি বলতে তাদের সেরকম কিছুই নেই। ছোট্ট একটি ঘরে গাদাগাদি করে ৪ জন থাকে। রান্নাও হয় ওই ঘরেই। মা-বাবা রাতে মেঝেতেই থাকেন। বাবা দর্জির দোকানের কর্মী, মা রান্নার কাজ করেন। দাদা আর্থিক অনটনের চাপে পড়াশোনা ছেড়ে কাজের সন্ধানে নেমেছেন। রেশমি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ছোট থেকে গানের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল তার। বলা যায়, জন্ম থেকেই গলায় সরস্বতী বিরাজমান। কিন্তু লক্ষ্মীর অভাবে পরিবারে নেমে এনেছে আর্থিক অনটন। পড়াশোনার পাশাপাশি সংগীত বিষয় থাকায় নিয়মিত গান করতে হয় রেশমিকে। কিন্তু হারমোনিয়ামে ভালো সুর না ওঠায় খালি গলাতেই রেওয়াজ করত সে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক বলেন, 'আশীর্বাদ করছি ওর স্বপ্নপূরণ হোক। ওর পাশে সবসময় আছি।'

আরাধনা

মালবাজার, ৩০ নভেম্বর : মাল শহরের আদ্যাশক্তি মহামায়া মন্দিরের ৪৫ বছর পূর্ণ হল। শনিবার শুরু হল পুজো। নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজোর আয়োজন করছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরিবার। মাল শহরের মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বর্গীয় সুবল চক্রবর্তীর বাড়িতে রয়েছে এই মন্দির। তিনিই এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী রিনা চক্রবর্তী এবং ছেলেমেয়ে এই পুজোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

অকেজো দমকলের সার্ভিস নম্বর

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : শনিবারে হঠাৎ করে দমকলের একটি নম্বর বিকল হয়ে পড়ে। আপাতত কোতোয়ালি থানার সাহায্যে চলছে ইমার্জেন্সি সার্ভিস প্রদানের কাজ। এদিন বিকেল চারটা নাগাদ জলপাইগুড়ি ফায়ারস্টেশনের ল্যান্ডলাইন নম্বরটি অকেজো হয়ে পড়ে। যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও কোনওভাবেই তাদের কাছে দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতে পারেনি বলে অভিযোগ। কোতোয়ালি থানার সহযোগিতায় ইমার্জেন্সি খবর পৌঁছানো হয় ফায়ারস্টেশনে। সমস্যায় জলপাইগুড়ি শহরের সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ির শিরীষতলা এলাকায় এদিন একটি বাড়িতে এবং বাহাদুরের একটি ধানের গোলায় আগুন লাগে। স্থানীয়রা পুলিশের সাহায্যে ফায়ার ব্রিগেডকে খবরটি জানাতে সক্ষম হলেও দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই দমকল পৌঁছাতে কিছুটা বেশি সময় লাগে। ফোন নম্বর বিকল হওয়ার ঘটনা স্বীকার করে ফায়ার সার্ভিসের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, লাইন বিকল থাকায় তাঁদের এবং সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। স্টেশন ইনচার্জ রামেশ্বর পান্ডে বলেন, 'বিকেল চারটে থেকে আমাদের ল্যান্ডলাইন নম্বরটি অকেজো হয়ে রয়েছে। আমরা টেলিফোন অফিসে যোগাযোগ করেছি। দ্রুত লাইন ঠিক করে পুনরায় চালু করার আশ্বাস দিয়েছে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ। তবে ১০১ নম্বরটি সচল রয়েছে। লাইন চালু করার বিষয়ে আমরাও চেষ্টা করছি। পুলিশও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে।'

সংস্কারই সার, অনুষ্ঠানের সংখ্যা কম রবিতীর্থ ভবনে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : দীর্ঘ কয়েক বছর বেহাল অবস্থায় বন্ধ থাকার পর এক কোটি সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছে ময়নাগুড়ি শহরের কমিউনিটি হল রবিতীর্থ ভবন। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত এই হলটি সংস্কারের পর কয়েক মাস আগে খুলে দেওয়া হলেও সেখানে অনুষ্ঠান করতে সাড়া নেই সাংস্কৃতিক জগতের। গত কয়েক মাসে মাত্র একটি অনুষ্ঠানের বুকিং হয়েছে। বাকি দিন তালাবন্ধই থাকছে হল। ময়নাগুড়ির সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তিত্বর বক্তব্য, কমিউনিটি হল নতুনভাবে সাজানো এবং হলটি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়টি প্রশাসনের তরফে সেভাবে প্রচার না করার কারণে অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে না।

বাম আমলে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ময়নাগুড়ি কমিউনিটি হল। এই ভবনে যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হত। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে হলটি বেহাল হতে শুরু করে। পরবর্তীতে হলটি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে হলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত বছর হলটি সংস্কার করার জন্য ৯৭ লক্ষ টাকা ও বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সহ মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে কাজ শেষ করা হয়। ভবনের ভিতরে সিলিং, মঞ্চ, সিট, সাজঘর সংস্কার করা হয়। এছাড়াও ভবনের বাইরে রং, প্রাচীর মেরামত করা হয়েছে। বসানো হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম, আলো। চলতি বছরের মার্চ মাসে প্রশাসনের কর্তারা রবিতীর্থ ভবন দর্শকদের জন্য খুলে দেন।

সংস্কারের পর ময়নাগুড়ি রবিতীর্থ ভবন।

প্রচার নেই

- সংস্কারের পর গত মার্চে ভবনটি অনুষ্ঠানের জন্য খুলে দেওয়া হয়
- গত কয়েক মাসে মাত্র একটি অনুষ্ঠানের বুকিং হয়েছে
- বাকি দিন তালাবন্ধই থাকছে ভবনটি
- সাংস্কৃতিক মহলের বক্তব্য, প্রশাসন নতুনভাবে সাজানো ভবনটির প্রচার করছে না বলে বুকিং কম হচ্ছে

বর্তমানে ভবনে জেলা পরিষদের তরফে দু-একজন কর্মী রয়েছেন। অনুষ্ঠানের জন্য হলভাড়া বাবদ ধার্য হয়েছে দিনপ্রতি সাত হাজার টাকা।

তবে সংস্কারের পরেও হলটি সেরকম ভাড়া পাচ্ছে না। এব্যাপারে ময়নাগুড়ির সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্ব জেলা পরিষদের প্রচারের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন। সংগীতশিল্পী চপল সেন বলেন, 'ময়নাগুড়ি শহরে রবিতীর্থ ভবন নিয়ে মানুষের মধ্যে আবেগ রয়েছে। সেখানে যাতে আরও বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়, সেব্যাপারে প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে হবে।' বিশিষ্ট সঞ্চালক তথা আবৃত্তিকার সৌমিক চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'কমিউনিটি হলে আয়োজন করার মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। এখন শহরে বিচিত্রানুষ্ঠান ও কার্নিভালের রমরমা। নতুন প্রজন্ম উৎসাহী না হলে এই ধরনের কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠান কমে যাবে।' নাট্যব্যক্তিত্ব অলোক দত্তের কথায়, 'প্রশাসনের উচিত এব্যাপারে সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রবিতীর্থ ভবনকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার পরিকল্পনা করা।' ময়নাগুড়ি সংগীত সংসদের সম্পাদক জয়ন্ত চক্রবর্তী মনে করেন, ভাড়া কিছুটা কম হলে কমিউনিটি হলে ছোট ছোট অনুষ্ঠান আয়োজনে আগ্রহ বাড়বে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'মানুষের দাবির কথা মাথায় রেখে রবিতীর্থ ভবন সংস্কার করা হয়েছে। ভবনটিকে রক্ষা করার জন্যও মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে, যাতে ভবনটি বেশি করে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।'

ঋণের ফাঁদ থেকে দ্রুত মুক্তি পাবেন কীভাবে?

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

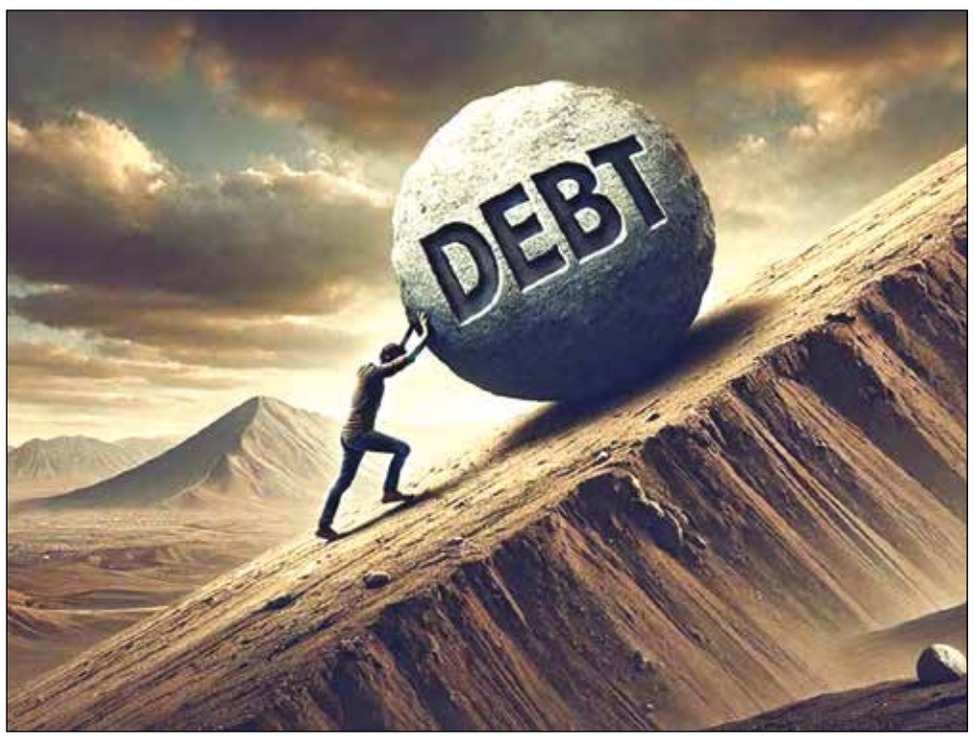

যে কোনও মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবারের কাছে ঋণ এখন একটি বাস্তবতা। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সহজেই ঋণ পাওয়া যায়। তাই যে কোনও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা মেটাতে কম-বেশি ঋণের বোঝা বইতে হয় অনেককেই। কিন্তু ঋণ ব্যবস্থাপনা বা ঋণ নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা করতে না পারলে তা আর্থিক চাপ তৈরি করতে পারে। অনেক সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

শুধু জমি-বাড়ি বা গাড়ি নয়, ক্রেডিট কার্ড এবং ব্যক্তিগত ঋণ নিয়েও অনেকে নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই সুদের হার বা ঋণ পরিশোধের সময় ভিন্ন হয়। যে ধরনের ঋণ নেওয়া হোক না কেন, সেই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিশদ ধারণা না থাকলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। প্রয়োজনে ঋণ তো নিতেই হবে, তবে সঠিক ব্যবস্থাপনায় দ্রুত ঋণের বোঝা কমিয়ে ফেলা যায়।

ক্রেডিট কার্ডের ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার তুলনামূলক অনেক বেশি হয়। নিয়মিত নজরদারি না থাকলে এই সকল ঋণের বোঝা দ্রুত হারে ভারী হতে থাকে। শোধ করতে আপনি যত বেশি সময় নেবেন, তত বেশি সুদ দিতে হবে আপনাকে। ঋণ দ্রুত পরিশোধ করার কৌশলগুলি হল—

■ ধরা যাক আপনার ৩৬ শতাংশ হার সহ একটি ক্রেডিট কার্ড ঋণ এবং ১৪ শতাংশ সুদের হার সহ একটি ব্যক্তিগত ঋণ আছে। তবে সর্বদাই অগ্রাধিকার দিতে হবে চড়া সুদের ঋণ অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডের ঋণকে। দুই ঋণের ন্যূনতম অর্থ প্রদান করার পর বাড়তি অর্থ দিয়ে ক্রেডিট কার্ডের ঋণ কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করুন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেয় সুদের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করবে এই কৌশল।

■ প্রথমে ছোট ঋণ পরিশোধ করার ওপর ফোকাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আপনার ক্রেডিট কার্ডের ঋণ ১ লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিগত ঋণের অঙ্ক ৩০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে। তাহলে বড় অঙ্কের ঋণের মোকাবিলা করা সহজ হবে। এই কৌশল অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক। ছোট ছোট জয় বড় জয়ের অনুপ্রেরণা দেবে।

■ দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা ব্যালেন্স ট্রান্সফারের সুবিধা দেয়। সেক্ষেত্রে আপনি কোনও ক্রেডিট কার্ডে আপনার চড়া সুদের ঋণ ট্রান্সফার করতে পারেন। ওই সময় ক্রেডিট কার্ডে হয়তো সুদের হার কম। এতে আপনার আসল পরিশোধ দ্রুত হবে এবং সুদ কম গুনতে হবে।

■ হঠাৎ যদি আপনার হাতে বাড়তি অর্থ চলে আসে তবে সেই অর্থ দিয়ে ঋণের কিছু অংশ এককালীন পরিশোধ করতে পারেন। এতে আপনার ইএমআই অনেকটাই কমে যাবে। এবং ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন। বড় অঙ্কের ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে এই কৌশল খুবই কার্যকর হয়।

ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার ক্রেডিট স্কোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একাধিক ঋণ নেওয়া থাকলে ক্রেডিট স্কোর বজায় রাখতে ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্য রাখতে হবে। আর্থিক ক্ষতি না করে একাধিক ঋণ পরিচালনা করার উপায়—

■ সময়ে ইএমআই দিতে ভুলবেন না। যে কোনও ঋণ বা ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে না দিলে ক্রেডিট স্কোর কমে যাবে। সময়ে পেমেন্ট নিশ্চিত করতে 'অটো-ডেবিট' বিকল্প ব্যবহার করতে হবে।

■ আপনার যদি একাধিক ঋণ থাকে তাহলে কম সুদের হার সহ একটি ঋণে তাদের একত্রিত করুন। দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক ব্যক্তিগত ঋণ একত্রিত করার সুযোগ দেয়। এতে সুদের বোঝা কমে এবং পরিশোধ করা সহজ হয়।

■ ঋণ নেওয়ার আগে আপনার মাসিক বাধ্যতামূলক খরচ এবং ইএমআই সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাসিক আয়ের সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ইএমআইয়ের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

■ ক্রেডিট কার্ড থাকলে অনেক সময় বাড়তি খরচ হয়, তাই আপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঋণ নেওয়া বাস্তব হলেও অনেক সময়ে ঋণ একটা ফাঁদ তৈরি করে। অনেকে পুরোনো ঋণ পরিশোধ করতে নতুন ঋণ নিয়ে থাকেন। যাতে সুদ বেশি দিতে হয়। এমন প্রক্রিয়া চললে ঋণের ফাঁদ তৈরি হয় যা বিপজ্জনক আর্থিক পরিস্থিতি তৈরি করে। এই ধরনের ফাঁদ এড়িয়ে চলার কৌশলগুলি হল—

■ যে কোনও ঋণের ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম অর্থ পরিশোধের সুযোগ দেন ঋণ দাতারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার ক্রেডিট কার্ডে ৩৬ শতাংশ হারে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেবেন। ঋণদাতা মোট ঋণের ৫ শতাংশ হারে পরিশোধ করার সুযোগ দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্থ পরিশোধের সুযোগ নিলে অনেক বেশি সময় লাগবে ঋণ পরিশোধ করতে। সুদও বেশি গুনতে হবে। তাই নিজের আর্থিক ক্ষমতা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ হারে ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

■ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যেমন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিলাসিতা, বিনিয়োগ ইত্যাদি। এই ধরনের খরচে ঋণ নিলে ভবিষ্যতে প্রবল আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে। ভ্রমণ, ব্যয়বহুল কোনও গ্যাজেট, বিয়ে ইত্যাদির জন্যও ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। এই খরচ মেটানোর জন্য পরিকল্পনামাফিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

■ জীবনে চলার পথে হঠাৎই বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হতেই পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে নিজেদের আপৎকালীন ফান্ড বা তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে। শুরুতেই ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

■ যে কোনও ঋণ নেওয়ার আগে ঋণ সম্পর্কিত নথি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। সব দিক বিবেচনা করে তবেই ঋণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে, দৈনন্দিন জীবনে বিশেষত দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঋণ এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তবুও ঋণ নেওয়া এবং তার ব্যবস্থাপনার সঠিক কৌশল অবলম্বন করলে সেই ঋণ পরিশোধ সহজ হয়। আর্থিক চাপ তৈরি হয় না। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, ঋণ পাওয়া সহজ হলেও একেবারে বাধ্য না হলে ঋণ এড়িয়ে চলতে হবে। ঋণের বোঝা অবসর জীবন শুরুর আগেই মুছে ফেলতে হবে। অবসর জীবনে আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে তা বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

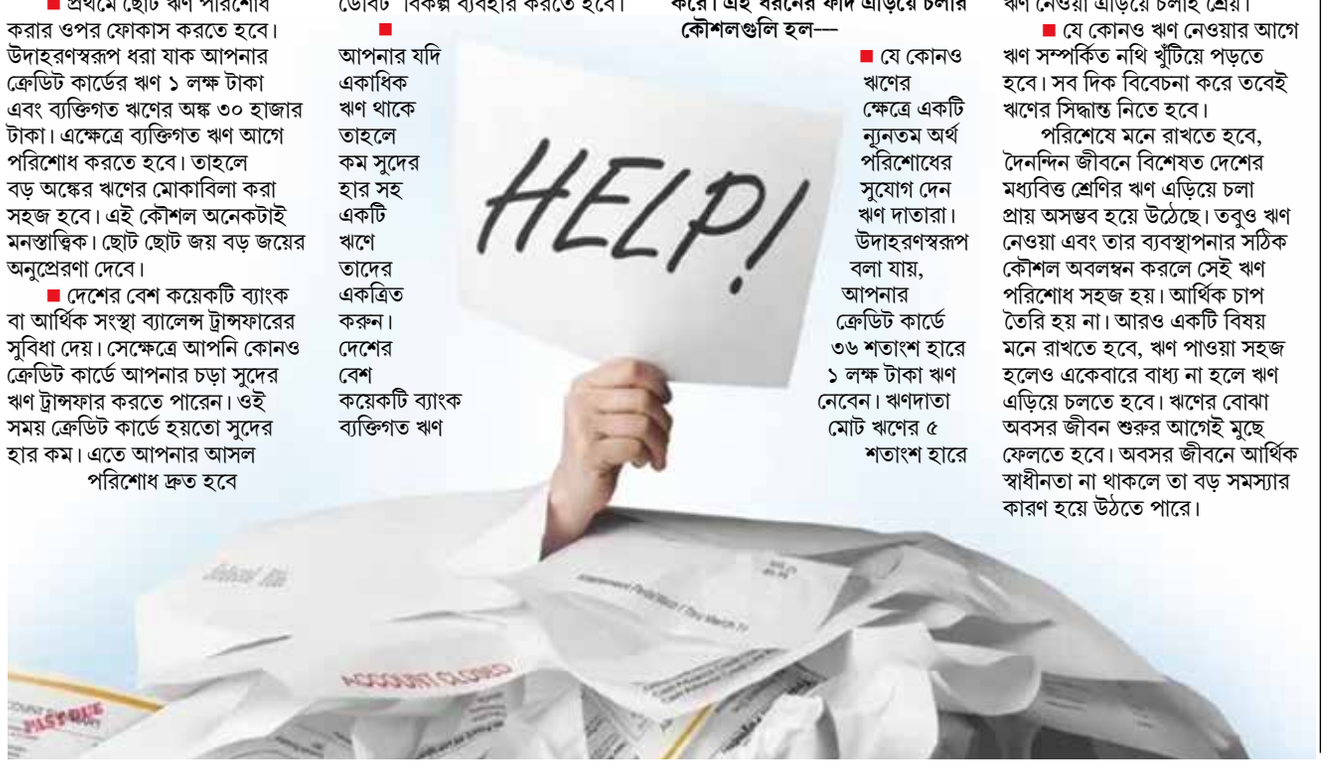

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ

● **সেক্টর :** কেবলস ● **বর্তমান মূল্য :** ৪৩১৩ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ২৮২২/৫০৩৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৩৮৯৪৪ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ৩৪৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.০৮ ● **পিই:** ৬২.৪ ● **ইপিএস :** ৬৯.১৪ ● **পিবি :** ১২.৩৭ ● **আরওসিই :** ২৭.২ শতাংশ ● **আরওই :** ২০.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৫৬০০

একনজরে

■ ১৯৬৮-এ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা এক্সট্রা হাইভোল্টেজ (ইএইচভি) কেবল সহ প্রায় সব ধরনের কেবল তৈরি করে। বর্তমানে ইপিসি সার্ভিসও দেয় এই সংস্থা।

■ প্রায় ৩০ হাজার চ্যানেল পার্টনার, ৩৮টি শাখা অফিস, ২২টি ডিপো, ২৩টি ওয়্যারহাউস এবং ১৬৫০ ডিস্ট্রিবিউশন পার্টনার রয়েছে এই সংস্থার।

■ বিদ্যুৎ, তৈল শোধনাগার, রেলওয়ে ইত্যাদি সেক্টরে সংস্থাটির লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি রয়েছে। ইনফোসিস, এইচএসবিসি সহ একাধিক সংস্থা কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজের অন্যতম ক্লায়েন্ট।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১৭.২১ শতাংশ বেড়ে ২২৭৯.৬৫ কোটি টাকা হয়েছে। নিট মুনাফা ১০.৪১ শতাংশ বেড়ে ১৫৪.৮১ কোটি টাকা হয়েছে।

■ কেবলস অ্যান্ড ওয়্যারস ক্ষেত্রে আয় ২০.৬২ শতাংশ এবং স্টেনলেস ওয়্যার ক্ষেত্রে আয় ১.৯৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে ইপিসি ক্ষেত্রে আয় কমেছে।

■ কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজের হাতে ৩৮৪৭ কোটি টাকার বরাত রয়েছে।

■ বিশ্বের ৬০টি দেশে নিজেদের পণ্য সরবরাহ করে এই সংস্থা।

■ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আগামী অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১৪০০-১৬০০ কোটি টাকা লগ্নি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এই সংস্থা।

■ সম্প্রতি কিউআইপি-এর মাধ্যমে ২০০০ কোটি টাকা তুলেছে কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ।

■ প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৩৭.০৬ শতাংশ শেয়ার। বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে ৩১.১১ শতাংশ শেয়ার। অন্যদিকে ১৬.০১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে।

■ মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের অস্থিরতা ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের শেষে বড় অঙ্কের উত্থান-পতন ফের সূচকের অভিমুখ নিয়ে ধন্দ তৈরি করল। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৯,৮০২.৭৯ এবং ২৪,১৩১.১০ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহে সেনসেক্স ৭৬,৮০২.৭৩ এবং নিফটি ২৩,২৬৩.১৫ পয়েন্টে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে মাত্র ৬ দিনের লেনদেনে বর্তমান উচ্চতায় ফিরে এসেছে দুই সূচক। নিফটি ২৩৮০০ এবং সেনসেক্স ৭৯০০০-এর অবস্থান ধরে রাখতে পারলে ফের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু হতে পারে। না হলে ফের তলিয়ে যেতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

অক্টোবরের আগে টানা সাড়ে তিন বছর বুল রান চলেছে শেয়ার বাজারে। অক্টোবরে প্রথম ৬ শতাংশ সংশোধন হয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। এর নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে টানা শেয়ার বিক্রি করে আসছে তারা। সম্প্রতি তারা শেয়ার কেনা শুরু করলেও ফের চলতি সপ্তাহের শেষে দু'দিনে তারা শেয়ার বিক্রি করেছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির এই কর্মকাণ্ড ফের দেশের শেয়ার বাজার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি শেয়ার বাজারের তুলনায় এই দেশের শেয়ার বাজারে চড়া দাম, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফেরা, চিনের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর আশা, ডলার শক্তিশালী হওয়া ইত্যাদি কারণে এতদিন শেয়ার বিক্রি করে আসছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন ছাড়া তারা কেন শেয়ার কেনা শুরু করল এবং ফের বিক্রি করল তা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

শেয়ার বাজারে সাম্প্রতিক উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোটের বিপুল জয়। রাজ্যে ক্ষমতা পুনর্দখল করে সরকার গঠন প্রক্রিয়া সফলভাবে মিটলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে। টানা পতনের পর অনেক কম দামে শেয়ার কেনার সুযোগও নিয়েছেন লগ্নিকারীরা। আদানি ঘুষ কাণ্ডের প্রভাবে শেয়ার বাজার ধাক্কা খেলেও আদানি গোষ্ঠীর এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিবৃতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিবৃতি ফের এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদর এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে। যা সূচকের উত্থানে মদত দিয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে ৫.৪ শতাংশ হয়েছে। প্রত্যাশা ছিল এই হার ৬.৫ শতাংশ হতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের জিডিপি বৃদ্ধির হার গত দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়েছে। নজর থাকবে ঋণনীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠকের ওপরও। ডিসেম্বরের গোড়ায় বৈঠকে বসবে এই কমিটি। জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় সুদের হার কমানোর ঝুঁকি নিতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক। যদি ঝুঁকি নিয়ে সুদের হার ০.২৫-০.৫০ শতাংশ কমানো হয় তবে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠবে শেয়ার বাজার। সেই উত্থান গতি পাবে গাড়ি বিক্রির পরিসংখ্যান, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী পদক্ষেপ ইত্যাদি ইতিবাচক হলে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-ইরান সংঘাত কোন দিকে যায়, সেই বিষয়ও প্রভাব ফেলবে শেয়ার বাজারে। অন্যদিকে, সোনার দাম সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে অনেকটাই নেমে এসেছে। যা সোনায় লগ্নির সুযোগ এনেছে। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সোনার দাম। একই কথা প্রযোজ্য আরেক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **আরসিএফ :** বর্তমান মূল্য-১৭৯.০৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৫/১১৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৬০-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮৭৭ টার্গেট-২৩০।

■ **ইলেক্ট্রো স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১৫২.৫৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩৭/১০৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৪২-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৪৩১, টার্গেট-২১৫।

■ **পাওয়ার গ্রিড :** বর্তমান মূল্য-৩২৯.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৬৬/২০৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩০৫-৩২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৬৩৬১, টার্গেট-৪১০।

■ **থার্মেক্স :** বর্তমান মূল্য-৪৫৯০.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৫/১৯২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৪৩৮০-৪৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৪৬৯৩, টার্গেট-৬২৫০।

■ **গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স :** বর্তমান মূল্য-১৬৭৯.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৩৪/৬৭৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৫৫০-১৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯২৩৬, টার্গেট-২২৫০।

■ **আমারা রাজা ব্যাটারি :** বর্তমান মূল্য-১২৮০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৭৬/৭১৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১১৮০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৪৪০, টার্গেট-১৭০০।

■ **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১২৯২.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬০৯/১১৮৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৪৮৬৫৩, টার্গেট-১৬৫০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি কমে দাঁড়াল ৫.৪ শতাংশে

বোধিসত্ত্ব খান

মুনাফা কমার আশঙ্কায় বিভিন্ন কোম্পানিগুলি

প্রায় মাসখানেক ধরে পতনের পর নিফটি এবং সেনসেক্স কিছুটা রিলিফ র‍্যালি আসার পর বিনিয়োগকারীরা কিছুটা স্বস্তিতে ছিলেন। আদানি গ্রুপকে নিয়ে নতুন বিবাদের পর শেয়ার বাজারে নতুন করে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। যদিও হোয়াইট হাউস পরবর্তীকালে আশ্বস্ত করে যে, এই বিবাদ থেকে বেরিয়ে আশা সম্ভব।

র‍্যালি দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই আমেরিকাতে অক্টোবরে যে কনজামশান ডেটা প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় যে, মানুষ মনের সুখে এবং হাত খুলে খরচ করেছেন ও এর প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধিও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পরই ভারতের বিভিন্ন আইটি কোম্পানির শেয়ারদরে পতন আসতে থাকে। কারণ, হিসেবে ধারণা করা হয় যে, আমেরিকাতে মূল্যবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল ব্যাংক হয়তো বা এই বছর আর কোনও ইন্টারেস্ট রেট কাট করা বা কমানোর কথা ভাববে না। এমনটি হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তা বিভিন্ন ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলির রেভেনিউ এবং মুনাফার ওপর প্রভাব ফেলবে। সেখানকার গ্রাহকরা যে অর্ডার বৃদ্ধির কথা ভাবতেন তা হয়তো বা তারা পিছিয়ে দেবেন।

শুক্রবার অবশ্য নিফটি এবং সেনসেক্স নতুন করে র‍্যালি হয়। বিশেষত বৃদ্ধি আসে আদানি গ্রিন এনার্জি (২১.৭৭ শতাংশ), আদানি এনার্জি সলিউশন (১৩.৪৪ শতাংশ), এলআইসি ইন্ডিয়া (৫ শতাংশ), হাডকো (৪.৮০ শতাংশ), ভারতী এয়ারটেল (৪.২৮ শতাংশ) প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলিতে সবচেয়ে বেশি পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে পুনাওয়ালা কর্প (-৪.৯০ শতাংশ), কোলগেট (-৩.৭১ শতাংশ), কেপিআইটি (-৩ শতাংশ), অয়েল ইন্ডিয়া (-২.৮০ শতাংশ) প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি শুক্রবার তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ক্যাপলিন ল্যাবস, প্রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ, লরাস ল্যাবস, ডিক্সন টেকনলজি, কেফিন টেকনলজি প্রভৃতি। যে কোম্পানির শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ এবং ইন্টেলেক্ট ডিজাইন।

অনেকদিন ধরেই ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ তাদের মাইক্রোফিন্যান্স পোর্টফোলিও নিয়ে সমস্যায় রয়েছে। অ্যাসেট কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন ঋণ ফেরত দিতে পারবেন তা নিয়েই সন্দেহ রয়েছে। ঠিক এই ধারণা করেই গোল্ডম্যান স্যাকস এই কোম্পানিটিকে ডাউনগ্রেড করেছে এবং সেল রেটিং দিয়ে রেখেছে। এই খবর বের হওয়ার পরেই ক্রেডিট অ্যাক্সেসে প্রায় ৮.৫ শতাংশ পতন এসেছে। এই নিয়ে ২০২৪-এ এই কোম্পানির শেয়ারদরে প্রায় ৩৫ শতাংশ পতন এসেছে। তবে ক্রেডিট অ্যাক্সেস নিয়ে যে কেবল খারাপ খবর আছে তেমনটি নয়। সিটি গ্রুপ এবং জার্মান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (ডিইজি) যথাক্রমে ১৭০ কোটি টাকা এবং ২৫ মিলিয়ন ইউরো ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণকে দিয়েছে কো ফিন্যান্সিং কোলাবোরেশনের অংশ হিসেবে। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেই যে বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা বোঝা যায়।

তবে শুক্রবার ভারতের শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির মধ্যে একটি আশা ছিল যে, হয়তো বা ভারতের জিডিপি দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৬.৩ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। বাস্তবে তা মোটেই হয়নি। বিগত বছরের ৮.১ শতাংশের তুলনায় ভারতের জিডিপি কমে এসেছে ৫.৪ শতাংশতে। অন্যদিকে, জিভিএ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) কমে এসেছে ৭.৭ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশতে। গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড মাসে একটি দেশের উৎপাদিত মোট পণ্য এবং পরিষেবার মোট মূল্য। আর জিডিপি হল জিভিএ-এর সঙ্গে বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার ওপর সংগৃহীত ট্যাক্স এবং তার থেকে যে সাবসিডি দেওয়া হয়েছে তা বাদ দেওয়া। জিডিপি বৃদ্ধি দু'ভাবে সম্ভব। প্রথমত, ট্যাক্স বৃদ্ধি করে এবং দ্বিতীয়ত, সাবসিডির পরিমাণ কমিয়ে। এই মুহূর্তে সরকার কতটা ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। হয়তো বা সাবসিডির পরিমাণ কমতে পারে সামনের মাসগুলিতে। সরল ভাষায় বুঝতে গেলে একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধি মানে হল, তার ঘরে ইনকাম বৃদ্ধি হওয়া। কিন্তু জিডিপি কমা মানে হল, ইনকাম কমে যাওয়া।

বিভিন্ন কোম্পানির সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ফলাফল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, কোম্পানিগুলির লাভ কমেই চলেছে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা কমছে, কারণ মধ্যবিত্তের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নেই। শুক্রবার প্রকাশিত জিডিপি নম্বর হাতে আসার পরই বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, এবার কি আরবিআই ইন্টারেস্ট কাট নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করবে কি না। কারণ, ঋণে সুদের হার না কমলে, মানুষ নতুনভাবে ঋণ গ্রহণ করে গৃহ, গাড়ি বা এসি, ওয়াশিং মেশিন কিনবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

চিত্র বিকৃতি
(১৯ নভেম্বর)

নারী সশক্তিকরণের প্রতীক হিসেবে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের দেওয়ালে রংতুলিতে আঁকা বিভিন্ন ছবি বিকৃত করা হয়েছে। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে শহরে।

গোলাপ সুবাস
(২১ নভেম্বর)

মহানন্দার পাড় হোক বা ইস্টার্ন বাইপাসের ধার, কটু গন্ধের বদলে সেখানে মিলতে পারে গোলাপ সহ নানা ফুলের সুবাস। এমনই ভাবনা নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও
(২১ নভেম্বর)

ট্যাব কাণ্ডের মতো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও সাইবার চোরেদের হানাদারির সন্দেহ। বেশকিছু উপভোক্তার টাকা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের বদলে অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে।

অন্য ভাবনা
(২৩ নভেম্বর)

হস্টেল নেই তাই অভিভাবকরা বিমুখ। সমস্যা মেটাতে কালচিনি ও মাদারিহাটে দুটি সরকারি ইংরেজিমাধ্যম ও একটি হিন্দিমাধ্যম স্কুলে হস্টেল চালুর ভাবনা প্রশাসনের।

ক্যালিফোর্নিয়াম কেলেঙ্কারি

রণজিৎ ঘোষ

কাকতালীয় যোগ। তৃণমূল কংগ্রেস মারণ রাসায়নিক আমদানি করছে বলে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেছিলেন। তা নিয়ে হাসাহাসিও হয়েছিল। এবারে নকশালবাড়ি এবং মিরিক ব্লক সীমান্ত এলাকার বেলগাছি চা বাগানে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর বাড়ি থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক সন্দেহে একটি বস্তু উদ্ধার হতেই সবার চোখ কপালে। যেন মোবাইলের ওয়েব সিরিজের গল্প বাস্তবে মাটিতে নেমে এল।

ক্যালিফোর্নিয়াম। কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। মানুষের তৈরি একটা ধাতব পদার্থ। যার সঙ্গে খুব বেশি পরিচয় আমাদের সাধারণ মানুষের থাকার কথা নয়, ছিলও না। কিন্তু নকশালবাড়ি এবং মিরিক ব্লক সীমান্ত এলাকার বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক লাইনের এক বাসিন্দা ক্যালিফোর্নিয়াম সন্দেহে একটি বস্তু সহ গ্রেপ্তার হতেই চক্ষু চড়কগাছ। এ তো যেমনতেমন বিস্ফোরক নয়, রীতিমতো পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় খুব স্পর্শকাতর একটি ধাতব পদার্থ। আন্তর্জাতিক বাজারে যার এক গ্রামের দাম প্রায় ১৭ কোটি টাকা। শুধু আকাশছোঁয়া দামই নয়, এর বিকিরণ শক্তি এতটাই যে, সঠিকভাবে সংরক্ষণ না হলে মানুষের প্রাণ পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ সংলগ্ন চিকেন নেক শিলিগুড়ি অঞ্চলে এই ধাতব এবং ডিআরডিও নথি উদ্ধারের ঘটনায় দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, ধৃত ব্যক্তির স্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক সহ দেশের সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন এজেন্সি এসব নিয়ে কাজ করে। এক-একটি দেশে প্রতি বছর খুব বেশি হলে দুই-তিন গ্রাম ক্যালিফোর্নিয়াম তৈরি করে। কিন্তু সেটাও খুব সতর্কতার সঙ্গে এটা তৈরি করা থেকে সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করতে হয়। এর ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক প্রাক্তন সেনাকর্তা বলছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়াম এমন একটি রেডিওঅ্যাক্টিভ যার এক গ্রাম টুকরোর সামনে একটি নতুন ব্যাটারি ভর্তি টর্চ জ্বালিয়ে রাখলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এর বিকিরণ সেই টর্চের ব্যাটারির ক্ষমতা শুষে নেবে এবং সেই টর্চটি নিভে যাবে। আবার এটা মানব শরীরে ধারেকাছে এলেও এর বিকিরণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অচল করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। হিরোসিমায় যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল সেখানেও এই ক্যালিফোর্নিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। যার প্রভাবে সেখানে কয়েক দশক পরেও মানুষ শারীরিক সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। অর্থাৎ সেখানে ক্যালিফোর্নিয়ামের বিকিরণ এখনও রয়েছে এটা প্রমাণিত। কিন্তু কী এই ক্যালিফোর্নিয়াম? যা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে এত হইচই হচ্ছে। সেনা সূত্রের খবর, এটি মানুষের তৈরি একটি ধাতব পদার্থ। গবেষণাগারে কিউরিয়াম এবং আলফারের মিশ্রণে এটি তৈরি হয়। এই ধাতব পদার্থটি এতটাই শক্তিশালী যে এর সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রকার কনটেনার তৈরি করতে হয়। সাধারণ মানুষের হাতে কোনওভাবেই এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ আসার কথা নয়।

শিলিগুড়িতেও ক্যালিফোর্নিয়াম সন্দেহে একটি বস্তুর উপস্থিতি নিয়ে এখন দেশজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। নকশালবাড়ি এবং মিরিক সীমান্তের বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা ফ্রান্সিস এক্কার বাড়িতে ক্রেতা সেজে হানা দিয়ে ভারতীয় সেনা, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) এবং দার্জিলিং পুলিশের যৌথ দল প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনস্থ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (ডিআরডিও) প্রচুর নথিপত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়াম ভরা কনটেনার বাজেয়াপ্ত করেছে। ফ্রান্সিসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিই শুধু নয়, গোটা দেশজুড়ে আলোড়ন ছড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে শুরু করে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) সহ অন্য জাতীয় গোয়েন্দা এবং সুরক্ষা এজেন্সিগুলিও এই নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে।

প্রশ্ন উঠছে, একটা প্রান্তিক এলাকার চা বাগানে ক্যালিফোর্নিয়ামের মতো রেডিওঅ্যাক্টিভ কীভাবে এল? রেডিওঅ্যাক্টিভটি আদৌ আসল কি না সেটা পরীক্ষার জন্য নিশ্চই পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। কিন্তু যেভাবে আসল রেডিওঅ্যাক্টিভগুলি সংরক্ষিত হয়, সেনা এবং পুলিশ যৌথ অভিযানে ফ্রান্সিসের বাড়ি থেকে ঠিক একইরকম কনটেনার উদ্ধার করেছে। ফলে এই ঘটনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে দেশের সুরক্ষা এজেন্সিগুলি। সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পের এক কর্তার কথায়, 'উদ্ধার হওয়া ক্যালিফোর্নিয়াম এবং ডিআরডিও'র নথি আসল হোক বা নকল, একটা পাচারচক্র যে এই অঞ্চলে সক্রিয় সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ফ্রান্সিসের মতো লিংকম্যানরা এসব একজনের কাছ থেকে অন্যজনের হাতে তুলে দিয়ে মোটা টাকা কমিশন পেত। ফলে এর পিছনে শুধু এদেশই নয়, আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের যোগ থাকতে পারে।'

কাটা যায় ব্লেডেই

রুপোলি-সাদা এই ধাতু ঘরের তাপমাত্রায় বাতাসের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে জারিত হয়। মজার বিষয় বলতে এটি এতটাই নমনীয় যে সাধারণ দাড়ি কাটার ব্লেড দিয়ে একে কাটা যায়। এর স্পেকট্রাম সুপারনোভায় শনাক্ত করা হয়েছে। দাম প্রতি গ্রাম প্রায় ১৭ কোটি টাকা। বিজ্ঞানভিত্তিক নানা গবেষণায় এর গুরুত্ব অনেকটাই।

পাঁকে পড়াশোনা

রাহুল দেব

কিছুদিন ধরে খবরের শিরোনামে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। কখনও ক্যাগের রিপোর্টে কয়েক কোটি টাকার অসংগতি, আবার কখনও অশিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলনে কাজকর্ম স্তব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা লাটে ওঠায় ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন।

কবি শুভ দাশগুপ্ত লিখেছেন 'হেই রাজা তুই ল্যাংটো এটা বলতে চায় না লোক/যে বলে তার নাম রটে যায় আস্ত আহাম্মক।' রাজার এভাবে এই নগ্ন হয়ে থাকার বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সালটা ২০২০। একদিন পরপর খবরের শিরোনামে উত্তর দিনাজপুর জেলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। কখনও বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করায় অধ্যাপককে ছুটিতে পাঠানো, আবার কখনও সেই অধ্যাপকের পাশে দাঁড়িয়ে আওয়াজ তোলায় অপর অধ্যাপককে কারণ দর্শানোর চিঠি। আবার কখনও বা খোদ তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে গিয়ে অধ্যাপকদের একাংশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম বা দুর্নীতি নিয়ে সরব হওয়া। এরকম রকমারি ঘটনা ঘটেছে ২০২০ সালে। আর এই বিষয়গুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত করায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিকদের ধরে ধরে আইনি নোটিশ দিতে সিদ্ধহস্ত ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা 'ক্যাগ' রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অডিট করে গিয়েছিল। সম্প্রতি ক্যাগের সেই রিপোর্ট সামনে আসায় চক্ষু চড়কগাছ সকলের। কোটি কোটি টাকার কাজ, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, কম্পিউটার, চার চাকা ইত্যাদি কেনা হয়েছিল কোনওরকম টেন্ডার ছাড়াই! ক্যাগের রিপোর্ট ইস্যুতে মুখে কার্যত কুলুপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তৎকালীন উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি যদিও 'ভুল-ত্রুটি'-র সমস্ত দায়ভার রেজিস্ট্রার ও ফিন্যান্স অফিসারের ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত হয়েছেন। তৎকালীন রেজিস্ট্রার পঙ্কজ কুণ্ডু আবার সমস্ত কিছুর দায় তৎকালীন উপাচার্য ও ফিন্যান্স অফিসারের ওপর চাপিয়ে চাপমুক্ত হয়েছেন। তৎকালীন ফিন্যান্স অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়েই কম্পিউটার ও আসবাবপত্র কেনার কথা জানিয়েছিলেন।

তাহলে কি বিরোধীদের অভিযোগ সত্যি? রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (চাকরি চুরির অভিযোগে যিনি এখন বিচার বিভাগীয় হেপাজতে) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিল ভুঁইমালির কাছেই পিএইচডি করেছিলেন। তাই কেউ প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম নিয়ে বলতে গেলে অনিলবাবু বুকপকেট থেকে কলম বের করে 'এটা শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া উপহার' বলে তাঁকে চুপ করিয়ে দিতেন, এমনটাই বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একাংশের। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে সহকারী-সহযোগী-অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একাধিকবার অভিযোগ এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমে জোরদার আন্দোলন করেছিলেন খোদ তৎকালীন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীও।

অন্যদিকে, বর্তমান রাজ্যপাল মনোনীত অস্থায়ী উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বসেছেন প্রতিষ্ঠানের অশিক্ষক কর্মীরা। ফলে বিভিন্ন ধরনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্দরে। মূলত রাজ্যের শাসকদলের শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতি যিনি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অশিক্ষক কর্মী হিসেবে কর্মরত, তাঁকে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্যপাল মনোনীত বর্তমান উপাচার্য। এই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতেই আন্দোলন তাঁদের।

এখন প্রশ্ন হল, এসবের শেষ কোথায়! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে পরিচিত। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যদি জনগণের করের টাকা লুটপাট (ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী) হয়, প্রতিদিন কাজকর্ম ব্যাহত করে আন্দোলন হয় তাহলে কীভাবে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে এমনিতেই অর্ধেক আসন ফাঁকা বলে সূত্রের খবর। তার ওপর ক্যাগের এই ধরনের রিপোর্ট এবং প্রতিষ্ঠানে রোজ আন্দোলনের ফলে শিক্ষা মহলের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে বলেই মনে হয়।

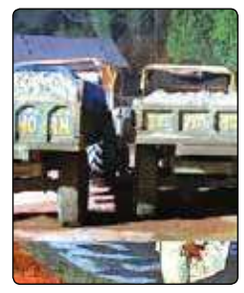

অফিসারদের মার
(২৫ নভেম্বর)

বালি পাচারকারীদের হাতে প্রহৃত হলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। বালুরঘাটের বোয়ালদারে রাজাপুর এলাকার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা।

দুর্ভাগা বটে
(২৭ নভেম্বর)

মন্দিরে সিসিটিভি থাকায় নিজেকে চাদরে মুড়ে চুরি করতে গিয়েছিল চোর। কিন্তু চাদর সরে যাওয়ায় ধরা পড়তে হল। দিনহাটার এক কালী মন্দিরের ঘটনা।

কর-এ অনীহা
(২৭ নভেম্বর)

এলাকায় বহুদিন হল পানীয় জল পরিষেবা চালু নেই। একারণে ময়নাগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পুরকর দিতে চাইছেন না।

সুপথে ফেরা
(২৯ নভেম্বর)

ছিলেন চোলাই বিক্রেতা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলঘেরা বনবস্তির দরিদ্র তরুণ মহেশ রাভা এখন ছোটদের পড়াতে চান।

কর হাপিস
(২৯ নভেম্বর)

ভুটানে ব্যবসা দেখিয়ে ১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ইনপুট ট্যাক্স গায়েব। জয়গাঁর ব্যবসায়ী ধৃত। জয়গাঁর পাশাপাশি ধূপগুড়ি ও শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের জড়িত থাকার প্রমাণ।

নাব্যতা বৃদ্ধিতে
(২৯ নভেম্বর)

জলপাইগুড়ি শহরকে ভালোভাবে রাখতে করলা নদীর ড্রেজিংয়ের জন্য সেচ দপ্তর পরিকল্পনা করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে থেকে মোহনা পর্যন্ত ১৫ কিমি ড্রেজিং করা হবে।

সবার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে

অসীম দত্ত

দিনকয়েক আগের কথা। পাচারকারীদের হাত থেকে অসুস্থ এক শিশুকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার শরীরের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। কী হবে কী হবে ভেবে যখন সবার মাথা খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি থাকা প্রসূতিরাই তখন মুশকিল আসানের ভূমিকায়।

আসল মায়ের হদিস নেই। তবে মায়ের অভাবও নেই। শিশু বিভাগে থাকা প্রসূতিরাই যেন যশোদা, দেবকীর ভূমিকায়। যদিও বিহার থেকে হাতবদল হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আসা সেই শিশুর সংকট এখনও কাটেনি। গভীর চিন্তায় শিশু বিভাগের নার্স থেকে শুরু করে চিকিৎসকরা। যশোদা, দেবকীর ভূমিকায় শিশু বিভাগেই সংকটাপন্ন ওই শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সংগীতা রায়, পূর্ণিমা ওরাওঁ, রেণু রবিদাসের মতো প্রসূতিরা। নিজের সন্তানদের পাশাপাশি অবিভাবকহীন ওই অনাথ শিশুটিকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এখন এই মায়েদের কাঁধেই।

অবহেলা, অনাদর, অযত্ন, অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা সেই শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ গোটা হাসপাতালের কর্মীদের কাছে। বিহার থেকে পাচারকারী গ্যাংয়ের খপ্পরে পড়া আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে চলে আসা ওই শিশুর পর্যবেক্ষণে শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই নয়, শিশুটির বিশেষ দেখভাল, নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ, আলিপুরদুয়ার থানা এবং সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ।

চলতি মাসের ১৫ তারিখ এক দম্পতি মাত্র ছয়দিনের এক অসুস্থ শিশুকে সংকটাপন্ন অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় ধরা পড়ে ওই দম্পতি শিশুর আসল বাবা-মা নয়। জানা যায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ওই দম্পতি বিহারের মধুবনি জেলার নারায়ণগঞ্জ থেকে তাকে নিয়ে এসেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দম্পতি ও শিশুর নথিপত্র দেখেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়। এরপরে হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল এবং অন্য আধিকারিকদের চাপে নকল বাবা-মা স্বীকার করে বিহার থেকে তারা ওই শিশুকে টাকার বিনিময়ে নিয়ে এসেছে। এরপরই ১৬ তারিখ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে হাসপাতাল সুপার আলিপুরদুয়ার থানা ও সিডব্লিউসির কাছে শিশু চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে সিডব্লিউসি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। খোঁজ শুরু হয় শিশুর নকল বাবা-মায়ের।

সেই থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এসএনসিইউ ওই শিশুর স্থায়ী ঠিকানা। সেখানেই এখনও রয়েছে বিহার থেকে নিয়ে আসা ওই শিশুটি। মাত্র ছয়দিনের সেই শিশুর পোলিও কার্ডে জন্মের সময় ওজন লেখা রয়েছে ২ কেজি ৬০০ গ্রাম। অথচ ছয়দিনের ওই শিশুটিকে নকল বাবা-মা যখন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করে তখন ওই শিশুর ওজন ছিল মাত্র ১ কেজি ৪০০ গ্রাম। বর্তমানে ওই শিশুর ওজন কিছুটা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার গৌরব ভট্টাচার্য। সুপার নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওই শিশুর দেখাশোনা করছেন। এছাড়াও শিশু বিভাগের ইনচার্জ চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুনীল পান্না সবসময় ওই শিশুর বিশেষ নজর রাখছেন।

বেশ কয়েক বছর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এমনই এক অসুস্থ অনাথ শিশুকে বাঁচিয়ে তোলার উদাহরণ রয়েছে। বছর দেড়েক সেই শিশু হাসপাতালেই লালনপালন হয়েছে। ঘটা করে সেই শিশুর মুখেভাত-অন্নপ্রাশনও করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, সিডব্লিউসি। এমনকি সেই শিশুর জন্মদিনও পালন হয়েছে জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগে।

তবে সেই শিশুটিকে যেদিন এক নিঃসন্তান দম্পতি আইন মোতাবেক নিজের সন্তান করে নিলেন সেদিন সেই শিশুর মায়ায় কান্নার রোল ওঠে গোটা হাসপাতালে।

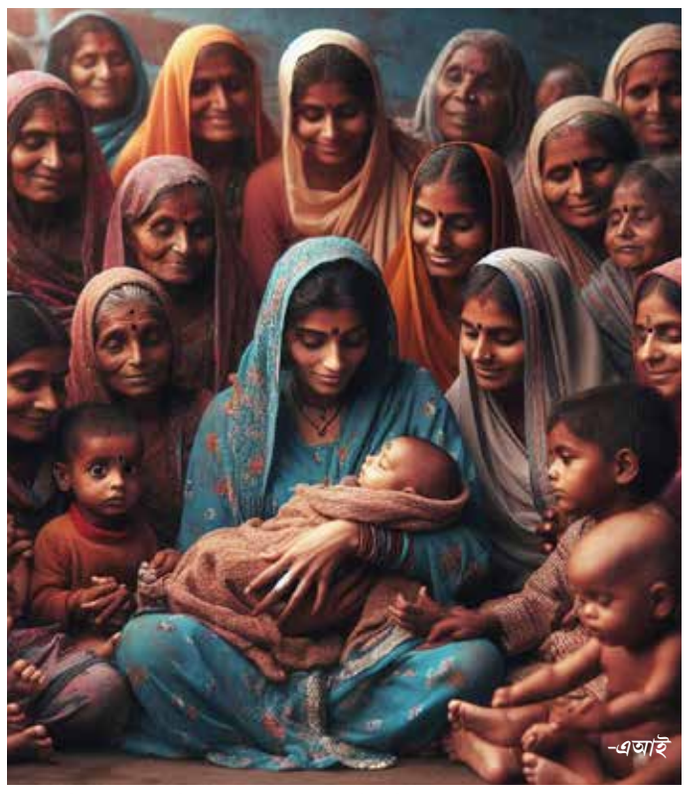

-এআই

স্মৃতিচারণায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল, 'আজও আমার সে দিনের কথা মনে আছে। হাসপাতালের এই মানবিকতা এই আবেগ কখনোই ভোলার নয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই শিশুটিও যাতে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যায়।' গোটা বিষয়টির মধুরেণ সমাপ্তির চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী।

অন্য ধরনের এক রূপকথা লেখা চলছে।

রংপোতে খাদে বাস, নিহত ছয়

তিস্তার পাশে খাদে উলটে আছে বাস। অটল সেতুর কাছে।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রংপোতে বাস খাদে পড়ে মৃত্যু হল এক পর্যটক সহ ছয়জনের। মৃতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪ মহিলা সহ আরও ১৫ জন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে সিকিমের সিংতাম হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার পথে অটল সেতুর কাছে বেহাল রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে গাড়িটি তিস্তার পাশে খাদে উলটে পড়ে। ঘটনার পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে সিকিম এবং এ রাজ্যের পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধারে হাত লাগায়। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' জেলা পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডার বক্তব্য, 'ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হতাহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এনএইচআইডিসিএল) দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের এক মাস পেরিয়ে গেলেও সিকিমের লাইফলাইনের মেরামত শুরুই করতে পারেনি সংস্থাটি। কবে তারা কাজ শুরু করবে, তাও স্পষ্ট নয়। ফলে হাল ফেরেনি সড়কের। আর এই বেহাল রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে এদিন দুপুরে সিকিমগামী যাত্রীবাহী একটি বেসরকারি বাস কালিম্পংয়ের রংপোতে রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান অনুযায়ী, বাঁক নেওয়ার পরই বালি-পাথরের রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। খাদে পড়ার আগে পাহাড়ের ঢালে সেটি বেশ কয়েকবার ধাক্কাও খায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। সেখানে আসে পুলিশ। পুলিশের তরফে হতাহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার বেলগাছিয়ার বাসিন্দা ইকবাল হোসেন। তিনি শিলিগুড়ি হয়ে সিকিমে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে খবর। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শিলিগুড়ির পশ্চিম আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সিং, সিকিমের তাদংয়ের গোপাল জি প্রসাদ, সিকিমের রংপোর জুলু কুমারি, ডুয়ার্সের গরুবাথানের অজয় তামাংয়ের। রংপো হাসপাতালে মৃত একজনের পরিচয় জানা যায়নি। প্রথমে সকলকেই রংপো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় সিংতাম হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত ১৫ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে, দুর্ঘটনার জন্য সংকীর্ণ রাস্তা এবং রাস্তার ওপর বালি-পাথর পড়ে থাকাকে দায়ী করেছেন নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি। তিনি বলছেন, 'গাড়িটির চালক ২৫ বছর ধরে বাস চালাচ্ছেন। বালির জন্য বাসের চাকা স্কিড করেছে। সে কারণে অভিজ্ঞ হয়েও চালক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। যার জেরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।'

শিলংয়ের এসএসএ স্টেডিয়ামে আশরাফুল আলম।

আই লিগে নজির উত্তরের তরুণের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ধূপগুড়ির পুর ময়দান থেকে লড়াইটা শুরু। সেখান থেকে ২০২২ সালে জাতীয় রেফারির স্বীকৃতিলাভ। একই মাঠ থেকে উঠে আসা পূর্বসূরি সুব্রত দে, প্রণয় সাহা কিংবা উত্তরসূরি মালতী রায়ের মাঝে তিনিও চাইতেন জাতীয় রেফারি হিসেবে মাঠে নামতে। শনিবার সন্ধ্যায় সেই স্বপ্ন পূরণ হল ধূপগুড়ির আশরাফুল আলমের। এদিন শিলংয়ের এসএসএ স্টেডিয়ামে আই লিগের ডেম্পো স্পোর্টস বনাম শিলং লাজং ম্যাচে সহকারী রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন তিনি। শুধু জলপাইগুড়ি জেলাই নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের নিরিখে আই লিগের ম্যাচ পরিচালনার এমন নজির বিরলতম, বলছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

প্রাক্তন ফুটবলার তথা বর্তমান সংগঠক দিব্যেন্দু পালের কথায়, 'ডুয়ার্সে কোনওদিনই প্রতিভার অভাব ছিল না। শুধু দরকার সুযোগ এবং উন্নত পরিকাঠামোর। জাতীয় মঞ্চে আশরাফুলের উপস্থিতিতে আমাদের এলাকার ওপর নজর পড়বে দেশের ফুটবল প্রশাসনের। সেটাই আশার কথা।' ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওমালি থেকে ধূপগুড়ি পুর ময়দান পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ ছিল না। বাঁশি হাতে প্রথমে জেলা, তারপর রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় রেফারির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তারপর দেশের বিভিন্ন ট্রফি এবং লিগ খেলিয়ে আই লিগ ম্যাচ পরিচালনায় নামা অবশ্যই স্বপ্নের মতোই বছর আঠাশের ওই তরুণের কাছে।

এদেশের নিরিখে অধরা বলতে রইল শুধু আইএসএল। আশরাফুলের সঙ্গীদের মতে, সেটাও একদিন সত্যি হবেই। আপাতত অবশ্য বাড়ি ফেরা হচ্ছে না আই লিগ রেফারির। শনিবার রাতে শিলংয়ে ম্যাচ খেলিয়ে তাঁকে ছুটতে হবে কাশ্মীরে। ৪ ডিসেম্বর সেখানে ফের আই লিগের ম্যাচে তিনি সহকারী রেফারি। নিজের হাতে আশরাফুল সহ চারজন জাতীয় রেফারি তৈরি করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক অজিত দে। শনিবার সন্ধ্যায় আশরাফুলের আই লিগে নামার আনন্দে 'গুরু' আত্মহারা। তাঁর কথায়, 'জলপাইগুড়ি জেলায় আমাদের সংগঠনের ৬৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এখানকার বাসিন্দা কেউ আই লিগে ম্যাচ খেলাল। পরিকাঠামোগত সুযোগ পেলে একদিন আমাদের জেলার ছেলেমেয়েরা অবশ্যই আইএসএলের মতো লিগ খেলাবে।' ধূপগুড়ি ময়দান থেকে শুরু করে ২০১৯ সালে সুব্রত ধর প্রথম জাতীয় রেফারির স্বীকৃতি পাওয়ার ঘটনা তাতিয়ে দিয়েছিল প্রণয়, আশরাফুলদের। সেই সুবাদে চার জাতীয় রেফারি ধূপগুড়িতে। শনিবার সন্ধ্যায় শিলংয়ের স্টেডিয়ামে আশরাফুল যে স্বপ্নের মশাল জ্বালিয়ে দিলেন, সেই আলো কতদূর পৌঁছায়, তারই অপেক্ষায় ধূপগুড়িবাসী।

বিকল সরকারি বাস, সমস্যায় যাত্রীরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি থেকে ধাপড়া রুটে ফের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস চালুর দাবি জোরালো হচ্ছে। এই রুটে নিগমের বাস দিনে দু'বার যাতায়াত করত। বাস বিকল হয়ে পড়ায় তিন মাস ধরে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। নিগমের ময়নাগুড়ি ডিপোতে পড়ে রয়েছে বাসটি। পরিবহণকর্মী থেকে যাত্রীদের দাবি, দ্রুত বাসটি মেরামত করে ফের ওই রুটে পরিষেবা চালু করা হোক।

সকাল ৮টা ৩৫ মিনিট নাগাদ ডিপো থেকে বেরিয়ে শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় হয়ে ধাপড়া যেত বাসটি। ধাপড়া থেকে ফের সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ময়নাগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হত। বিকেলে ফের একবার যাতায়াত করত বাসটি। দীর্ঘদিন এভাবেই বাসটি চলেছে এই রুটে। কিন্তু হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ওই রুটে মেখলিগঞ্জ, ভোটপট্টি, চ্যাংরাবান্ধা সহ ময়নাগুড়ির যাত্রীরা। এই রুটে বেসরকারি বাসের সংখ্যাও একেবারেই কম।

ধাপড়ার বাসিন্দা অরবিন্দ সরকার বলেন, 'এই রুটে এনবিএসটিসির একটি বাসই চলত। ব্যবসার কাজে প্রায় প্রতিদিনই আসতে হয় ময়নাগুড়িতে। পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুবই সমস্যা হচ্ছে।' চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা রবি দত্ত বলেন, এনবিএসটিসির কাছে আমাদের দাবি, দ্রুত বাসটি মেরামত করে ফের চালু করা হোক।

ধাপড়া রুটের বাসটি ময়নাগুড়ি ডিপোর একমাত্র লোকাল বাস ছিল। এছাড়া ময়নাগুড়ির কোনও লোকাল রুটে এখন আর বাস চালু নেই। তবে আগে ছিল। এনবিএসটিসির ময়নাগুড়ি ডিপো ইনচার্জ ঋষিকেশ বর্মন বলেন, 'এখনও বাসটি মেরামতির কাজ করানো যায়নি। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' বাসটি মেরামতির চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নিগমের উত্তরবঙ্গ কমিটির সদস্য তথা ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী।

যৌন নিগ্রহে ১০ বছর কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের দায়ে এক ব্যক্তিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। শনিবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

এই পকসো মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, '৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাস অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

২০১৬ সালের ঘটনা। ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত বহুতল কমপ্লেক্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে নয় বছর বয়সি এক নাবালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় সে একটি ফাঁকা ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর ওই বহুতলের এক নিরপত্তারক্ষীও সেখানে ঢোকে। সে ওই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়। ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ ওই নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করে। সে দুই বছর জেলে থাকার পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পায়। তবে সেই মামলা চলছিল। বিচারক এদিন সেই মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় ঘোষণা করেন।

ইতিহাস বলছে

প্রথম পাতার পর

হচ্ছিল বাগানের প্রাক্তন শ্রমিক প্রেম বল এবং বর্তমান শ্রমিক পূরণচাঁদ শর্মার সঙ্গে। প্রেম বললেন, 'বাগ্রাকোটে আলাদা করে ডিরেক্টরস বাংলো বলে কিছু নেই। রয়েছে কাঠের তৈরি বহু পুরোনো ম্যানেজারের বাংলো।'

বাগানের বিডিআর বস্তি, বটগাছ লাইনের শ্রমিক মহল্লাগুলোর রাস্তাগুলো আর কাঁচা নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের কল্যাণে সেগুলো আজ সিসি রোডে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় সমাজসেবী সাগন মোক্তানের কথায়, 'আগে শ্রমিক পরিবারের ছেলে শ্রমিকই হত। এখন সময় পালটেছে। ২০১৪ সালের মৃত্যুমিছিলের পর থেকে বাগানের বহু ছেলেমেয়ে কাজের খোঁজে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে।'

নতুন চা গাছ রোপণের রাস্তায় এখনও হাঁটতে পারেননি বাগানের বর্তমান পরিচালন সংস্থার নয়া কর্ণধার সুরজিৎ বক্সী। তাঁর বক্তব্য, 'বাগানের জমির লিজ এখনও হস্তান্তরিত করা হয়নি। ফলে ইচ্ছে থাকলেও বাগানের সামগ্রিক মানোন্নয়নের বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত করা যায়নি।' সেইসঙ্গে রয়েছে নদীভাঙনের সমস্যা। প্রেম, পূরণদের পূর্বপুরুষদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে ম্যালেরিয়া-কলেরা উপদ্রুত, শ্বাপদসংকুল ডুয়ার্সে বাগ্রাকোট বাগানটি গড়ে উঠেছিল। ডুয়ার্সের চা শিল্পের নিরিখে বাগ্রাকোট চলমান ইতিহাস, যেখানে কাঠের বাংলো, অফিসে শোনা যায় শতাব্দীর গল্প।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

ওদলাবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল হোলি ভিউ হাইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় এবং নেওটিয়া গেটওয়েল-এর সহযোগিতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল ওদলাবাড়িতে। শনিবার হোলি ভিউ স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিশুরোগ, ইএনটি বিশেষজ্ঞ এবং জেনারেল ফিজিশিয়ান। আয়োজক স্কুলটির প্রিন্সিপাল কুহেলি দাস জানান, নাসারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অন্তত ৪০০ ছাত্রছাত্রী ছাড়াও তাদের অভিভাবকরা শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন।

জমি মালিকদের

প্রথম পাতার পর

২১৫ মিটার বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ করতে নির্ধারিত দরে জমির দাম মিটিয়ে ৫৯৭ জন জমি মালিকের থেকে মোট ১৫৪.৮৯ একর জমি অধিগ্রহণ করবে ভূমি দপ্তর। সেই জমির ওপর কাঠামো বা অন্যান্য জিনিসের ক্ষতিপূরণ মেটাবে সড়ক কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে ঝুমুর ব্রিজ পেরিয়ে পূর্ব আলতাগ্রাম মৌজার মোট ১৩ জন মালিকের ৫.০৫ একর জমির ওপর দিয়ে শুরু হবে বাইপাস। এরপর ভেমটিয়া মৌজার ৩৭ জনের ৯.৪৮ একর, বারোঘরিয়া মৌজার ২৫৯ জনের মোট ৫৮ একর, মধ্য বোরাগাড়ি মৌজার ১৯৭ জন মালিকের ৩৭.৬০ একর, পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তর বোরাগাড়ি মৌজার ৭৯ জন মালিকের ৪২.৬৫ একর এবং খলাইগ্রাম মৌজায় ১২ জন জমি মালিকের ২.১১ একর জমির ওপর দিয়ে গিয়ে ফালাকাটাগামী সড়কে জংলিবাড়ি এলাকায় উঠবে বাইপাস।

২০১০ সাল থেকে 'সারাবাংলা কৃষিজমি বাস্তু ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অসীম পাল বলেন, 'জরিপ শেষ হওয়ার আড়াই বছর পরেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূরের কথা, উলটে নানাভাবে আমাদের সমস্যায় ফেলা হচ্ছে। যে বহিরাগতরা এলাকায় বাড়তি টাকার টোপ ফেলছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। প্রশাসন ও সড়ক কর্তৃপক্ষের আচরণ অত্যন্ত হতাশাজনক।'

মাত্র আট কিলোমিটার পথের জমিজট কাটাতে লেগেছিল ১৩ বছর। ক্ষতিপূরণ পেতে আরও কী কাঠখড় পোড়াতে হবে তা নিয়েই আপাতত দিশেহারা জমির মালিকরা।

ক্ষোভ মালে

প্রথম পাতার পর

সেই চেষ্টা সফল হলে পাইপের মাধ্যমে জল রিজার্ভারে পৌঁছে যাবে। প্রথম দফার পাইপলাইনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পুরসভা পরীক্ষামূলকভাবে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জলের মিটার লাগিয়েছিল। ব্যবহার না হওয়ার কারণে সেগুলির বেশ কয়েকটি ইতিমধ্যেই বিকল হয়েছে। সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ মালবাজার শহরের জন্য একটি মাত্র রিজার্ভার পর্যাপ্ত নয় বলেও মনে করা হচ্ছে।

গত কয়েক বছর ধরে মালবাজার পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলসংকটে ভুগছে। তার মধ্যে বিভিন্ন নদীতে খননকাজের ফলে পানীয় জলের ভাণ্ডারে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। প্রায় ৪৫ কোটি টাকা খরচ করেও পাঁচ বছরেও বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ চালু করা যায়নি। এখনও কলোনি ময়দানের এক পাশে লোহার পাইপ পড়ে রয়েছে। দ্রুত জলপ্রকল্পের কাজ শেষের দাবি জোরালো হয়েছে। মালবাজার বাটাইগোল বাজার এলাকার বাসিন্দা জবা ঘটক বললেন, 'গরমের সময়ে পানীয় জলের সংকট চরমে থাকে, তাই সময় থাকতে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করা উচিত।' পেশায় শিক্ষক অনীশ দে'রও একই দাবি। কাজের গতি দ্রুত বৃদ্ধি করতে বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা দাবি জানিয়েছেন।

ব্যবসায় ১২০ কোটির ঘাটতি

কোচবিহারের রাসমেলা শেষে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ নভেম্বর : কোচবিহার রাসমেলায় চলতি বছরে ১২০ কোটি টাকার ব্যবসা কমল। শনিবার মেলার শেষ দিন ছিল। এদিন পুরসভা ও জেলা ব্যবসায়ী সমিতি, উভয়েরই দাবি- এবারের মেলায় ১৩০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে।

গত বছর ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। ব্যবসা কমায় পুরসভা ও ব্যবসায়ীরা জেলা প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। মেলার মেয়াদ বাড়লে ব্যবসা ভালো হত বলেই তাঁদের দাবি।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, 'গত বছরের তুলনায় ব্যবসা অনেক কম হয়েছে।' একই কথা জানিয়ে জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষের বক্তব্য, 'আমরা রাসমেলার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিগত বছরগুলির মতো এবার ব্যবসা সেরকম হয়নি। সবমিলিয়ে ১৩০ থেকে ১৪০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে।' .

গত বছর ২০ দিন মেলা ছিল। এবার মেলা ১৫ দিনে শেষ হওয়াটাও ব্যবসা কমার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কোচবিহার রাসমেলার শেষদিনে ভিড়। শনিবার। ছবি ঃ জয়দেব দাস

এবারের মেলায় প্রথম দিন থেকেই ভিড় ছিল। ব্যবসায়ীরাও প্রথম থেকেই দোকানপাট সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাহলে গতবারের তুলনায় ১২০ কোটি টাকার ব্যবসা কমে গেল কেন? ব্যবসায়ীরা অবশ্য বেশকিছু কারণ তুলে ধরেছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, মাসের শুরুর দিকে ভাইফোঁটা, ছটপুজো ছিল। সেখানে অনেকেরই টাকা খরচ হয়েছে। তাছাড়া এবার মেলা মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময় মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়ে। তিথি অনুযায়ী এবার রাসমেলা অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। গ্রামীণ এলাকায় এখনও ধান ওঠেনি। ফলে ধান বিক্রির টাকা কৃষকদের পকেটে পৌঁছায়নি। সেই টাকা রাসমেলার ব্যবসায় অন্যতম পুঁজি। ঠান্ডা কম থাকার জন্য এবছর শীতবস্ত্রের বিক্রি কমেছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, মেলায় প্রথম থেকে ভিড় হলেও মূল কেনাকাটা শেষের কয়েকদিন হয়। ক্রেতাদের ধারণা থাকে শেষের দিকে কম দামেই জিনিস পাওয়া যায়। তাই এবারও প্রথম থেকে মেলায় ভিড় থাকলেও মূল ব্যবসা শেষের পাঁচ-ছ'দিনে হয়েছে। রাসমেলায় ২২ বছর ধরে ব্যবসা করা নদিয়ার শীতবস্ত্র বিক্রেতা সীমন্ত বণিক বললেন, 'শেষের দিকে আরও চার-পাঁচদিন সময় পেলে গতবছরের ব্যবসাকেও টেক্কা দিতে পারতাম।'

শনিবার মেলার শেষদিনে সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়ে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে বিকেলের দিকে রাস্তার মাঝে বসা হকারদের পুলিশ তুলে দেয়। এদিন বাড়তি পুলিশ মোতায়েন ছিল। মদনমোহনবাড়ি, রাসমেলা মাঠে তিলধারণের জায়গাও ছিল না।

রুষ্ট ব্যবসায়ীরা

- পুরসভা ও জেলা ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, এবারের মেলায় ১৩০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে
- গত বছর ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল, ব্যবসা কমায় কাঠগড়ায় জেলা প্রশাসন
- গত বছর ২০ দিন মেলা ছিল, এবার মেলা ১৫ দিনে শেষ হওয়াটাও ব্যবসা কমার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে

ট্রাফিক পুলিশ রাখার দাবি

ময়নাগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম এলাকা দুর্গাবাড়ি মোড়। ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়ক এবং ময়নাগুড়ি চ্যাংরাবান্ধা সার্ক রোড এসে যুক্ত হয়েছে এখানে। এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাফিক পুলিশের দাবি জানিয়ে এসেছেন বাসিন্দারা। ট্রাফিক পুলিশ না থাকায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী পুলক রায় জানান, সব সময় বিভিন্ন যানবাহনের যাতায়াতে এলাকায় বেশ ভিড় হয়। প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক স্বপন দাস বলেন, 'দুর্গাবাড়ি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ থাকা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এখানে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে।'

এই দুর্গাবাড়ি মোড়েই রয়েছে চ্যাংরাবান্ধা মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড। ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি যাওয়ার বাসস্ট্যান্ডও এখানে। আবার এখান থেকে ৩০ মিটার দূরে বাইপাসে আছে জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার রাস্তা। সেখানে অবশ্য ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে। এক বাসচালক পরেশ সরকার বলেন, 'দুর্গাবাড়ি মোড়টি খুবই ব্যস্ততম। এখানে ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজন।' এবিষয়ে ময়নাগুড়ির ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান।

একাকী বিচরণ...

খাবারের খোঁজে। বক্সার জঙ্গলে শনিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

জীবনের শখ

প্রথম পাতার পর

মূলত সুপারি গাছের নীচের অংশ দিয়ে এই লাঠি বানানো হয়। প্রায় ৩ হাত লম্বা এই লাঠি বানাতে ৫০ থেকে ৭০ বছরের পুরোনো সুপারি গাছের নীচের অংশ ব্যবহার করা হয়।

দা দিয়ে মাপমতো কেটে, ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এর পর শিরীষ কাগজ দিয়ে তা ঘষে মসৃণ করা হয় যাতে হাতে না লাগে। এভাবে লাঠি তৈরি করেই তিনি বিলি করেন। এখনও পর্যন্ত ২৬৬ টি লাঠি ষাটোর্ধ্বদের বিলি করেছেন তিনি।

রবিবার নিজের হাতের তৈরি লাঠি নিয়ে সুকুমার পৌঁছে যাবেন তুফানগঞ্জে। সেখানে ৯ জন বয়স্ককে এই লাঠি একেবারে বিনামূল্যে বিলি করবেন। সুকুমারের তৈরি লাঠিই এখন আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বহু গ্রামগঞ্জের বৃদ্ধ মানুষদের চলাফেরার অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

এত লাঠি বিলি করার পরেও সুকুমারের আরেকটি ইচ্ছে আছে। তাঁর কথায়, 'ইচ্ছে আছে আমি ৩০০ লাঠি বিলি সম্পূর্ণ করে বয়স্কদের বাড়ি ডেকে নিয়ে আসব। নিজের জমির ভোগ ধানের খিচুড়ি তাঁদের খাওয়াব।'

পাকড়িতলার বাসিন্দা মাখন দেবনাথ বলেন, 'আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনের বয়সই ৭০-এর উপরে। স্ত্রী একেবারেই ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। তাই সুকুমারের থেকে একটি লাঠি নিয়েছি। আমাদের মতো বয়স্ক মানুষদের চলাচলের জন্য সুকুমারের লাঠিই ভরসা।'

আজ থেকে খুলে যাচ্ছে উত্তর সিকিম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জিরো পয়েন্টে রাস্তার দু'ধার এখনও বরফ সাদা। ইয়ুমথাংয়ের কিছু গাছের মগ ডালে জমে আছে তুষারকণা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার থেকে খুলে যাচ্ছে উত্তর সিকিমের একটা বড় অংশ।

ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকে মংগন জেলার লাচুংও পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল সিকিম প্রশাসন। সড়কপথে কিছু বিধিনিষেধ কার্যকরের কথা বলে শনিবার তাতে সিলমোহর দেয় সিকিম পুলিশ। শুধু লাচুংই নয়, ১০ ডিসেম্বর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে লাচেন, থাংগু, গুরুদোংমা থেকেও। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। লাচুংয়ের পাশাপাশি পর্যটকরা জিরো পয়েন্ট, ইয়ুমথাংয়েও যেতে পারবেন পর্যটকরা। এই ঘোষণায় সিকিম পর্যটন অক্সিজেন পাবে বলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি।

সরকারিভাবে রবিবার থেকে লাচুং খোলা হলেও, পরীক্ষামূলকভাবে শুক্রবার কিছু পর্যটককে সেখানে যাওয়ার পারমিট দেওয়া হয়েছিল। সড়কপথে তেমন কোনও সমস্যা হয়নি বলে তাঁরা জানান। একটি সূত্রের দাবি, এঁদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি পর্যটকও রয়েছেন। স্বভাবতই পাহাড়ে তুষারপাত ও জিরো পয়েন্টে রাস্তার পাশে বরফ দেখে তাঁরা উচ্ছ্বসিত।

> এমন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। পর্যটকরা যেভাবে খোঁজখবর নিচ্ছেন, তাতে দীর্ঘদিন পর উত্তর সিকিমে ফের পর্যটকদের ভিড় হবে বলে মনে হচ্ছে।
>
> **কল্পক দে**
> হোটেল ব্যবসায়ী

নিষেধাজ্ঞা ওঠায় রবিবার থেকে পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

লাচুংয়ের হোটেল ব্যবসায়ী কল্পক দে বলেন, 'এমন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। পর্যটকরা যেভাবে খোঁজখবর নিচ্ছেন, তাতে দীর্ঘদিন পর উত্তর সিকিমে ফের পর্যটকদের ভিড় হবে বলে মনে হচ্ছে।' যদিও যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়ার পাশপাশি দু'রাস্তা দিয়েই চলাচলের নির্দেশ দিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। যেমন লাচুং যেতে সাংকালান দিয়ে ও ফিরতে হবে নাগা হয়ে। অনলাইনে নির্দিষ্ট সংখ্যক পারমিট দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বর্ষায় বহু রাস্তায় ধস নামায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় লাচুং।

গত বছরের ৪ অক্টোবর দক্ষিণ লোনাক লেক বিপর্যয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল উত্তর সিকিমের লাচেন। তখন থেকেই লাচেনে পর্যটক প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

হাতির প্রাণরক্ষা, চালকের চেষ্টায়

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : জরুরিকালীন ব্রেক কষে রেললাইনে উঠে পড়া একটি দাঁতালের প্রাণ বাঁচালেন সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসের দুই চালক। ওই চালক দুজনের নাম পিকে খুসওয়াহা ও সুব্রত দেবশর্মা। ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে নাগরাকাটা ও চালসা স্টেশনের মাঝে চাপড়ামারির জঙ্গলে ৭১/৭-৬ নম্বর পিলারের কাছে। দিল্লিগামী ওই যাত্রীবাহী ট্রেনটি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। হাতিটি রেললাইন টপকে নিরাপদ দূরত্বে সরে জঙ্গলমুখী হওয়ার পরই ফের গন্তব্যে রওনা দেয় ট্রেনটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'জঙ্গলের রেলপথে বুনোদের সুরক্ষায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

আরও লগ্নি, এটিএমে টাকা তোলার সুযোগ

পিএফ ৩.০-র পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিএফ)-এর তৃতীয় সংস্করণ চালুর পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। আগামী বছরের মাঝামাঝি থেকে এটি চালু হতে পারে। সূত্রের খবর, পিএফ-এর প্রস্তাবিত সংস্করণে গ্রাহকদের একাধিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএফে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করার বাধ্যবাধকতায় রাশ টানা এবং এটিএম ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার ভাবনা।

পিএফ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে শ্রমমন্ত্রকের অধীন এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ড ফান্ড অর্গানাইজ়েশন বা ইপিএফও। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা নিজেদের বেতনের ১২ শতাংশ পিএফ হিসাবে জমা করেন। সমপরিমাণ টাকা জমা দেয় নিয়োগকারী সংস্থা। নতুন ব্যবস্থায় কর্মীচারীরা পিএফে আরও বেশি লগ্নির সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ উঠে যেতে পারে ১২ শতাংশের 'বিধিনিষেধ'। তবে নিয়োগকারী সংস্থার দেয় (১২ শতাংশ) অর্থের অনুপাত একই থাকবে। এর ফলে চাকরি শেষে বেশি টাকা হাতে আসবে কর্মীদের। পাশাপাশি টাকা তোলার ক্ষেত্রেও সুবিধা পাবেন পিএফ গ্রাহকরা। বর্তমানে অনলাইন আবেদনের ভিত্তিতে পিএফের টাকা গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। আগামী দিনে এই ব্যবস্থার পাশাপাশি সরাসরি এটিএম থেকে নগদে পিএফের টাকা তোলার সুবিধা মিলতে পারে।

শ্রমমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, পিএফ ৩.০ চালু করার ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। গ্রাহকরা যাতে আরও বেশি করে পিএফে টাকা জমা করার সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা হবে। লগ্নির অর্থ তাঁরা যাতে সহজে হাতে পান তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে বলে সূত্রটির দাবি।

শিল্পাকে জড়াবেন না, আর্জি কুন্দ্রার

মুম্বই, ৩০ নভেম্বর : নীল ছবি বিক্রি, তহবিল তছরুপ মামলায় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী শিল্পা শেঠিকে জড়ানোয় সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিলেন অভিযুক্ত রাজ কুন্দ্রা। তিনি সরাসরি বলেছেন, 'শিল্পাকে কেন জড়াচ্ছেন? শিল্পার কোনও ভূমিকাই নেই এই মামলায়।'

পর্নোগ্রাফি কেলেঙ্কারি নিয়ে যতবার ইডি তলব করেছে, ততবার কুন্দ্রার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে শিল্পার। তাহলে কি ব্যবসায়ী স্বামীর কুকীর্তির সঙ্গে তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রীও জড়িত? শুক্রবার ফের তারকা দম্পতির বাড়িতে ইডি হানা দিতেই কুন্দ্রার সঙ্গে খবরের শিরোনামে চলে আসেন শিল্পাও।

শনিবার রাজ বলেন, 'এই মামলায় বারবার অযথা শিল্পার নাম জড়ানো হচ্ছে। আমার অভিনেত্রী স্ত্রী কোনওভাবে এর সঙ্গে জড়িত নন। আশা করি, আগামী দিনে কেউ এ ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করবেন না।' শিল্পার আইনজীবী প্রশান্ত পাতিলও এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'আমার মক্কেল শিল্পা শেঠির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। তাঁর বাড়িতে ইডি অভিযান চালিয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা ভুল এবং বিভ্রান্তিকর।'

রাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'যাঁরা ঘটনার মধ্যে অতিনাটকীয়তা খোঁজার চেষ্টা করছেন তাঁদের জানাই, গত চার বছর ধরে আমি এই মামলার তদন্তের সঙ্গে জড়িত। যতবার আমায় তলব করা হয়েছে সাড়া দিয়েছি। আগামীতেও তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাব।'

দাঁড়িয়ে আছো... *শীতের দুপুরে কুয়াশামাখা ডাল লেকে শিকারা। শনিবার শ্রীনগরে।*

লোকসভার আসন বিন্যাসে ক্ষুব্ধ তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : লোকসভায় বিরোধী সাংসদদের আসন বিন্যাস নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল তৃণমূল। আপত্তি তুলেছে কংগ্রেসও। এর ফলে সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন স্বাভাবিক হবে বলে আশা করলেও তা কতটা কার্যকর হবে সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। নতুন বিন্যাস অনুযায়ী, তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনে দলীয় সাংসদদের জায়গা দেওয়া হয়নি। অন্য বিরোধীদেরও বিচ্ছিন্নভাবে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন আয়োজনে সুর চড়েছে তৃণমূল তথা ইন্ডিয়া জোটের।

এতদিন লোকসভায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন ছিল ২৭৮ নম্বরে। তার ঠিক পিছনেই বসতেন তৃণমূলের অন্য সাংসদরা। নতুন আয়োজনে সুদীপবাবুর আসন হয়েছে ৩৫৪ নম্বরে। তাঁর পাশে এবার থেকে বসবেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। আর সুদীপবাবুর পিছনের সারিতে জায়গা পেয়েছেন সপার অন্য সাংসদরা। সেখানে আগে বসতেন তৃণমূলের সাংসদরা। বিরোধীরা এই সিদ্ধান্তকে বিজেপির বিভাজন কৌশল বলে মনে করছে। সুদীপবাবু বলেন, 'আমি যদি পিছনের বসার সারিতে আমার মুখ্য সচেতক বা দলীয় সাংসদদের না পাই, তাহলে লোকসভা চলাকালীন তাদের আমি নির্দেশ দেব কীভাবে?' তিনি সাফ বলেন, 'সোমবার থেকে সংবিধানের ওপর আলোচনার জন্য আশা করা হয়েছিল সংসদ সঠিকভাবে চলবে কিন্তু এখন এই আসন বিন্যাসের ফলে আমরা ঠিক করেছি প্রতিবাদে নামবো সোমবার থেকে। আমি দ্বাদশ লোকসভা থেকে এই সংসদে আছি। কখনও এরকম দেখিনি।'

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের অবশ্য বক্তব্য, 'এই বিষয়ে তৃণমূল দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। সুদীপবাবুর দাবি, জুলাই মাসে আসন বিন্যাস চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু ফের তা বদল করা হয়েছে। আমরা এই নতুন বিন্যাস মানছি না। আমার কাছে জুন মাসে চিঠি আসে। আমি জুলাই মাসে তার উত্তর দিয়েছিলাম। আমাদের ২৯ জন সাংসদ এর আসন নির্দিষ্ট করে সেই তালিকা জমা দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল রাতে আমার কাছে মেল আসে। আসন বন্টনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে আমার বসার আসনের পাশে বসেছেন অখিলের যাদব। অথচ আমার পিছনে কোন তৃণমূল সাংসদ নেই। পরের ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন মন্ত্রী বসে আছেন তাদের পিছনে তৃণমূল সাংসদদের বসার আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।' এই ইস্যুতে তৃণমূলের পাশে রয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা গৌরব গগৈ তৃণমূলের সঙ্গে একযোগে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে উদ্যোগী হয়েছেন।

'পতাকা পোড়ানো বিকৃত সুখ', মত তসলিমার

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার আবহে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা ঘটিয়েছেন সে দেশের বিখ্যাত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। অন্যদিকে কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ চলাকালীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়। এইসব ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন সহ অনেকেই।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে ভারতের জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে হেঁটে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা। অন্যান্য ভিডিওতে ভারতবিরোধী স্লোগানও শোনা গিয়েছে। এই ঘটনার নিন্দা করে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার কোনও বিবৃতি দিয়েছে কিংবা পদক্ষেপ করেছে বলে খবর নেই। এই পরিস্থিতিতেই প্রতিবাদ করেছেন তসলিমা।

সমাজমাধ্যমে 'আমি ভালো নেই তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ'-এর লেখক লিখেছেন, 'বিশ্বের কোনও পতাকাকে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ অবমাননা করে না। আমি বিশ্বের প্রতিটি পতাকাকে সম্মান করি, প্রতিটি দেশের জাতীয় সংগীতকে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়াই। পাকিস্তান যে এত আমাদের শত্রু দেশ, আমি পাকিস্তানের পতাকাকেও পোড়াব না, পায়ে মাড়াব না। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবীরা ভারতের পতাকাকে পায়ে মাড়িয়ে যে সুখ পাচ্ছে, সে সুখ বিকৃত সুখ। যে মস্তিষ্কে ঘৃণা থিকথিক করে, সে মস্তিষ্ক অসুস্থ মস্তিস্ক। দুঃখ এই, বাংলাদেশ নামের দেশটি অসুস্থ, অশিক্ষিত, অপ্রকৃতিস্থ লোকের দেশ হয়ে উঠছে।'

অন্যদিকে বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার প্রতিবাদ করেছেন কলকাতার এক চিকিৎসক। বাংলাদেশ থেকে আসা রোগী দেখা বন্ধ রেখেছেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা। সমাজমাধ্যমে তিনি সোজাসাপটা জানিয়েছেন, 'বিইউইটি ইউনিভার্সিটির প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা'র প্রতিবাদে 'চেপ্পারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি'। তাঁর কথায়, 'আগে দেশ, পরে রোজগার।'

এখন বাংলাদেশ

আটক সুবর্ণা, মারধর আসাদুজ্জামানকে

একই দিনে বাংলাদেশের দুই বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের আক্রোশ নেমে এল। শনিবার সকালে ঢাকা বিমানবন্দরে আটক করা হয় বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা আওয়ামি লিগের প্রাক্তন সাংসদ সুবর্ণা মুস্তাফাকে। থাই এয়ারওয়েজের একটি উড়ানে চেপে থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে আটকে দেয় ইমিগ্রেশন পুলিশ। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা করাতে এসে আওয়ামি লিগের মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট অভিনেতা আসাদুজ্জামান নুরকে চড়, ঘুষি মারা হয়। ছাত্র আন্দোলনের সময় আহত চিকিৎসাধীন কয়েকজন পড়ুয়া নুরের ওপর চড়াও হন। বাদ যাননি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমামের ছেলে তানভীর ইমামও। পুলিশ এসে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

.....

আইনজীবী হত্যায় ধৃত ৯

চট্টগ্রাম আদালতের সামনে সংঘর্ষের সময়ে এক আইনজীবীর মৃত্যুতে এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। শনিবার জানিয়েছেন চট্টগ্রাম পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার কাজি তারেক আজিজ। মৃত আইনজীবীর বাবা চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় ৩১ জনের বিরুদ্ধে নাম উল্লেখ করে মামলা রুজু করেন। এছাড়া আরও ১০-১৫ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়।

.....

১৭ লক্ষ কোটি টাকা ফেরাবে কে

পাচারে ফোকলা দেশের অর্থনীতি। শেখ হাসিনার আমলে চুরি ও লুটপাট করে ১৭ লক্ষ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে দুবাই, কানাডা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ নানা জায়গায়। এর ধাক্কায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছে একাধিক ব্যাংক। পাচারের টাকায় সামিটের মতো একাধিক গোষ্ঠী বিদেশে বিলাসবহুল আবাসন ইত্যাদি বানিয়েছে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে ফরেন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট তথ্যভাণ্ডারের ফাঁস হওয়া প্রতিবেদন থেকে। এখন পাচার করা ওই টাকা ফেরাবে কে এবং কে-ই বা কাঠগড়ায় তুলবে ঋণখেলাপিদের! অর্থনৈতিকভাবে রুগ্নতর বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নোবেলজয়ী ইউনূসের দিকেই।

.....

পাগলা মসজিদে সওয়া ৮ কোটি

কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের ১০টি দানবাক্স থেকে প্রাপ্ত টাকা গণনা করে এবার এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ ৮ কোটি ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০৪ টাকা পাওয়া গিয়েছে। ৭ অগাস্ট ৯টি দানবাক্স খুলে ৭ কোটি ২২ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৬ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এর আগে চলতি বছরের ২০ এপ্রিল মসজিদের নয়টি দানবাক্স থেকে পাওয়া যায় ৭৭৮৬৭৫৩৭ টাকা।

দুই খুদের সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। রয়েছেন রাহুল গান্ধিও। শনিবার ওয়েনাডে সংবর্ধনা সভায়।

বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : শাহি জামা মসজিদে সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে ২৪ নভেম্বর উত্তপ্ত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল। সমীক্ষক দলকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল ইট। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। পুলিশ অবশ্য বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংঘর্ষের পর নতুন করে গোলমাল না হলেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বহাল রেখেছে প্রশাসন। বহিরাগতদের সম্ভালে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া বলেন, 'শান্তি বজায় রাখতে সম্ভালে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নম্বর ধারা বলবৎ রাখার সময়সীমা ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সময় বহিরাগত, কোনও সামাজিক সংগঠন বা জনপ্রতিনিধি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না।' জেলা শাসক জানান, কেউ সামাজিক মাধ্যমের গ্রুপে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে গ্রুপ অ্যাডমিনকে পোস্টটি মুছে ফেলে অবিলম্বে পুলিশকে অবহিত করতে হবে। সাইবার ক্যাফেগুলিকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত প্রকাশ্যে কুশপুত্তলিকা পোড়ানো যাবে না সম্ভালে।

সংঘর্ষের পর থেকে সম্ভালে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। শনিবার সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কথা ছিল। বিধিনিষেধ ওঠার পর সেখানে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা জানিয়েছিল সমাজবাদী পার্টি (সপা)। এদিন তাদের প্রতিনিধিদের গাজিয়াবাদ সীমানায় আটকে দেয় পুলিশ। সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুজফফরনগরের সপা সাংসদ হরেন্দ্র মালিক। তাঁর প্রশ্ন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমাদের আটকানো হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতা, সাংসদরা কি এতটাই দায়িত্বজ্ঞানহীন যে তাঁদের রাজ্যের মধ্যে যাতায়াত করতে দেওয়া যায় না?' সপা প্রধান অখিলেশ যাদব

থমথমে সম্ভাল

বলেন, 'সরকার যদি মানুষকে উন্মত্ত স্লোগান দিতে বাধ্য না করত, তাহলে সম্ভালে সম্প্রীতি ও শান্তি নষ্ট হত না।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি যেমন গোটা মন্ত্রীসভাকে বদলে দেয়, একইভাবে সম্ভালে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুরো প্রশাসনিক কাঠামোকে অবহেলার দায়ে বরখাস্ত করা উচিত।' ২ ডিসেম্বর সম্ভালে প্রতিনিধিদল পাঠানোর বিষয়ে অনড় থাকার কথা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই।

কংগ্রেসকে বৈঠকে ডাক কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের ভোটদানের হার এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্যের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের দিকে আগেই আঙুল তুলেছিল কংগ্রেস। ওই উদ্বেগ নিরসনে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দলকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাল নির্বাচন কমিশন। ৩ ডিসেম্বর ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে। কমিশনের দাবি, মহারাষ্ট্রের ভোটের হারে কোনও অসামঞ্জস্য নেই। যাবতীয় নিয়ম মেনে স্বচ্ছভাবে মহারাষ্ট্রে ভোটগণনা হয়েছে। তারপরেও কংগ্রেসের তরফে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেগুলি মূল্যায়ন করে তাদের লিখিত আকারে জবাব দেওয়া হবে।

ভোটের হারের পরিসংখ্যান নিয়ে কমিশনের আশ্বাস, 'এর মধ্যে কোনও অনিয়ম হয়নি। প্রার্থীদের কাছে বুথওয়াড়ি তথ্য রয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখার সুযোগও রয়েছে।' কংগ্রেসের আগে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশিও মহারাষ্ট্রে ভোটদানের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভোটের দিন বিকাল পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই চূড়ান্ত ভোটের হারের তারতম্য নিয়ে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য, এই তারতম্যের কারণ হল কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা। কারণ, ভোটের একেবারে শেষদিকে ভোটদানের হার আপডেট করার থেকেও অনেকগুলি দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রিসাইডিং অফিসারদের।

'ট্রাম্প আসার আগেই ক্যাম্পাসে ফিরুন'

ওয়াশিংটন, ৩০ নভেম্বর : ইংরেজি নববর্ষের ২০ জানুয়ারি ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শপথের দিনেই তিনি অর্থনীতি ও অভিবাসন বিষয়ে একাধিক নির্বাহী আদেশে সই করবেন বলে জানিয়েছেন। ট্রাম্পের শপথগ্রহণের আগেই একাধিক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিদেশি পড়ুয়া ও কর্মীদের উদ্দেশে ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছে। সম্ভাব্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কায় নির্দেশিকায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের দ্রুত আমেরিকায় ফিরে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার জেরে বিস্তর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল ভিনদেশি পড়ুয়াদের। অতীতের সেইসব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রথম সারির বেশ কয়েকটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সতর্ক করেছে।

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এমআইটি)-র বিদেশি শিক্ষার্থী বিভাগের আধিকারিক ডেভিড এলওয়েল বলেছেন, সরকার পরিবর্তনের পর অভিবাসন ও ভিসা নীতি পরিবর্তনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ট্রাম্প এলেও সেরকম হবে। ফলে শীতের ছুটিতে যেসব বিদেশি পড়ুয়া দেশে ফেরেন কিংবা অন্য দেশে বেড়াতে যান, তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন। এই কারণে শীতকালীন ছুটিতে ভ্রমণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা দরকার শিক্ষার্থীদের।

এছাড়া মার্কিন দূতাবাসগুলিতে কর্মী সংকটের দরুন ভিসা প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন এলওয়েল। তাঁর কথায়, 'নতুন এন্ট্রি ভিসা পেতে দেরি হলে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা ব্যাহত হবে।'

১৪১ বছর জেল সৎ বাবার

মালাপ্পুরম, ৩০ নভেম্বর : ফাঁকা বাড়িতে মেয়েকে ধারাবাহিক ধর্ষণের দায়ে কেরলের এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৪১ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত। একগুচ্ছ মামলা মিলিয়ে ১৪১ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে অপরাধীকে। পাশাপাশি ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন মনজেরির ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টের বিচারক আশরফ এএম।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা এবং তাঁর সৎবাবা, দু'জনেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। পরে কেরলে চলে আসেন তাঁরা। অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকে মার অবর্তমানে

কন্যাকে ধর্ষণ

নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ করেন তাঁর বাবা। নির্যাতিতা জানিয়েছে, তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হত।

একদিন নির্যাতিতা তার মা'কে সব কথা জানিয়ে দেয়। তারপরই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। তার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা করে পুলিশ। কেরলের ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশ্যাল আদালতে বিচার চলে অভিযুক্তের। তবে বিচারে ১৪১ বছরের সাজা হলেও সাকুল্যে ৪০ বছর জেল খাটতে হবে দোষীকে।

সঙ্গী ঝড়-বৃষ্টি, 'ল্যান্ডফল' ফেনজলের

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় ফেনজল। যার জেরে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি চলছে রাজ্যের উপকূলবর্তী ৬ জেলায়। বহু জায়গায় গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেতু-কালভার্ট। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, চেন্নাইয়ের মুঠিয়ালপেটে একটি এটিএমের পাশে এক তরুণের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। মৃতের নাম চন্দন। বাড়ি ওড়িশায়। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ওই তরুণ এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সেইসময় হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, জমা জলের মধ্যে চন্দনের দেহটি ভাসছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা লাঠি দিয়ে দেহটি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে এনে পুলিশকে খবর দেন।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এদিন নিধারিত সময়ের কিছু পরে পুদুচেরি সংলগ্ন কারাইকাল এবং মহাবলীপুরমের মাঝে ল্যান্ডফল করেছে ফেনজল। এর প্রভাবে উপকূল এলাকায় ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইছে। আগামী ২-৩ দিন রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন সকাল থেকে তামিলনাড়ুর প্রায় সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে থাকে। ফেনজল স্থলভাগে প্রবেশ করার আগেই কার্যত জলবন্দি হয়ে পড়ে চেন্নাইয়ের একাংশ। বন্ধ করে দেওয়া হয় চেন্নাই বিমানবন্দর। সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। অন্তত ২৫টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। চেন্নাইগামী একাধিক বিমানকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

চেন্নাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক

ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল আছড়ে পড়ার পর লন্ডভন্ড চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকত। ডানদিকে, প্রবল বৃষ্টিতে ঘরের একতলা গিয়েছে ভেসে। শনিবার।

ঘূর্ণিঝড় প্রভাব ফেলেছে রেল পরিষেবার ওপরেও। একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দেরিতে চললেও দূরপাল্লার কোনও ট্রেন বাতিল করা হয়নি বলে রেল সূত্রে দাবি। তামিলনাড়ুর বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, ফেনজলের ল্যান্ডফলের আগে চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, চেঙ্গলপাট্টু, ভিল্লুপুরম, কল্লাকুর্চি ও কুড্ডালুরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। উপকূলবর্তী জেলাগুলি থেকে কয়েকহাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার জেরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে রাশ টানা সম্ভব হয়েছে।

হামলার মুখে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : ফের হামলার শিকার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন আম আদমি পার্টির প্রধান। সেই সময়ে তাঁর ওপর হামলা হয়। এক তরুণ আচমকা তাঁর মুখে তরল পদার্থ ছুড়ে মারেন। তড়িঘড়ি সেই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। যদিও তার আগেই আপের কর্মীরা বেধড়ক মারধর করেন ওই তরুণকে। কী কারণে এই কাজ করলেন ওই তরুণ তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তরল পদার্থ জল হলেও কী ধরনের জল তা জানা যায়নি!

খেলায় আজ

১৯৪৭ : লালা অমরনাথের বলে হিট উইকেট হলেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যান (১৮৫)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে ভারতীয় দল ব্রিসবেনে দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৫৮ ও ৯৮ রানে অল আউট হয়। টেস্টটি এক ইনিংস ও ২২৬ রানে হারে ভারত।

সেরা অফবিট খবর

তেরঙা কাঁধে

গত বছর একদিনের বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান ডে জার্সি প্রকাশ করা হয়েছিল। বদলে গেল সেই জার্সি। এবার কলারে নয়, তেরঙার ছোঁয়া থাকবে কাঁধে। শুধু রোহিত শর্মারা নন, ভারতীয় মহিলা দলও এই জার্সি পরে ওয়ান ডে খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-র সঙ্গে মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর এই জার্সি প্রকাশ করেন।

ভাইরাল

নিম-হলুদ-লেবুতে ক্যানসার মুক্তি!

কয়েকদিন আগে নভজ্যোৎ সিং সিধু দাবি করেছিলেন নিম-হলুদ-লেবু জল খেয়ে তাঁর স্ত্রীয়ের ক্যানসার সেরে গিয়েছে। এই দাবির পরই ছত্তিশগড় সিভিল সোসাইটি ৮৫০ কোটি টাকার নোটিশ পাঠিয়েছে সিধুর স্ত্রীকে। তারা সাতদিনের মধ্যে সিধুকে প্রমাণ দিতে বলেছে। অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংস্থাটি। সিভিল সোসাইটির আশঙ্কা সিধুর দাবি ক্যানসার আক্রান্তরা সত্যি মনে করলে চিকিৎসা বন্ধ করে দেবেন।

ইনস্টা সেরা

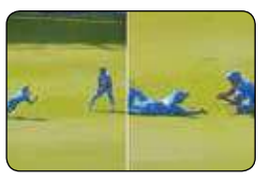

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তান ইনিংসের ৩২.১ ওভারে আয়ুষ মাত্রের বোলিংয়ে বড় শট নিতে গিয়ে মিস হিট করেছিলেন হারুন আর্শাদ। ভারতীয় দলের অধিনায়ক মহম্মদ আমান ঝাঁপিয়ে সেই ক্যাচ নিতে গেলে বল তাঁর তালুতে লেগে ওপর উঠে যায়। কিন্তু বলের থেকে নজর না সরানোয় বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ সহজেই সেই ক্যাচ ধরে নেন।

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে শনিবার পাপ্পু যাদব ৩০ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১ উইকেটে হারিয়েছে অভিযান ক্লাবকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বশেষ কোন ফুটবলার গোলের সেঞ্চুরি করেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ডোম্মারাজু গুকেশ,
২. অস্ট্রেলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

তপোব্রত দেব, উদয়ন সেন, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মহন্ত, রুদ্র নাগ, সমরেশ বিশ্বাস, বীণাপানি সরকার হালদার,নীলেশ হালদার, অসীম হালদার, নির্মল সরকার, তাপস দাস, অমৃত হালদার, বিনায়ক রায়, অদ্রিজ বর্মন, বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, পৌলোমী নাগ, মুন্না শীল, দিব্যজ্যোতি সরকার, দেবজিৎ মণ্ডল, শুভ্রজিৎ লাহিড়ি, সুখেন স্বর্ণকার, রাহুল চক্রবর্তী।

যুবভারতীতে দশ মিনিটের স্টুয়ার্ট ঝড়

উড়ে গেল চেন্নাইয়ান

বিশ্বমানের গোল করে উচ্ছ্বাস জেসন কামিংসের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (কামিংস)
চেন্নাইয়ান এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : চেন্নাইয়ের ফেনজল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে এদিন সকাল থেকে কলকাতার আকাশ বেরঙিন। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিবর্ণ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের খেলায় রং তো ফেরালেনই, চেন্নাইয়ান এফসি-র উপর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঝড় বইয়ে দিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন জেসন কামিংস।

ফুটবল কখনো-কখনো কোনও দলকে আচমকা এনে দেয় আনন্দের এক ঝলক বাতাস। আবার কারও জন্য হয়ে ওঠে কঠোর। নাহলে যে ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে বাড়ি ফেরা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল চেন্নাইয়ান, উলটোদিকে হতাশা নিয়ে বেশ কিছু মোহনবাগান সমর্থক যখন বাড়ির পথ ধরবেন বলে মনে করছিলেন তখনই দুই ম্যাচ পর মাঠে নামা স্টুয়ার্ট হয়ে উঠলেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। সংযুক্তি সময় সহ দশ মিনিটের ঝড়ে উড়িয়ে দিলেন চেন্নাইয়ানকে। তিনি মাঠে নামতেই খেলার মোড় ঘুরল। ৮৫ মিনিটে নেমেই তাঁর প্রথম টাচে নেওয়া শট পোস্টে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে বল বাড়িয়ে গোল করালেন কামিংসকে দিয়ে। অজি বিশ্বকাপারের বাঁ পায়ের শট সত্যিই বিশ্বমানের। আর ওই এক গোলেই বাজিমাত মোহনবাগানের।

অথচ এদিন সম্ভবত মরশুমের সবথেকে ছন্নছাড়া ম্যাচ খেলল মোহনবাগান। ম্যাচের শুরুতেই লিস্টন কোলাসোর একবার গোলমুখে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া ২৭ মিনিটে মনবীর সিংয়ের নীচু ক্রস গোলমুখে পেয়ে যান দিমিত্রিস পেত্রাতোস। বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে বক্সে পড়ে গিয়ে পেনাল্টি আদায়ের চেষ্টাকে পাত্তা দেননি রেফারি হরিশ কুণ্ডু। তবে একদম সরাসরি প্রথম গোলে শট ৩৭ মিনিটে। দিমির বাড়ানো বলে লিস্টনের দূরপাল্লার জোরালো শট দূর্দান্ত বাঁচান মহম্মদ নওয়াজ। ফিরতি বল বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন লিস্টন। এরপরেই কিছুটা চাপ বাড়ায় মোহনবাগান। তবে তাতে সমস্যায় পড়েনি চেন্নাইয়ান। আগের ম্যাচের দল অপরিবর্তিত রেখে দেন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। কিন্তু জামশেদপুর এফসি এবং চেন্নাইয়ান এক নয়। ফলে মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা বা সাহাল আব্দুল সামাদকে ছাড়া খেলা তৈরি হচ্ছিল না একেবারেই। আপুইয়া ও দীপক টাংরি দুইজনেই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হওয়ায় বল বাড়ানোর কেউ ছিলেন না দলে।

চেন্নাইয়ান কোচ ওয়েন কোয়েল পোড়খাওয়া মানুষ। তিনি উইলমার জর্ডনের মতো বড় চেহারাকে সামনে রেখে জুড়ে দেন কোনর শিল্ডকেও। এতে মোহনবাগানের দুই সাইডব্যাক, বিশেষ করে দীপেন্দু বিশ্বাস চাপে থাকছিলেন। ফলে বিরতির পরই তাঁকে বসিয়ে আশিস রাইকে নামিয়ে দেন মোলিনা। এদিন চেন্নাইয়ানের স্ট্র্যাটেজি ছিল কাউন্টার অ্যাটাকে আক্রমণে উঠে গোল তুলে নেওয়া। কিন্তু তাঁদের ধার কম। কিন্তু সেই সুযোগটা নিতে পারলেন না দিমি বা জেমি ম্যাকলারেন। বিশেষ করে ম্যাকলারেন অসম্ভব সুখী ফুটবলার। মোলিনাও তাঁকে বসাতে রোজই এত দেরি করেন কেন, সেটাও পরিষ্কার নয়। এদিনও তাঁকে বসিয়ে কামিংসকে নামাতে অপেক্ষা করলেন ৭৪ মিনিট পর্যন্ত। সমস্যা হল, দিমিও আগের ফর্মে নেই। ফলে চেন্নাইয়ানের পক্ষে ক্লোজ করা সুবিধাজনক হয়েছে। সাহাল ও পরে কামিংস নামতে ম্যাচে দখলদারি বাড়ে। তবে এদিন সংযুক্তি সময়সহ মিনিট দশেকে ম্যাচের সেরা স্টুয়ার্টই।

৭৮ মিনিটে ইরফান ইয়াদওয়াদের শট দুর্দান্ত বাঁচান বিশাল কেইথ। এটা ছাড়া বিচ্ছিন্ন কিছু আক্রমণ থাকলেও সুযোগ নেই চেন্নাইয়ানেরও। ৮২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া কামিংসের দূর্বল শট বাঁচাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি নওয়াজকে। ৮৫ মিনিটে নেমে প্রথম টাচেই স্টুয়ার্টের শট সম্ভবত নাড়িয়ে দেয় চেন্নাইয়ানের মনঃসংযোগ। গোলের পর আবারও মনবীরের হেড পোস্টে লাগে। এদিন জিতে ৯ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট পেয়ে ১ নম্বরে ফিরল মোহনবাগান। তবে এদিন কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে নেই শুভাশিস বসু ও আলবার্তো রডরিগেজ।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, দীপেন্দু (আশিস), আলবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, টাংরি (সাহাল), আপুইয়া, লিস্টন (আশিক), দিমিত্রি (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (কামিংস)।

> আমরা দল হিসেবে খেলি। যখন আক্রমণে যাই তখন দল হিসাবেই যাই। আবার যখন ডিফেন্স করি তখন সেটাও সবাই মিলে করি। তাই শুধু অ্যাটাকাররা নয়, ডিফেন্ডাররাও আমাদের দলে গোল পাচ্ছে। আর এটাই দলের সাফল্যের কারণ।
>
> **গ্রেগ স্টুয়ার্ট** (ম্যাচের সেরা)

গ্রেগ স্টুয়ার্টও কামিংসকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের। শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

আনোয়ার ইস্যুতে স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

দলগত সংহতিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : লিগের অষ্টম ম্যাচে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পাশাপাশি ফিফার নয়া নির্দেশিকায় আনোয়ার আলি ইস্যুতে স্বস্তির হাওয়া বইছে লাল-হলুদ শিবিরে। সবমিলিয়ে লাল-হলুদে এখন 'ফিল গুড' পরিবেশ।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের পর কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'দলের মানসিকতায় ধীরে ধীরে বড় বদল আসছে। গোল করার পর যেভাবে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস নীচে নেমে ডিফেন্স করেছে, তা প্রশংসনীয়। এতেই বোঝা যায় খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া ও দলের প্রতি দায়বদ্ধতা কতটা। এভাবেই আমাদের খেলতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে।'

কোচ অস্কারের হাতে পড়ে দলের খেলোয়াড়দের মনোভাবে বদল এসেছে, তা স্বীকার করে নেন ইস্টবেঙ্গলের 'গ্রিক গড' দিয়ামান্তাকোস। তিনি বলেছেন, 'নতুন কোচ আসার পরে আমাদের দলে অনেক কিছু বদল এসেছে। ছেলেদের মধ্যে যে সমস্যা ছিল সেগুলি উনি মিটিয়েছেন। তার জন্যেই এই পারফরমেন্স।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে। ওদের বিরুদ্ধে ক্লিনশিট রেখে লিগে প্রথম পয়েন্ট পাই। আমাদের প্রতিটি ম্যাচে এইভাবে লড়াই করতে হবে।'

এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান অস্কার। পরের ম্যাচ চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে আরও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে চান তিনি। অস্কার বলেছেন, 'দলের খেলায় ধারাবাহিকতা এসেছে। সেটাই ধরে রাখতে হবে। পরের ম্যাচগুলিতে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব আমরা।'

এদিকে প্রথম জয়ের পাশাপাশি আনোয়ার ইস্যুতে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে লাল-হলুদ। খুব শীঘ্রই ফিফা দলবদলের নিয়মে বড়সড়ো রদবদল আনতে চলেছে। যে কারণে সারা বিশ্বে চলা ফুটবলারদের ট্রান্সফার সংক্রান্ত যাবতীয় শুনানিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। যে কারণে এই মুহূর্তে আনোয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে আপাতত কোনও শুনানি হবে না। ফলে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার।

আইএসএলে মরশুমের প্রথম জয়ের পর সমর্থকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন মাদিহ তালাল, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, সৌভিক চক্রবর্তীরা।

ভিনির প্রতি বর্ণবিদ্বেষে নিষেধাজ্ঞা

মাদ্রিদ, ৩০ নভেম্বর : গত মরশুমে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালককে আগামী এক বছরের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ম্যাচে স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মাদ্রিদের জুভেনাইল প্রসিকিউটর অফিস। একই সঙ্গে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে তাকে।

রিয়াল মাদ্রিদ একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, বিষয়টি কোর্টে ওঠার আগেই অভিযুক্ত তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি মারফত ভিনিসিয়াসের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। গত জুন মাস থেকে এই নিয়ে বর্ণবাদ সংক্রান্ত মোট চারটি মামলার নিষ্পত্তি করল মাদ্রিদের ক্লাবটি। গত এপ্রিলে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন রিয়ালের আরেক ফুটবলার অরেলিয়েন চৌয়ামেনি। সেই ঘটনায় অভিযুক্তকেও এক বছরের জন্য সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মায়োরকায় ভিনি ও ভিয়ারিয়ালের এক ফুটবলারকে বর্ণবাদী আক্রমণ করায় এক সমর্থককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার তিন ক্রিকেটার

ডারবান, ৩০ নভেম্বর : গড়াপেটার অভিযোগে নিবাসিত হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের তালিকাটা দীর্ঘ। ২০০০ সালে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের ঘটনা এখনও চর্চায় থাকে। এবার সেই একই অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রাক্তন তিন প্রোটিয়া ক্রিকেটার। ২০১৫-১৬ সালে ঘরোয়া ক্রিকেট রাম-স্লাম চ্যালেঞ্জের একটি ম্যাচে গড়পেটার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন লোনওয়াবো সোৎসোবে, থামি সোলেকিলে ও গুলাম বোডি।

সৈয়দ মোদি ট্রফিতে দাপট ভারতীয়দের

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ভারত দাপট অব্যহত। শনিবার মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী এই তারকা সেমিফাইনালে হারালেন আরেক প্রতিভাবান ভারতীয় শাটলার উন্নাতি হুড্ডাকে। ম্যাচের ফলাফল ২১-১২, ২১-৯। ফাইনালে সিন্ধু খেলবেন চিনের শাটলার লুনো ইউ উয়ের।

পাশাপাশি পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছেন লক্ষ্য সেন। তিনি সেমিফাইনালে জাপানের শোগো ওগাবাকে ২১-৮, ২১-১৪ ফলে হারিয়েছেন তিনি। ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসন। পুরুষদের ডাবলসে ফাইনালে উঠেছেন পৃথ্বী-সাই প্রতীক জুটি। সেমিফাইনালে তাঁরা ২১-১৭, ১৭-২১, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন স্বদেশীয় শাটলার ঈশান-শংকরপ্রসাদকে। ফাইনালে প্রতীকরা মুখোমুখি হবেন চিনের হুয়াং ডি-লি ইউয়াং জুটির বিরুদ্ধে। মহিলাদের ডাবলসের সেমিফাইনালে জয় পেয়েছেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। তাঁরা সেমিফাইনালে থাইল্যান্ডের বেনাপ্পা-নুন্টাকরণ জুটিকে ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১০ ফলে হারিয়েছেন। ফাইনালে তৃষাদের প্রতিপক্ষ চিনের বাও লিজিং-লি কুয়ানের। মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে চিনের জং জি হুং-ইয়াং জং জি জুটিকে ২১-১৬, ২১-১৫ ফলে হারিয়ে ফাইনালে ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্র্যাস্টো। ফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ডের দেচাপল-সুপিসারা জুটি।

সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালের পথে পিভি সিন্ধু।

রোনাল্ডোর দাপটে জয় নাসেরের

রিয়াধ, ৩০ নভেম্বর : গোল করেই চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে তাঁর জোড়া গোলের সুবাদে ডামাককে ২-০ গোলে হারাল আল নাসের। ম্যাচের ১৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলটি করেন রোনাল্ডো। ৭৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। এই নিয়ে তিনি তাঁর ফুটবল কেরিয়ারে মোট ৯১৫টি গোল করলেন। এদিন ম্যাচের ৫৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ডামাকের আবদুল কাদির বাদরানি।

এর আগে সোমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বের ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। আল নাসেরে পা রাখার পর এখনও পর্যন্ত লিগ জয়ের স্বাদ পাননি তিনি। এবার সেই অধরা খেতাব জিততে মরিয়া রোনাল্ডো। যদিও শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদের থেকে ৫ পয়েন্টে পিছনে রয়েছে তাঁর দল। আপাতত ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগে তৃতীয় স্থানে আল নাসের। এক ম্যাচ কম খেলে ৩০ পয়েন্ট পেয়েছে আল ইত্তিহাদ।

কেন উইলিয়ামসনকে ফিরিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস ক্রিস ওকসের।

সমতা ফেরালেও দলকে জেতাতে পারলেন না রাফিনহা। শনিবার।

বার্সার ঘরের মাঠে জয় পালামাসের

বার্সেলোনা - ১ (রাফিনহা)
লাস পালামাস – ২
(সান্দ্রো রামিরেজ, ফাবিও সিলভা)

বার্সেলোনা, ৩০ নভেম্বর : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমল। লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ জয়হীন বার্সেলোনা। শনিবার ঘরের মাঠে লাস পালামাসের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল কাতালান জায়েন্টরা।

লামিনে ইয়ামাল চোটের কারণে শেষ দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি। তার প্রভাব পড়েছিল দল। এদিন ইয়ামাল ফিরলেন। তবে গোটা ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত ফুটবল খেলা লাস পালামাসের বিরুদ্ধে সমতা ফিরিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া করল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। পেদ্রি, গাভিরা মাঝমাঠের দখল নিলেও প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণে এতটুকুও চির ধরাতে পারেননি লেওয়ানডস্কি, রাফিনহারা। উলটোদিকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর চার মিনিটের মধ্যেই বল জালে জড়ায় পালামাস।

৬১ মিনিটে বার্সার হয়ে সেই গোল শোধ করেন রাফিনহা। তার আগে প্রথমার্ধে তাঁরই একটি শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। এদিকে চোট সারিয়ে ফেরা ইয়ামাল দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামলেও ম্যাচের রং বদলাতে পারেননি। উলটে ৬৭ মিনিটে ফ্যাবিও সিলভার করা গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাস পালামাস। এর ফলে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে থাকলেও রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমল। ১৩ ম্যাচে কার্লো আন্সেলোত্তির দলের সংগ্রহ ৩০ পয়েন্ট। রবিবার লা লিগায় গেটাফের বিরুদ্ধে ম্যাচ রিয়ালের।

ওকসের ৩ শিকারে সুবিধায় ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ৩০ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচে চালকের আসনে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ১৫৫/৬। তাদের হাতে লিড মাত্র ৪ রানের। কিউয়িদের দ্বিতীয় ইনিংসে আঘাত হানেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ জোরে বোলার ক্রিস ওকস (৩৯/৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন আর এক পেসার ব্রাইডন কার্স (২২/৩)। এই দুই বোলারের দাপটে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ১৫১ রানের লিড পার করতেই কেন উইলিয়ামসনদের ৫ উইকেট পড়ে যায়।

শুক্রবারের ৩১৯/৫ স্কোর থেকে শুরু করে শনিবার সকালে আরও ৬৬ রান জোড়েন হ্যারি ব্রুক (১৭১) ও বেন স্টোকস। ব্রুক ফিরে গেলে টেলএন্ডারদের নিয়ে পালটা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন স্টোকস (৮০)। গাস অ্যাটকিনসনকে (৪৮) সঙ্গে নিয়ে তিনি ৫৩ বলে ৬৩ রান জোড়েন। তারপর নবম উইকেটে স্টোকস ও কার্স (অপরাজিত ৩৩) জুটিতে ৩২ বলে ৪২ রান ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ড ১৫১ রানের লিড নেয়।

সেই ঘাটতি পূরণে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ৬৪ রানে তারা ৩ উইকেট হারায়। তারপর কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন কেন উইলিয়ামসন (৬১)। তিনি এদিন প্রথম কিউয়ি ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ৯০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। কেনকে ফিরিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ দলের হাতে তুলে দেন ওকস।

পাকিস্তানের কাছে হার যুব ভারতের

এক রানে আউট বৈভব সূর্যবংশী।

দুবাই,৩০ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ৪৩ রানে হারল ভারত। শনিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান তোলে তারা। ওপেনার শাহবাজ খান ১৪৭ বলে ১৫৯ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। আরেক ওপেনার উসমান খানের সংগ্রহ ৬০ রান।

জবাবে শুরুতেই ফিরে যান এবারের আইপিএল নিলামের চমক বৈভব সূর্যবংশী (১)। সদ্যসমাপ্ত আইপিএলের মেগা নিলামে ১.১ কোটি টাকায় ১৩ বছরের এই 'বিস্ময় বালক'-কে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র নিখিল কুমার (৬৭) ছাড়া সেভাবে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। পাক বোলারদের দাপটে ৪৭.১ ওভারে ২৩৮ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস।

দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে চাপে ভারত-অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ৩০ নভেম্বর : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে খেলবে কারা? অঙ্কটা খুব সহজ। অন্তত ডারবান টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর ছবিটা সেরকমই দাঁড়াল। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল প্রোটিয়ারা।

লঙ্কা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দুই টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ২৩৩ রানে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের ১৯১ রানের জবাবে ৪২ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। পরের ইনিংসে ৩৬৬ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে প্রোটিয়ারা। শতরান করেন ট্রিস্টান স্টাবস (১২২) ও টেম্বা বাভুমা (১১৪)। ৫১৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনে ২৮২ রানেই শেষ হল কামিন্দু মেন্ডিস, লাহিরু কুমারাদের লড়াই।

এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়াল তাতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি দলকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার দৌড় থেকে ছিটকে দিতেই পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কার পর ঘরের মাঠেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ টেস্টের সিরিজ খেলবে তারা। দুইটি সিরিজ জেতার ব্যাপারেই প্রোটিয়ারা ফেভারিট। সেক্ষেত্রে ফাইনাল খেলার বিষয়েও তারা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে রয়েছে। এমনিতেই শ্রীলঙ্কাকে প্রথম টেস্টে হারানোর পর অস্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন বাভুমারা। ভারত আছে শীর্ষস্থানে। ফলে ভারত কোনওক্রমে ফাইনালে গেলে অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল খেলার রাস্তা কঠিন হয়ে যাবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এই মুহূর্তে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পার্সেন্টেজ অফ পয়েন্ট যথাক্রমে ৬১.১১, ৫৯.২৬ এবং ৫৭.৬৯।

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে ফোটোসেশনে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিসে।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল প্রথম দিন

রোহিতদের আজ ৫০ ওভারের ম্যাচ

ক্যানবেরা, ৩০ নভেম্বর : সারাদিন বৃষ্টি। কখনও ঝমঝমিয়ে। আবার কখনও ঝিরঝিরে।

স্থানীয় পূর্বাভাস মেনে ক্যানবেরায় চলা সারাদিন বৃষ্টির কারণে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিন ভেস্তে গেল। অন্তহীন অপেক্ষার পর যখন আম্পায়াররা প্রথম দিনের খেলা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, ভারতীয় শিবিরে থাকা অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। রবিবার টিম ইন্ডিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের গোলাপি বলে অনুশীলন ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ৫০ ওভারের ম্যাচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, টিম ইন্ডিয়া যেন গোলাপি বলে ব্যাটিং-বোলিংয়ের অনুশীলন সেরে নিতে পারে। বাস্তবে সেটাও কতটা হবে, সন্দেহ রয়েছে ক্রিকেট সমাজে। কারণ, ক্যানবেরার স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, রবিবার সেখানে ৭০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

যদিও একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ক্যানবেরায় সন্ধ্যা সাতটার পর বৃষ্টির দাপট কমেছে। হয়তো রবিবার মানুকা ওভালের মাঠে খেলা শুরু হবে। আর খেলা শুরু হলেই ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেড টেস্টের আগে ভারতীয় দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে চর্চা আরও প্রবল হবে। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে শেষ সফরের সময় গোলাপি বলের সামনে ৩৬ রানে অল আউটের লজ্জা এখনও তাজা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। পরে টিম ইন্ডিয়া স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ জিতলেও অ্যাডিলেডের ৩৬ অল আউট চিরকালীন 'দাগ' হিসেবে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। প্রশ্ন হল, এবার কী হবে? ভারতীয় ব্যাটাররা কি গোলাপি বলের সুইংয়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন? ফের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটবে না তো? জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে আজ বৃষ্টির কারণে টিম ইন্ডিয়ার পুরো দিনটাই নষ্ট হল।

জানা গেল না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আগামীর পরিকল্পনার কথাও। পারথ টেস্টে না খেলা অধিনায়ক রোহিত শর্মাই কি অ্যাডিলেডে ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে? নাকি রোহিতকে মিডল অর্ডারে খেলতে দেখা যাবে? রোহিত ওপেন করলে লোকেশ রাহুল কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? শুভমান গিলও পুরো ফিট বলে শোনা যাচ্ছে। গতকাল অনুশীলনও করেছেন তিনি। শুভমান অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের দিন-রাতের টেস্টে খেলতে পারলে তিনিই বা কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? সোজা কথায়, অদ্ভুত এক ব্যাটিং জটের সামনে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এমন অবস্থার মধ্যে আজ দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাদেজা বিরাট কোহলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বিরাটের ব্যাট থেকে শতরান দেখার পর তাঁর সমালোচকদের 'চিরঘুমের দেশে' যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অজয়।

অন্যদিকে, টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় জোরে বোলাররাই তাঁদের সতীর্থ ব্যাটারদের গোলাপি বল নিয়ে আজ সতর্ক করে দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে একটি ভিডিও আজ পোস্ট হয়েছে। যেখানে আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণারা কোহলি-রোহিতদের গোলাপি বলের আচরণ নিয়ে সতর্ক করেছেন। প্রসিধের কথায়, 'গোলাপি বল সাধারণ লাল বলের তুলনায় আকারে বড়, বেশ শক্তও। এই বলের সেলাইও একটু অন্যরকম। ব্যাটারদের খেলার সময় সতর্ক থাকতেই হবে।' সতীর্থ প্রসিধের মতোই আকাশ বলছেন, 'ব্যাটারদের পক্ষে গোলাপি বল খেলা বেশ চ্যালেঞ্জিং। সবসময় অতিরিক্ত বাউন্স থাকে। অনেকসময় সিম মুভমেন্টও বেশি হয়।' স্কোয়াডে থাকা সতীর্থ পেসারদের কথা শুনতে পাচ্ছেন কি রোহিত-বিরাটরা? খেলা শুরু হলেই বোঝা যাবে সেটা।

রোহিত শর্মার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

ছয়ে লোকেশকে চান গাভাসকার

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : পারথে ওপেনিংয়ে নেমে সফল।

দুই ইনিংসেই নতুন বলটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামলেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে দ্বিশতরানের জুটিতে ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেন। কিন্তু রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তনে ওপেনিং ছেড়ে মিডল অর্ডারে ফিরতে চলেছেন লোকেশ রাহুল। তবে কত নম্বরে লোকেশ খেলবেন, তা মাথাব্যথার কারণ ভারতীয় থিংকট্যাংকের কাছে।

শুভমান গিল ফিরছেন এবং তিনে খেলবেন প্রায় নিশ্চিত। বিরাট কোহলিকে চার নম্বর থেকে সরানোর কোনও প্রশ্ন নেই। এহেন পরিস্থিতিতে সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে ছয় নম্বরে খেলুক লোকেশ। দ্বিতীয় টেস্টের জন্য এদিন পছন্দের একাদশ বেছে নিয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি। সানির মতে, পারথের উইনিং কম্বিনেশনে তিনটি পরিবর্তন আবশ্যক। রোহিত, গিলের প্রত্যাবর্তনে বাদ পড়ছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেল। একমাত্র স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে রবীন্দ্র জাদেজা। পারথে ব্যাটে-বলে খুব খারাপ করেননি ওয়াশিংটন। কিন্তু গোলাপি বলের দ্বৈরথে অভিজ্ঞ জাদেজাকে দরকার বলে মনে করেন গাভাসকার।

গাভাসকার বলেছেন, 'প্রথম একাদশে দুটো পরিবর্তন নিশ্চিত রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের প্রত্যাবর্তনের ফলে। ব্যাটিং অর্ডারেও রদবদল হবে। ওপেনিংয়ে লোকেশের বদলে যশস্বীর সঙ্গে রোহিত। শুভমান তিন নম্বরে। রাহুল ছয়ে। পাডিক্কাল ও জুরেল বাদ পড়ছে। এছাড়া ওয়াশিংটনের বদলে জাদেজাকেও দলে দেখা যেতে পারে।'

মানার্স লাবুশেনের ব্যাডপ্যাচ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অ্যাডিলেডের দ্বিতীয় টেস্টে ওকে বসিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া উচিত। পারথে খারাপ খেলার জন্যই এই কথা বলছি না। টেস্টের বদলে ওর শেফিল্ড শিল্ডে খেলা উচিত। দ্বিতীয় টেস্টে না খেললে সেই সুযোগ পাবে মানার্স। আমার বিশ্বাস, এর ফলে উপকৃত হবে ও।

মিচেল জনসন

এদিকে, পারথে জঘন্য হারের পর থেকে সমালোচনার ঝড় বইছে অজি শিবিরে। চিন্তা বাড়িয়েছে স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনের অফফর্ম। বিশেষত লাবুশেন। শেষ ১০ টেস্টে মাত্র ১টা হাফ সেঞ্চুরি। পারথে জোড়া ব্যর্থতা (২ ও ৩ রান), জসপ্রীত বুমরাহদের সামনে লাবুশেনের অসহায় ব্যাটিং, সমালোচনার আগুনে ঘি ঢেলেছে। মিচেল জনসন গোলাপি টেস্ট থেকে লাবুশেনকে বাদ দেওয়ার দাবিও পর্যন্ত তুলেছেন। বলেছেন, 'লাবুশেনের ব্যাডপ্যাচ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অ্যাডিলেডের দ্বিতীয় টেস্টে ওকে বসিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া উচিত। পারথে খারাপ খেলার জন্যই শুধু একথা বলছি না। টেস্টের বদলে এখন ওর শেফিল্ড শিল্ডে খেলা উচিত। দ্বিতীয় টেস্টে না খেললে সেই সুযোগ পাবে মার্নাস। আমার বিশ্বাস, এর ফলে উপকৃত হবে ও।'

লাবুশেনের চলতি ফর্মের কথা তুলে ধরে জনসনের দাবি, গত দশ টেস্টে মাত্র একবার দশের গণ্ডি পেরোতে সমর্থ হয়েছেন। প্রবল চাপে

লাবুশেনকে ছাঁটাইয়ের দাবি জনসনের

প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিসের থেকে ব্যাগি গ্রিন টুপি নিচ্ছেন স্কট বোল্যান্ড। ক্যানবেরায় শনিবার।

দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বিকল্প বোল্যান্ড

গোলাপি টেস্টে জোশহীন অজিরা

ক্যানবেরা, ৩০ নভেম্বর : দিনরাতের অ্যাডিলেড টেস্টের আগে ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে।

ঘুরে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে তারকা পেসার জোশ হ্যাজেলউডকে পাচ্ছে না ক্যাঙারু ব্রিগেড। সাইড স্ট্রেনের সমস্যায় গোলাপি বলের টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন পেস ব্রিগেডের অন্যতম ক্ষুরধার অস্ত্র। ব্যাকআপ হিসেবে টেস্ট না খেলা দুই সেরা সিন অ্যাবট, ব্রেন্ডন ডগেটের নাম ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে হ্যাজেলউডের পরিবর্ত হিসেবে প্রথম একাদশে স্কট বোল্যান্ডই সম্ভবত খেলতে চলেছেন।

২০২৩-এর জুলাইয়ে অ্যাডিলেডেই শেষ টেস্ট খেলেছিলেন বোল্যান্ড। হ্যাজেলউডের চোটের কারণে অ্যাডিলেডেই ভারতের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। ভারতের বিরুদ্ধে ক্যানবেরার মানুকা ওভালে দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রধানমন্ত্রী একাদশে রয়েছেন বোল্যান্ড। শনিবার বৃষ্টির কারণে অবশ্য প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা ভেস্তে যায়।

হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ভারতের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্কসমৃদ্ধ পেস ব্রিগেডে হ্যাজেলউড গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পারথ টেস্টের প্রথম ইনিংসেও চার উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলিদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাঝেও দলের অন্যতম কৃপণ বোলার ছিলেন হ্যাজেলউডই।

গত অস্ট্রেলীয়া সফরে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে ৩৬ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ৫ ওভার বল করে ৮ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন হ্যাজেলউড। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাঁদিকে লো-গ্রেড স্ট্রেন-এ কাবু হ্যাজেলউড। সূত্রের খবর, শুধু দ্বিতীয় টেস্টেই নয়, বাকি সিরিজে তারকা পেসারকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ।

সম্ভাব্য পরিবর্ত স্কট বোল্যান্ড অবশ্য আশ্বস্ত করছেন সমর্থকদের। জানান, দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত। ছন্দেই রয়েছেন। মুখিয়ে আছেন মাঠে নামার জন্য। হ্যাজেলউডকে না পাওয়া ধাক্কা হলেও অজি সাজঘরের পরিবেশ ঠিকই আছে। আত্মবিশ্বাসী গলায় শনিবার বোল্যান্ড বলেছেন, 'মরশুমের শুরুতে খুব বেশি ম্যাচ খেলিনি আমি। মাঝে কিছু চোট সমস্যা ছিল। তবে এখন হাঁটু আর পা ঠিকঠাক রয়েছে। বল হাতে দলের ভরসার মর্যাদা রাখার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।'

পারথ টেস্টে বাকি দল যখন মাঠে ব্যস্ত, তখন নেটে গোলাপি বলে অ্যাডিলেডের প্রস্তুতি সারেন বোল্যান্ড। বোল্যান্ড বলেছেন, 'আমি এবং জোশ ইনগ্লিস গোলাপি বলে পারথে প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছিলাম। দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচও পাচ্ছি। আশা করি, রবিবার আবহাওয়া সমস্যা হবে না।' আপাতত চলছে ভারতীয় ব্যাটারদের নিয়ে বোলিং ছকও তৈরির কাজ। বলেন, 'ভারতের প্রত্যেক ব্যাটারের জন্য দলগতভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছি আমরা। গত ম্যাচে যশস্বী ভালো ব্যাট করেছে। লোকেশ রাহুলও। অ্যাডিলেডে ওদের নিয়ে পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন হবে।'

> ভারতের প্রত্যেক ব্যাটারের জন্য দলগতভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছি আমরা। গত ম্যাচে যশস্বী ভালো ব্যাট করেছে। লোকেশ রাহুলও। অ্যাডিলেডে ওদের নিয়ে পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন হবে।
>
> **স্কট বোল্যান্ড**

ভারতের হাতে সিরিজের প্রথম টেস্টেই নাস্তানাবুদ অজি শিবির। বিশেষ করে ভাবাচ্ছে ব্যাটিং ভরাডুবি। পাশাপাশি যশস্বী জয়সওয়াল, ফর্মে ফেরা বিরাট কোহলিকে আটকানোর চাপও থাকবে হ্যাজেলউডহীন বোলিংয়ের জন্য। বোল্যান্ড অবশ্য দাবি করছেন, তাঁরা মোটেই চাপে নেই। দলের অন্দরমহলে ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। তবে একটা ম্যাচ হেরে মাথা খারাপে রাজি নয় কেউ।

শর্তসাপেক্ষে হাইব্রিড মডেলে রাজি পাকিস্তান

কাঁটা নিয়ে আইসিসি শীর্ষপদে বসছেন জয়

দুবাই, ৩০ নভেম্বর : মাঝে কয়েক বছরের ব্যবধান।

আবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র শীর্ষপদে এক ভারতীয়। রাত ফুরোলেই ভারতীয় বোর্ড সচিবের তকমা ঝেড়ে আইসিসি'র চেয়ারম্যান পদে আসীন জয় শা। সিদ্ধান্তে সিলমোহর অনেকদিন আগেই পড়েছিল। রবিবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জগমোহন ডালমিয়া, শারদ পাওয়ার, এন শ্রীনিবাসন, শশাঙ্ক মনোহরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইসিসি'র সর্বোচ্চ পদে জয়।

রবিবার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হাজির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-কাঁটাও। ভারত বনাম পাকিস্তান দ্বৈরথে শর্ত, পালটা শর্ত, দাবি, পালটা দাবিতে উত্তেজনার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। এর মাঝে এদিন কিছুটা স্বস্তির খবর, হাইব্রিড মডেলে রাজি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। নিরপেক্ষ কোনও দেশে ভারতের খেলার দাবি নাকি মেনে নিচ্ছেন মহসিন নাকভিরা। অবশ্য শর্তসাপেক্ষে।

মহসিন নাকভিরা মূলত দুটি শর্ত দিয়েছেন। এক, ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের জন্য হাইব্রিড মডেল রাখতে হবে। অর্থাৎ, পাকিস্তান দলও ভারতের বদলে নিরপেক্ষ কোনও দেশে তাদের ম্যাচ খেলবে। দুই, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল লাহোর থেকে সরানো চলবে না। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পিসিবি প্রধান পালটা হুমকির সুরে বলেছেন, একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে, তাঁরা মানবেন না।

২০৩১ পর্যন্ত তিন-তিনটি মেগা টুর্নামেন্টের আয়োজক ভারত। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬-এ টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৯-এ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০৩১-এ বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে ওডিআই বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারতে। বাস্তব হল, শর্তপূরণ আইসিসি'র হাতেও নেই। ফলে হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়েও মুখ বাঁচানোর পাক প্রয়াসের পরিণতি কী হতে চলেছে, উত্তর সময়ের গর্ভে।

রবিবার আইসিসি'র শীর্ষপদে বসেই যে জট খোলার গুরুভার জয় শা'র কাঁধে। মহসিন নাকভির পাক বোর্ড আরও কতটা নমনীয় হয় এবং জয় কী ভূমিকা নেন, তা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পাকিস্তানের সামনে অবশ্য দ্বিতীয় রাস্তাও নেই। আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, হাইব্রিড মডেল না মানলে পুরো টুর্নামেন্টই সরানো হবে। ভারতের সম্ভাব্য নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাই। বাস্তব বুঝতে পেরে আরব আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মুবাশির উসমানির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন মহসিন নাকভি। যেখানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আলোচনা হয়েছে দুই বোর্ড প্রধানের মধ্যে।

খবর, হাইব্রিড মডেলের পালটা হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ নাকি দাবি করেছে পিসিবি। আয়োজক হিসেবে প্রাপ্য অর্থের পাশাপাশি আরও ২০ মিলিয়ন ডলার চাইছে। থাকছে আইসিসি'র বার্ষিক আয়ের লভ্যাংশের প্রদেয় অর্থ বাড়ানোর দাবিও। যদিও পিসিবির এক আধিকারিক এই দাবি নস্যাৎ করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ওয়ান ডে জার্সি প্রকাশের অনুষ্ঠানে হরমনপ্রীত কাউরের সঙ্গে জয় শা।

এদিকে, বিসিসিআই সচিবপদে বিদায়ি দিনে জয় শা'র মুখে ক্রিকেটারদের প্রশংসা। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে প্রথম সারির তারকারা অংশগ্রহণ নিয়ে বলেন, 'দেশের প্রথমসারির টি২০ টুর্নামেন্টে সিনিয়ার ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ টুর্নামেন্টের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। উঠতি প্রতিভারা যাঁদের সঙ্গে খেলে শেখার সুযোগ পাচ্ছে। সিনিয়াররা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছে, নিশ্চিতভাবে যা প্রশংসনীয়।'

জয়ে ফিরতে মরিয়া বাংলা

মুস্তাক আলি ট্রফিতে সামনে আজ মেঘালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : পথটা সাময়িকভাবে কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। বাকি থাকা তিনটি ম্যাচ জিততে পারলেই বাংলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পরের পর্বে যেতে পারবে।

জয়ের হ্যাটট্রিকের পর আচমকা ধাক্কা। সম্মানের ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে হার। ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রজত পাতিদারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার

> কুড়ির ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। হতে পারে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে সফল হইনি আমরা। কিছু ভুল হয়েছে। দ্রুত সেই সমস্যা কাটিয়ে সামনে তাকাতে হবে আমাদের। রবিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

রাত ভুলে রবিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে নতুন শুরু চাইছে টিম বাংলা। বিকেলের দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'কুড়ির ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। হতে পারে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে সফল হইনি আমরা। কিছু ভুল হয়েছে। দ্রুত সেই সমস্যা কাটিয়ে সামনে তাকাতে হবে আমাদের। রবিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জয়ে ফিরতে পারলেই অনেক সমস্যা মিটবে। কারণ, জয় একটা অভ্যাস।'

আগামীকাল মেঘালয়ের বিরুদ্ধে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে সুদীপ ঘরামিরা জয়ে ফিরবেন কিনা, সময় বলবে। তার আগে মহম্মদ সামিকে নিয়ে হঠাৎই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গতকাল মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে ৪ ওভার বল করে কোনও উইকেট পাননি সামি। কিন্তু এই ৪ ওভার করতে গিয়ে কোমরে আচমকা অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন তিনি। যদিও বাংলা দল সূত্রে খবর, সামির চোট গুরুতর কিছুই নয়। গতকালের ম্যাচে কোমরে অস্বস্তি অনুভব করার

গতকাল ম্যাচের মাঝে কোমরে অস্বস্তি অনুভব করেন মহম্মদ সামি।

পরও তিনি বল করেছিলেন। সামির সঙ্গেই রয়েছেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিও নীতীন প্যাটেল। তাঁর সঙ্গে সামির ফিটনেস নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জানিয়েছেন, সামি ঠিক আছেন। ফিট ও ছন্দে থাকা সামিকে এখন প্রয়োজন বাংলারও। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি চ্যাম্পিয়ন বোলার। যথেষ্ট অভিজ্ঞও। ও ছন্দে থাকলে আমাদের অনেক সমস্যা কমে যাবে।'

বিশ্ব দাবায় ফের ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৩০ নভেম্বর : ডোম্বারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেনের মধ্যে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচও শেষ হল ড্র-তে। কালো ঘঁটি নিয়ে শনিবার ম্যাচ ড্র রাখলেন ১৮ বছরের গুকেশ। এদিনের ম্যাচ ড্র হয় ৪০ চালের পর। ড্রয়ের ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল ২.৫। বাকি আরও ৯ রাউন্ড। প্রথম ৭.৫ পয়েন্টে পৌঁছানো প্রতিযোগীই হবেন চ্যাম্পিয়ন।

অ্যাডিলেডেও সফল হবে ভারত : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : পারথে ২৯৫ রানের বিরাট জয়। আর সেই জয়ের রেশ ধরেই টিম ইন্ডিয়া তৈরি হচ্ছে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টের জন্য।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভারতীয় দলের শেষ সিরিজের সময় অ্যাডিলেডেই ৩৬ রানে অল আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা। প্রশ্ন হল, গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে এবার টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্যে কী রয়েছে? আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে হাজির হয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানিয়েছেন, পারথের পর অ্যাডিলেডেও সফল হবে টিম ইন্ডিয়া। মহারাজের কথায়, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফল হওয়া সবসময় কঠিন। কিন্তু পারথে দুর্দান্তভাবে টেস্ট জয়ের পর আমার মনে হয় অ্যাডিলেডেও ভারতীয় দল সফল হবে। ওদের আত্মবিশ্বাস এখন বিশাল।' টিম ইন্ডিয়া শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু অ্যাডিলেড টেস্টে ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? অধিনায়ক রোহিত শর্মা ফিরছেন। শুভমান গিলও ফিট। এমন অবস্থায় সৌরভের পর্যবেক্ষণ হল, 'রোহিত, শুভমানরা ফিরতই। আমার মনে হয়, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রোহিতই ওপেন করুক। আর শুভমান পুরো ফিট হয়ে মাঠে নামলে তিন নম্বরে খেলুক।'

শনিবার প্রথমবার প্রকাশ্যে এল রোহিত শর্মার সদ্যোজাত ছেলের ছবি। হিটম্যানের স্ত্রী রীতিকার কোলে বসে রয়েছে তাঁর ছেলে।

আক্রাম-টমসনের সমগোত্রীয় বুমরাহ, দাবি ফ্লেমিংয়ের

সিডনি, ৩০ নভেম্বর : নামের পাশে সবে ৪১টি টেস্ট।

যদিও একচল্লিশের কেরামতিতেই ক্রিকেটমহলের মনজুড়ে জসপ্রীত বুমরাহ। বর্তমান

স্মিথদের 'বিরাট-দাওয়াই' পন্টিংয়ের

প্রজন্মেরই শুধু নয়, কেউ কেউ সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলারদের মধ্যেও রাখছেন ভারতীয় স্পিডস্টারকে। ড্যামিয়েন ফ্লেমিংয়ের কথায়, 'দ্য টার্মিনেটর'। বল হাতে নিয়ে ব্যাটারদের দুর্বলতা খুঁজে সেখানেই অস্ত্র প্রয়োগ- বুমরাহ একেবারে ভিন্ন জাতের বোলার।

ব্রেট লি, ওয়াকার ইউনিস কিংবা শোয়েব আখতারের সঙ্গে নয়, জসপ্রীত বুমরাহকে কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রাম, জেফ টমসনের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন ফ্লেমিং। প্রথম সারির অজি দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসার বলেছেন, 'ব্যাটারদের বিরুদ্ধে চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় এক পা এগিয়ে বুমরাহ। হাতে শুধু একঝাঁক অস্ত্র থাকা নয়, অস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগের দুরন্ত ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে।'

> ব্যাটারদের বিরুদ্ধে চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় এক পা এগিয়ে বুমরাহ। হাতে শুধু একঝাঁক অস্ত্র থাকা নয়, অস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগের দুরন্ত ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে।
>
> **ড্যামিয়েন ফ্লেমিং**

বেশিরভাগ বোলারদের থেকে কেন বুমরাহ আলাদা, সেটাও ব্যাখ্যা করলেন ফ্লেমিং। প্রাক্তনের মতে, মূলত ফাস্ট বোলারদের গতির ৬০ শতাংশ আসে রান-আপ থেকে। ৪০ শতাংশ বোলিং অ্যাকশনের মাধ্যমে। বুমরাহর বলের গতির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ অবদান রান-আপের। ৭০ শতাংশই আসে অ্যাকশন থেকে বল ছাড়ার সময়। ফলে ব্যাটারদের পক্ষে বুমরাহর চোরা গতিটা বোঝা সহজ নয়।

ব্রেট লি, শোয়েব আখতার, স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনকে বিরাট-দাওয়াই দিলেন রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অধিনায়কের পরামর্শ, স্মিথরা ফর্মে ফিরতে বিরাটের পথ অনুসরণ করুক। পন্টিং বলেছেন, 'পারথে মার্নাসকে সবথেকে অস্বস্তিতে লেগেছে। মানছি কঠিন পিচে অত্যন্ত উঁচুমানের বোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে। কিন্তু এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তা ওকেই খুঁজে নিতে হবে।'

পন্টিংয়ের সংযোজন, 'নিজের ব্যাটিংয়ের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল বিরাট। দ্বিতীয় ইনিংসে তারই প্রতিফলন। প্রথম ইনিংসের তুলনায় একেবারে অন্যরকম প্লেয়ার লাগছিল। নিজের শক্তি, ক্ষমতায় নজর দিয়েছিল। ঠিক এটাই প্রয়োজন মার্নাস, স্মিথের। নিজেদের রাস্তায় হাঁটুক, সাফল্যের তাগিদ দেখাক ফ্রিজে নেমে।'

ওয়াকার ইউনিসদের বলের গতি নিয়ে ব্যাটাররা আগাম আন্দাজ পেলেও বুমরাহর ক্ষেত্রে উলটো। ফ্লেমিংয়ের দাবি, এখানেই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রাম, জেফ টমসনের সঙ্গে মিল বুমরাহর। আক্রামদের মতে, ছোট রান-আপে এসেও বোলিং অ্যাকশনে গতি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারে।

ব্যাটারদের জন্য বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ।

এদিকে রানের খরা কাটাতে

পারথ টেস্টের জসপ্রীত বুমরাহর সাফল্য নজর কেড়েছে প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদেরও।

QR কোড স্ক্যান করে
Website থেকে গয়না কিনুন

Giftly Gift Voucher
উপহার দেওয়ার
সেরা ও সহজ মাধ্যম

শ্রেষ্ঠত্ব ও সাশ্রয়ের
শুভ পরিণয়!

বিয়ের গয়না সেরা দামে,
সেরা জায়গায়, অসামান্য
অফারে কেনাকাটা
আনন্দময়!

কেনাকাটার শুভক্ষণ, অফারে ভরবে মন!

২৯শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৪

সুবর্ণ সুযোগ!

গ্রাম প্রতি
সোনার গয়নায়
₹৩০০+₹১০০*
ছাড়!
(মজুরিতে)

১০ এ ১০

দশ লাখ টাকার
গয়না কিনলে
₹১০,০০০
ছাড়!*
(মজুরিতে)

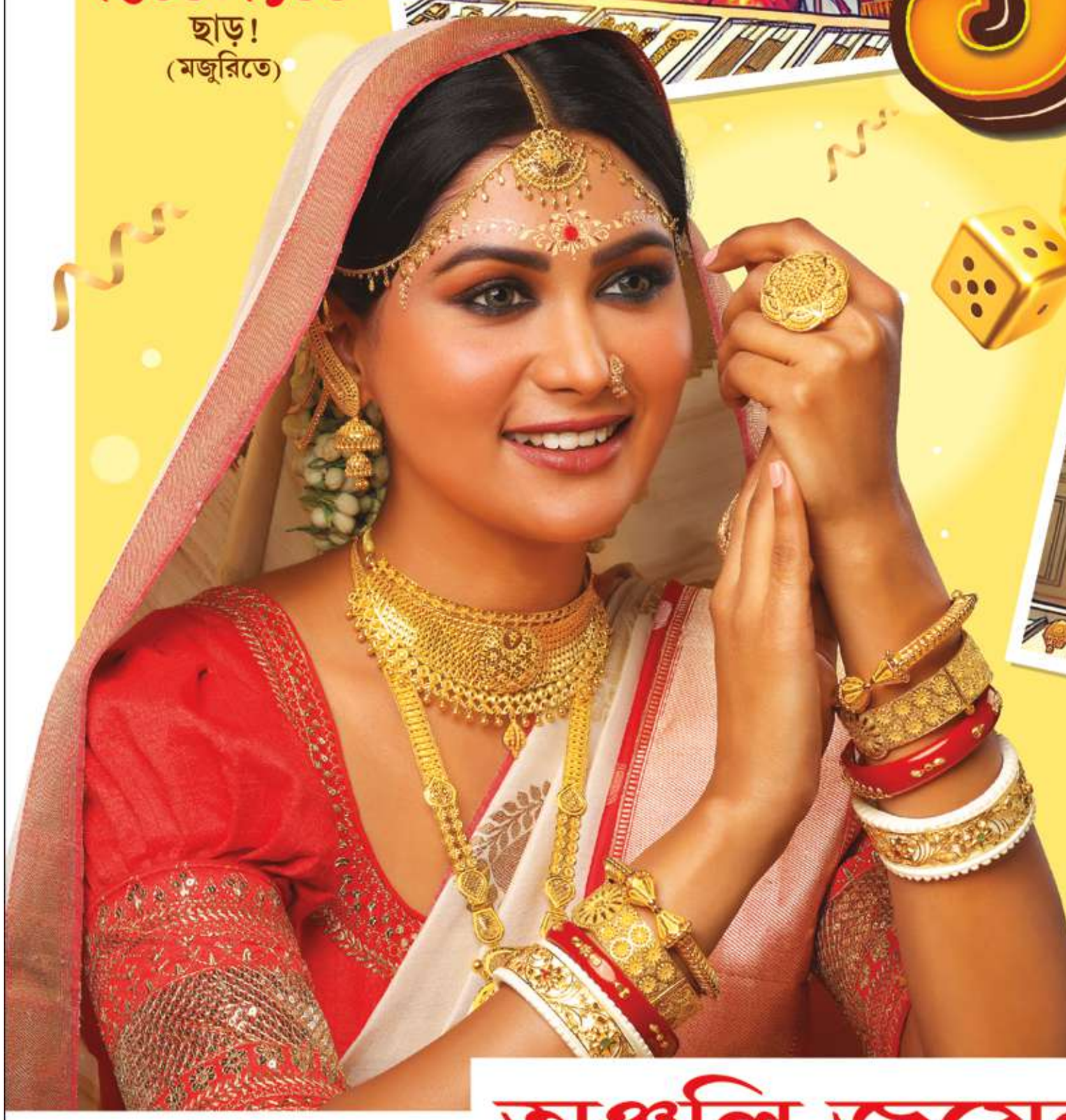

খেলার ছলেই
সোনার টপস্!

গয়না কিনুন
লাখ টাকার,
ছক্কা ফেললে
টপস্ টা সোনার।
(প্রতি ক্রেতার জন্য একটি চাল)*

বত্রিশ বছর ধরে বাঙালির মন জুড়ে
32
বছর উদ্‌যাপন
সূচনা ১৯৯২

অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য

GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২। কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়্যা বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/1124